কামেয়ো'ল-মোবতাদেয়িন

ফি-রদ্দে

ছেয়ানতল-মো'মেনিন

দ্বিতীয় ভাগ

বঙ্গের আউলিয়াকুল শ্রেষ্ঠ, শাইখুল মিল্লাতে অদ্দিন, ইমামুল হুদা, হাদিয়ে জামান, সু-প্রসিদ্ধ পীর, শাহ্সুফী, আলহাজ্জ্ব হজরত মাওলানা—

মোহাম্মদ আবুবকর সিদ্দিকী (রহঃ)

কর্ত্তৃক অনুমোদিত

জেলা উত্তর ২৪ পরগণা, বশিরহাট মাওলানাবাগ নিবাসী-
খ্যাতনামা পীর, মুহাদ্দিছ, মুফাছছির, মুবাল্লিগ, মুবাহিছ, মুছান্নিফ, ফকিহ্, শাহ্ সুফী, আলহাজ্জ্ব হজরত আল্লামা—

মোহাম্মদ রুহল আমিন (রহঃ)

কর্ত্তৃক প্রণীত ও তদীয় পৌত্র

পীরজাদা মোহাম্মদ শরফুল আমিন

কর্ত্তৃক

বশিরহাট "নবনূর কম্পিউটার ও প্রেস" ইহতে
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

(দ্বিতীয় মূদ্রণ সন ১৪১৮)

মূল্য- ৭০ টাকা মাত্র

কামেয়ো'ল-মোবতাদেয়িন

ফি-রদ্দে

ছেয়ানতল মো'মেনিন

বঙ্গের আউলিয়াকুল শ্রেষ্ঠ শাইখুল মিল্লাতে অদ্দিন, ঈমামুল হুদা, হাদিয়ে জামান সুপ্রসিদ্ধ পীর শাহ্ সুফী আলহাজ্জ হজরত –

মাওলানা—

মোহাম্মদ আবুবকর সিদ্দিকী (রহঃ)

কর্ত্তৃক অনুমোদিত

জেলা উত্তর ২৪ পরগণা, বশিরহাট মাওলানাবাগ নিবাসী-
খ্যাতনামা পীর, মুহাদ্দিছ, মুফাচ্ছির, মুবাহিছ, মুবাল্লিগ, ফকিহ,
শাহ্ সুফী আলহাজ্জ হজরত আল্লামা-

মোহাম্মদ রুহুল আমিন (রহঃ)

কর্ত্তৃক প্রণীত ও তদীয় পৌত্র

মোহাম্মদ শরফুল আমিন

কর্ত্তৃক প্রকাশিত

বশিরহাট 'নবনূর প্রেস' মাওলানাবাগ হইতে মুদ্রিত।
দ্বিতীয় মুদ্রন বাংলা ১৪১২ সন

মুদ্রণ মূল্য — ৭০ টাকা

সূচীপত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين والصلوٰة والسلام على رسوله

سيّدنا محمد واٰله وصحبه اجمعين

قامع المبتد عين فى رد صيا نة المؤمنين

কামেয়ো'ল-মোবতাদেয়িন

ফি-রদ্দে

ছেয়ানতল-মো'মেনিন

মজহাব বিদ্বেষী মৌলবি বাবর আলি সাহেব কয়েক বৎসর যাবৎ মস্তক আলোড়িত করিয়া ও স্বমতাবলম্বী বঙ্গবাসী ও হিন্দুস্তানবাসী বিদ্বান্‌গণের সাহায্য গ্রহণ করিয়া মৎপ্রণীত ছায়েকাতোল মোছলেমিন গ্রন্থের কতকাংশের প্রতিবাদ উপলক্ষ্যে ছেয়ানাতোল মোমেনিন নামক একখানা পুস্তক প্রচার করিয়াছেন, যাহাতে তিনি ভদ্র পিতা মাতার শিক্ষায় কবির খেউড় গাইয়াছেন, পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন, অগণিত অকথ্য ভাষায় পুস্তকের কলেবরটী পূর্ণ করিয়াছেন, যদি কেহ পুস্তকখানি আদ্যান্ত পাঠ করেন, তবে দেখিতে পাইবেন যে, শ্রেষ্ঠতম একজন এমামের অযথা দুর্ণাম ও গ্লানি প্রচার করা লেখকের জীবনের প্রধান ব্রত এবং সেই জন্যই যেন তিনি আকাশ হইতে জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহার লেখনী শক্তিও অপূর্ব্ব যেহেতু তিনি প্রাচীন সাধুপুরুষগণের সম্ভ্রমের প্রতি কলঙ্কের কালিমা লেপন করিতে অদ্বিতীয়। তিনি বঙ্গভাষায় এরূপ পণ্ডিত প্রবর যে, তাঁহার পুস্তকখানিতে কয়েক সহস্র ভাষার দোষ বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও অন্য লেখকের পুস্তকের ছাপার ভ্রম (প্রিণ্টিং মিষ্টেক) কেও ভাষার দোষ বলিয়া প্রচার করেন। তিনি অযৌক্তিক কথায় পুস্তক খানিকে কলুষিত করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। নিজেরা যে দোষাবলীতে কলঙ্কিত, অন্যের প্রতি তাহার আরোপ করিয়াছেন। নিজে কোরআন ও হাদিসের অর্থ পরিবর্ত্তন করিতে অতুলনীয়, ইহা সত্ত্বেও পরের উপর জালসাজির অপবাদ প্রদান করিতে অতি চতুর। তিনি নিজের দলের চর্ব্বিত চর্ব্বন করিতে সক্ষম। তাহার দলস্থ বিদ্বান্‌গণ যাহা পুনঃ

পুনঃ স্ব স্ব গ্রন্থসমূহে লিখিয়া হানিফি বিদ্বান্‌গণের পক্ষ হইতে যথোচিত উত্তর প্রাপ্ত হইয়াছেন, তৎসমুদয়ের পুনরুক্তি করিয়াছেন। তাঁহার দলস্থ মৌলবী এলাহি বখ্‌শ সাহেব দোরায় মোহাম্মদী নামক পুস্তকে শতাধিক স্থলে চারি মজহাবাবলম্বী মোসলমানদিগকে কাফের ও মোশ্‌রেক বলিয়াছেন। উক্ত দলস্থ মৌলবি আব্বাছ আলি ও মৌলবি আইউব সাহেবদ্বয় দুইজন হানফি বিদ্বানকেবানর, কুকুর ও নেশাখোর ইত্যাদি বলিয়াছেন। ইঁনি তাঁতিবাগানে প্রতিপালিত হইয়া যে ভদ্রতার চূড়ান্ত নিদর্শন প্রকাশ করিবেন, ইহাতে কি সন্দেহ আছে? যাহাহউক, আমরা তাঁহাদের ন্যায় অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করিতে অক্ষম; কটুভাষা বলা যহাদের জীবনের ব্রত, তাহারাই উহা আজীবন বলিতে থাকুক। তাঁহার ১২২ পৃষ্ঠার পুস্তকখানির প্রতিবাদ প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা হইয়াছে, কিন্তু কাগজের দুর্ম্মূল্য হওয়া বশতঃ আপতত্তঃ সক্ষিপ্ত প্রতিবাদখানি প্রচার করিতে বাধ্য হইলাম।

তিনি ছেয়ানাতল-মোমেনিন পুস্তকের ১৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, "খারিজী ও মোয়তাজলী গোমরা ফেরকা হানাফি ফেকা সমূহে যারপরনাই জড়িত হইয়াছে, হাজার হাজার খারিজী ও মোয়তাজলী ফেকার মসলায় হানাফী মজহাব ছিল, এমাম আজম ও আবু ইউসফের প্রধান প্রধান শিষ্য বাতীল মজাহাব ধরিয়া গত হইয়াছে, সেই সমস্ত লোকের দ্বারা তাহাদের (বাতীল) মজহাবের মতাবেক হাজার হাজার মসলা হানাফী ফতওয়ার কেতাব সমূহে দাখিল হইয়াছে।"

ধোকাভঞ্জন।

লেখক এই স্বপ্ন কোথায় দেখিয়াছেন যে, এমাম আজম ও আবু ইসুফের প্রধান প্রধান শিষ্য বাতীল মজহাবাবলম্বী ছিলন? তহজিবোত্তহ্‌জিব, তহ্‌জিবোল-আস্‌মা, তাজকেরাতোল-হোফ্যাজ ইত্যাদি গ্রন্থে আছে যে, ইমাম আবু হানিফার প্রধান প্রধান শিষ্য এমাম মোহাম্মদ, জাফার, দাউদ তায়ি, আবদুল্লাহ্ বেনে মোবারক, অকিজার্রাহ্, আবদুর রজ্জাক, এজিদ বেনে-হারুন,আবু আছেম, আবু-নইম আবু আবদুর রহমান মকরি, সইদ বেনে কাত্তান প্রভৃতি হাদিস তত্ত্ববিদ্ বিদ্বান্‌গণ ছিলেন। এমাম আবু ইউসফের প্রধান প্রধান শিষ্য এমাম অহমদ বেনে হাম্বল, এমাম এহইয়া ময়ি'ন, বেশ্‌রে-বেনে অলিদ, আলি-বেনে জা'দ প্রভৃতি বিদ্বান্‌গণ ছিলেন। এই মহাত্মাগণ কি বাতীল মজহাবধারী, খারেজী বা মো'তাজেলী ছিলেন? এই মহাত্মাগণের হাদিস সমূহে ছেহাহ্ গ্রন্থ পূর্ণ রহিয়াছে, যদি তাঁহারা বাতীল মতধারী হন, তবে জগতের হাদিস গ্রন্থগুলি কি বাতীল হইয়া যাইবে না?

এমাম মোহাম্মদ, এমাম আবু হানিফা ও আবু ইউসফের প্রকাশিত মস্‌লাগুলি জামে'-সগির, জামে' কবির সায়রে-সগির, সায়রে কবির, জিয়াদত ও মবসুত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

মাওলানা শাহ্ অলিউল্লাহ্ দেহলবি (কোঃ) 'একদেল-জিদ' গ্রন্থের ৩১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;-

"এই চারি মজহাব গ্রহণ করাতে বহু সুফল আছে এবং উহা ত্যাগ করাতে বহু অনিষ্ট হয়। আমি ইহা কয়েকটী প্রমাণ দ্বারা প্রকাশ করিব; প্রথম এই যে উম্মতের এজমা হইয়াছে যে, তাঁহারা শরিয়ত অবগত হইতে প্রাচীন বিদ্বান্‌গণের প্রতি আস্থা স্থাপন করেন, তাবিয়িগণ এতৎসম্বন্ধেসহাবাগণের প্রতি, তাবা-তাবিয়িগণ তাবিয়িগণের প্রতি এইরূপ প্রত্যেক দল তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী বিদ্বান্‌গণের প্রতি আস্থা স্থাপন কারেন,জ্ঞান ইহার উৎকৃষ্ট হওয়ার সাক্ষ্য প্রদান করে।"

আরও ৩২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;-"যখন প্রাচীন বিদ্বান্‌গণের মত সমুহের প্রতি আস্থা স্থাপন করা অনিবার্য্য, তখন তাঁহাদের উক্ত মতগুলি সহি সনদে বর্ণিত হওয়া ও প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলীতে লিখিত থাকা একান্ত আবশ্যক।"

তিনি ইহার কয়েক পংক্তির পরে লিখিয়াছেন;- "এই শেষ যুগে চারি মজহাব ব্যতীত অন্য কোন মজহাব উপরোক্ত গুণ সম্পন্ন নহে।"

পাঠক, এখন বুঝিলেন ত যে, এমাম আজমের মতগুলি সহি সনদে প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলীতে সন্নিবেশিত আছে।

উক্ত কেতাবগুলি যে এমাম মোহাম্মদের রচিত গ্রন্থ, অসংখ্য লোকের বর্ণনায় ও সাক্ষ্যে প্রমাণিত হইয়াছে। হাকেম সহিদ, এমাম মোহাম্মদের উক্ত ছয় খণ্ড গ্রন্থকে একত্রে সংগ্রহ করিয়া 'কাফি' নামে অভিহিত করিয়াছেন। এমাম সামসোল-আয়েম্মায়-সারাখ্‌সি উহার টীকা লিখিয়া উহা মবছুত নামে অভিহিত করিয়াছেন। হেদাইয়া, কদুরি, কাঞ্জ, মোখতার, বেকাইয়া, মাজ্‌মা প্রভৃতি গ্রন্থে এমাম মোহম্মদের রচিত গ্রন্থাবলী হইতে এমাম আজমেরপ্রকাশিত মস্‌লাগুলি লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, উপরোক্ত কেতাবগুলিতে মো'তাজেলা, খারিজি প্রভৃতি ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের একটী বাতীল-মত লিখিত হয় নাই। অবশ্য কোন কোন ফাতাওয়ার কেতাবে প্রতিবাদ উপলক্ষ্যে কতকগুলি বাতীল মত লিখিয়া উহার বাতীল হওয়া প্রতিপন্ন করা হইয়াছে এবং ফৎওয়া গ্রাহ্য মত ও বাতীল মতের মধ্যে প্রভেদ করা হইয়াছে।

ইহাতে হানাফিগণের বা হানফি কেতাব সমুহের কি ক্ষতি হইবে? কোরআন শরিফে য়িহুদী, খ্রীষ্টান,নাস্তিক ও পৌত্তলিক দলের বাতীল মত উল্লিখিত হইয়াছে এবং তাহার প্রতিবাদ করা হইয়াছে, এক্ষেত্রে কি মজহাব বিদ্বেষী প্রভুরা বলিতে

চাহেন যে, কোরআন শরিফে বহু বাতীল মতাবলম্বীর বাতীল মত সংযোগ করা হইয়াছে? ধন্য আপনার লেখনী শক্তি ও ফৎওয়া প্রচার।

লেখক সাহেব, হাদিসগ্রন্থগুলির কি কেবল পৃষ্ঠা উল্টাইয়াছেন?

কিম্বা তৎসমস্তের সম্বন্ধে জ্ঞানার্জ্জনও করিয়াছেন? হাদিসগ্রন্থ সমূহে, বিশেষতঃ ছেহাহ্ ছেত্তা গ্রন্থে যে বহু খারিজী, মো'তাজেলা, রাফিজি, শিয়া নাছিবি, মরজিয়া ও কদরিয়া প্রভৃতি ভ্রান্তদলের প্রকাশিত হাদিস সমূহ লিখিত আছে, ইহার কি কোন সংবাদ রাখেন?

কেবল মিস্‌রিগঞ্জের মস্‌জিদে বসিয়া বায়ু সেবন করিলে, কি এসমস্ত বিষয় অবগত হওয়া যায়? এইরূপ তত্ত্বগ্রহণের জন্য কিছু বিদ্যা বুদ্ধির আবশ্যক হয়।

তকরিব তহ্‌জিব গ্রন্থে লিখিত আছে;- সহি বোখারি ও মোস্‌লেম গ্রন্থে ২০ জন মরজিয়া, ২৩ জন কাদরিয়া ২৮ জন শিয়া ৪জন রাফিজি, ৯জন খারিজি, ৭জন নাছেবি, ১জন যাহ্‌মিয়া বিদ্বানের হাদিস উল্লিখিত আছে। এমাম বোখারি 'আদবোল মোফরদ' গ্রন্থে একজন মো'তাজেলা বিদ্বানের হাদিস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। অবশিষ্ট চারি খণ্ড হাদিস গ্রন্থে বহু পরিমাণ ভ্রান্তদলের হাদিস বর্ণিত আছে;

লেখকের দল তৎসস্ত হাদিস মান্য করিয়া ভ্রান্ত হইবেন কিনা?

ছেয়ানাতল মোমেনিন, ১৩ পৃষ্ঠা;-

"আজকাল হানাফী ফেকা ও ফতওয়ার কেতাবগুলি সম্পুর্ণরূপে কোরআন হাদিসের কথা হইবে কি, এমাম আবু হানিফা (রঃ) সাহেবের কথাও নহে।"

ধোকাভঞ্জন

এমাম আজম (রঃ) কোরআন হাদিস হইতে যে মস্‌লাগুলি প্রকাশ করিয়াছেন, উহা যে খোদা ও রসুলের কথা ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। আর যে মস্‌লাগুলি উক্ত দলীল দ্বয়ে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয় নাই, তিনি তৎসমুদয় স্থলে এজমা ও কেয়াস দ্বারা কোরআন ও হাদিসের অস্পষ্ট হুকুমগুলি প্রকাশ করিয়াছেন, কাজেই এই মস্‌লাগুলিও কোরআন হাদিসের একাংশ। তাঁহার শিষ্যগণ যে মস্‌লাগুলি প্রকাশ করিয়াছেন-তৎসমুদয়ের মধ্যে কতকগুলি তাঁহার প্রকাশিত মত, অবশিষ্টগুলি তাঁহার নির্দ্ধারিত নিয়মানুযায়ী আবিষ্কৃত মত, কাজেই হান্‌ফি মজহাবের প্রত্যেক ফৎওয়া গ্রাহ্য মত তাঁহারই মত হইল।

এমাম বোখারি সহি গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, স্ত্রীসঙ্গমকালে রেতপাত না হইলে, গোসল ফরজ হইবে না, ইহা কি কোরআন ও হাদিসের মত? তিনি লিখিয়াছেন যে

ঈদের দিবস ব্যতীত অন্য দিবসে কোরবাণি জায়েজ হইবে না; অন্য পানির অভাবে কুকুরের এটো পানিতে ওজু জায়েজ হইবে, বেঙ ও কচ্ছপ হালাল, এই সমস্ত গুলি কি কোরআন ও হাদিসের মত? সেহাহ্ গ্রন্থ প্রণেতা এমাম বোখারি, মোসলেম, আবুদাউদ, নাসায়ি,তেরমজিপ্রভৃতি হাদিস-তত্ত্ববিদ্গণ কেয়াসি শর্ত আবিষ্কার করতঃ তাঁহাদের একজন যে হাদিসটী সহি বা যে রাবিকে অযোগ্য বলিয়াছেন, তৎসমুদয় কি খোদা ও রসুলের মত?

মজহাব বিদ্বেষীদল মাসায়েলে-জরুরিয়া, রদ্দে-তকলিদ, দোর্রায়-মোহাম্মদী, ছেয়ানাতল-মোমেনিন, সেরাজল-ইস্লাম ইত্যাদি গ্রন্থ সমূহে যে মস্লাগুলি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তৎসমস্তই কি খোদা ও রসুলের কথা?

উক্ত দলভুক্ত মৌলবি আব্বাস আলি সাহেব ১৩০২ সনের মুদ্রিত মাসায়েলে-জরুরিয়া গ্রন্থে ও মৌলবি মহিউদ্দিন সাহেব ফেক্হে মোহাম্মদী পুস্তকে দাঁড়াইয়া প্রস্রাব করা মোবাহ বলিয়াছেন। প্রথমোক্ত মৌলবি সাহেব রাত্রিতে কোন পাত্রে প্রস্রাব করিয়া রাখা সুন্নত এবং গোবিষ্ঠার উপর নামজ পড়া জায়েজ হওয়ার ফৎওয়া দিয়াছেন, ইহা কি খোদা ও রসুলের মত? কাজি শওকানি যে শূকরের চর্ম্ম ও চর্ব্বি পবিত্র বলিয়াছেন, মৌলবি সিদ্দিক হাসান সাহেব যে কুকুর, ভল্লুক ইত্যাদির মলমূত্র, মদ ও রক্ত পবিত্র বলিয়াছেন, ইহা কি খোদা ও রসুলের মত? বা ছেহাহ্ লেখক এমাম গণের মত?

লেখক আহলে হাদিস পত্রিকায় খোদাতায়ালার রূপধারী হওয়ার ফৎওয়া দিয়াছেন, ইহা কি আল্লাহ্ ও রসুলের মত? কি হাদিস তত্ত্ববিদ্ এমামগণের মত?

লেখকের দল পুস্তক পুস্তিকায় যে সমস্ত কলুষিত অভিনব মত প্রচার করিয়া থাকেন, তৎসমস্তই যে খোদা ও রসুলের মত, ইহার কোন পরওয়ানা পাইয়াছেন কি?

ছেয়ানাত, ১৩/১৪ পৃষ্ঠা; -

"প্রসিদ্ধ অভিধান কামুস গ্রন্থে লিখিত আছে, এই উম্মতে আবু হানিফা নামক ২০ কুড়িজন ফকি গত হইয়াছেন তাহার মধ্যে শিয়াও ছিল,....তাহাদের কথাগুলিও হানাফী ফেকায় থাকিতে পারে, কে জানে ইহা কোন্ আবু হানিফার কথা?

ধোকা ভঞ্জন।

কামুস, ৩য় খণ্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা;-

وابو حنيفة كنيته عشرين من الفقهاء اشهرهم امام الفقهاء النعمان☆

"আবু হানিফা বিশজন ফেক্হ তত্ত্ববিদের কুনইয়ত (একপ্রকার নাম) তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ, ফকিহ্গণের এমাম (নেতা) নো'মান।"

পাঠক, "তাহার মধ্যে শিয়াও ছিল" লেখকের এই কথাগুলি কামুসে নাই, ইহা লেখকের জালসাজি নহে কি? যদিও বিশজন ফকিহ্ উক্ত নামে ছিলেন, তথাচ তাঁহাদের কাহারও দ্বিতীয় নাম নো'মান ছিল না, তন্মধ্যে কেহই ফকিহ্গণের অগ্রনী ছিলেন না কিম্বা তাঁহাদের কাহারও মজহাব অধিকাংশ মুসলমান কর্ত্তৃক গৃহীত হয় নাই, কেহই কুফাবাসী ছিলেন না, অসংখ্য লোকের বর্ণনা বা সাক্ষ্যে প্রমাণিত হইয়াছে যে, এই সমস্ত কুফাবাসী, এমাম আজম, নো'মান, আবু হানিফা রহমতুল্লাহে আলায়হের মজহাব, ইহা অন্য আবু হানিফার মজহাব হওয়ার দাবি করা প্রলাপোক্তি নহে কি?

তকরিবোত্তহ্জিব গ্রন্থে আছে যে, এমাম বোখারির নাম মোহাম্মদ বেনে এসমাইল, এই নামে ১৬ জন বিদ্বান ছিলেন, তন্মধ্যে অপরিচিত বা শিয়াও আছে এক্ষণে যদি লেখকের ন্যায় কোন লোক বলে যে, উক্ত নামের ১৬জন লোক ছিলেন, কে জানে যে, এ গ্রন্থ খানি কোন্ মোহাম্মদ বেনে এসমাইলের রচিত গ্রন্থ? তবে দেখি, লেখক এই প্রলাপোক্তির কি উত্তর দেন?

উক্ত গ্রন্থে আরও লিখিত আছে যে, ৫২ জন বিদ্বানের নাম মোসলেম, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ ভ্রমকারী ও অযোগ্যও ছিলেন। এমাম আবু দাউদের নাম সোলায়মান, এই নামধারী ১১০ জন বিদ্বান্ ছিলেন, ইহাদের মধ্যে শিয়া, নাসিবি ও অযোগ্য ব্যক্তি ও আছে।

এমাম তেরমজির নাম মোহাম্মদ বেনে ইসা, ৮ জন বিদ্বান্ এই নামধারী ছিলেন, ইহাদের মধ্যে ভ্রান্ত কাদ্রিয়াও ছিল। এমাম নাসায়ির নাম আহমদ ১৪৮ জন লোক উক্ত নামধারী ছিলেন, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ শিয়া, নাসিবি, জাল হাদিস প্রচারক ও পরিত্যক্ত ব্যক্তিও ছিল। এমাম এবনে মাজার নাম মোহাম্মদ, ৮৫৩ জন লোক এই নামের ছিলেন। তাহাদের মধ্যে মরজিয়া, কাদ্রিয়া,রাফিজি, শিয়া, বেদাতি ও মিথ্যাবাদী সকল প্রকার লোক ছিল। এ ক্ষেত্রে লেখকের মতে সেহাহ্ সেত্তা কোন্ কোন্ মহাত্মার লিখিত, তাহা কে বলিতে পারে? পাঠক, দেখিলেন ত, লেখক এক তীরে চৌদ্দটীখুন করিলেন।

ছেঃ ৩/৭ পৃষ্ঠা;-

"সেই আপনাদের পুণ্য ভূমি কুফার খারিজীদের বাতাস ঐ হরুরায়ো দেশ দিয়া বহিয়া আপনার গায় লগিয়াছে না কি?"

"উক্ত য়ীহুদীর আগমন কুফাতেই হইয়াছিল, কুফার লোকেও মরজিয়া হইয়াছিল, কুফায় খারেজীরা জুটিয়াছিল,এই কুফার লোকেরাই হজরতের (সঃ) প্রিয় সন্তান হোসায়নের (রাঃ) মাথা কাটিয়াছিল,...সুতরাং এই কুফা হইতেই যে শয়তানের শিং বাহির হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ কি?"

ধোঃ ভঃ।

হজরত সা'দ বেনে অক্কাস (রাঃ) হজরত ওমারের (রাঃ) নিকট এই মর্ম্মে একখানা পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন যে, মাদাএন ও দেজ্‌লার অস্বাস্থ্যকর জলবায়ু আরবদিগের চেহ্‌রা বিবর্ণ করিয়াছে। ইহা অবগত হইয়া দ্বিতীয় খলিফা তাঁহার নিকট লিখিলেন যে, যে শহরগুলি তাঁহাদের উষ্ট্রগুলির পক্ষে স্বাস্থ্যকর হয়, তাঁহাদের পক্ষেও স্বাস্থ্যকর হইবে। আপনি (হজরত) সাল্‌মান (রাঃ) ও (হজরত) হোজায়ফা (রাঃ) কে এরূপ একটী স্থান অনুসন্ধান করিতে প্রেরণ করুন যাহার মধ্যে ও আমাদের (মদিনাবাসীদিগের) মধ্যে কোন সমুদ্র অথবা সেতু ব্যবধান না থাকে। ইহাতে উক্ত সাহাবাদ্বয় দুই দিক হইতে কুফার নিকট উপস্থিত হইলেন, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর ও বালুকা মিশ্রিত স্থানকে কুফা বলা হয়। তাঁহারা উক্ত স্থানকে পছন্দ করতঃ তথায় অবতরণ পূর্ব্বক নামাজ পড়িলেন এবং খোদাতায়ালার নিকট এই প্রার্থনা করিলেন,(খোদা), তুমি এই কুফাতে আমাদিগের জন্য বরকত (শান্তি) প্রেরণ কর এবং উহাকে স্থিতিযোগ্য স্থান কর। তৎপরে তাঁহারা হজরত সা'দের (রা) নিকট এই কুফার সংবাদ লইয়া উপস্থিত হইলেন। হজরত সা'দ কয়েকজন সেনাপতি সহ কুফায় উপস্থিত হইয়া হজরত ওমার (রা) কে এই সংবাদ প্রেরণ করেন, তৎপরে উক্ত খলিফার আদেশ অনুযায়ী উহাকে শহরে পরিণত করেন। তারিখে-তিবরি ৫ম খণ্ড, ১৮৯/১৯০ পৃষ্ঠা ও এবনোল আসির, ২য় খণ্ড, ২৫৯/২৬০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

হজরত ওমারের খেলাফৎ কালে পর পর সাহাবা হজরত সা'দ, আম্মার বেনে ইয়াসের ও মোগিরা (রাঃ) কুফার বিচারকর্ত্তা হইয়াছিলেন। তারিখে এবনোল-আসির, ৩য় খণ্ড ২৯/৪০/৬২ পৃষ্ঠা এবং ফতুহোল-বোলদান, ২৮৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

মেশকাত, ১১৪ পৃষ্ঠা;- হজরত আলি (রাঃ) প্রায় ৫ বৎসর কুফাতে অবস্থিতি করিয়াছিলেন।

হজরত ওমার (রা) বলিয়াছিলেন,

بالكوفة وجوه الناس

"কুফাতে প্রধান প্রধান লোক আছেন।"

আরও তিনি একখানা পত্রে কুফাবাসীদিগকে رأس الا سلام

ইসলামের মস্তক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন।

আরও তিনি কুফাবাসীদিগের বর্ণনা স্থলে বলিয়াছিলেন,

الكو فة قبة الا سالا م يأنى على الناس زمان لا يبقى

مؤمن الا وهو بها او يهوى قلبه اليها .

" উক্ত কুফাবাসিগণ খোদাতায়ালার তরবারি, ইমানের ভাণ্ডার, আরবদিগের মস্তক, তাঁহারা সীমাসমূহ রক্ষণাবেক্ষণ করেন এবং নগর সমূহের অধিবাসিগণকে সহায়তা প্রদান করেন।"

(হজরত) সালমান (রাঃ) বলিয়াছেন;-

الكوفة قبة الاسلام يأتى على الناس زمان لا يبقى

مؤمن وهو بهاويهوى قلبه اليها☆

"কুফা ইসলামের চূড়া; মানুষ্যদের উপর এরূপ এক সময় উপস্থিত হইবে যে, ইমানদার মাত্রই তথায় অবস্থিতি করিবে, অথবা তাহার হৃদয় উহার দিকে আকৃষ্ট হইবে।"

الكوفة مدينةعراق الكبزى وقبة الاسلام دار

هجرة المسلمين مصرها سعد بن ابى وقاص

وكان منزل نوح عليه السلام وبنى مسجدها ☆

'কুফা এরাক প্রদেশের প্রধান শহর, ইসলামের চূড়া, মোসলমানগণের হেজরত স্থল, (হজরত) সাদ বেনে আবি অক্কাস (রাঃ) উহাকে শহর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং তথায় মসজেদ প্রস্তুত করিয়াছিলেন, উহা (হজরত) নুহ (আঃ) এর অবতরন স্থল। কামুস,তৃতীয় খণ্ড, ৯২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

কেতাবোল-আনসাব,৪৯০ পৃষ্ঠা;-

كوفة بلده بالعراق هى من امهات بلاد المسلمين بنيت فى زمن عمر بن الخطاب خرج منها جماعة من العلماء والحمد ثين قديما وحديثا وفيهم شهرة و استغنيا عن ذكر هم لشهرتهم ☆

''কুফা এরাক প্রদেশের একটী শহর, মোসলমানগণের শহর সমূহের মধ্যে একটী প্রধান শহর। (হজরত) ওমার বেনে খাত্তাবের (রাঃ) সময় উক্ত শহর নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল। প্রাচীন ও বর্ত্তমান কালে তথা হইতে একদল বিদ্বান্ ও হাদিসতত্ত্ববিদ্ প্রকাশিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা স্বনামখ্যাত ছিলেন, তাঁহাদের খ্যাতির জন্য তাঁহাদের উল্লেখ করিলাম না।''

মোয়াজ্জমে-বোলদান, ৭ম খণ্ড, ২৯৬-২৯৯ পৃষ্ঠা;-

''হজরত ওমার বেনে খাত্তাবের (রাঃ) সময় ১৭ কিম্বা ১৮ অথবা ১৯ হিজরিতে উক্ত কুফা, শহরে পরিণত করা হয়। উহাতে আরবদিগের রবিয়া ও মোজার সম্প্রদায়ের৫০ সহস্র গৃহ ছিল, অন্যান্য আরবদিগের ২৪ সহস্র গৃহ ছিল। এমনবাসীদের ৬ সহস্র গৃহ ছিল। এমাম শা'বি বলিয়াছেন, তথায় এমনবাসীদিগের ১২ সহস্র লোক ছিল। হজরত আলি (রা) বলিয়াছেন, কুফা ইমানের ভাণ্ডার, ইসলামের দলীল, খোদাতায়ালার তরবারি ও বর্শা। খোদাতায়ালার শপথ, অবশ্য খোদাতায়ালা কুফাবাসিগণ কর্ত্তৃক পূর্ব্ব ও পশ্চিম দেশবাশীদিগকে সাহায্য করিবেন যেরূপ মক্কা ও মদিনাবাসীদিগের কর্ত্তৃক তাহাদিগকে সাহায্য করিবেন। হজরত সালমান (রা) বলিয়াছেন, কুফাবাসিগণ খোদাতায়ালার প্রিয়পাত্র, ইহা ইস্‌লামের চূড়া, প্রত্যেক ইমানদার উহার আগ্রহ করিবে। হজরত আলি (রা) বলিয়াছিলেন, তুমি এই কুফার মস্‌জিদে অবস্থান কর, যেহেতু উহাতে দুই রাকয়াত নামাজ পড়া অন্যান্য মস্‌জিদের

দশ রাকাতের তুল্য ফলদায়ক হইবে। কুফা হইতে ১২ মাইল ব্যবধান পর্য্যন্ত বরকত অবতীর্ণ হয়। উহার পশ্চিম স্তম্ভের নিকট হজরত এবরাহিম (আঃ) নামাজ পাঠ করিয়াছিলেন। উক্ত কুফাতে সহস্র পয়গম্বর ও তাহাদের সহস্র খলিফা নামাজ পাঠ করিয়াছিলেন। উহাতে হজরত মুসা (আঃ) এর যষ্ঠি ও (হজরত ইউনোস (আঃ) এর) লাউ বৃক্ষ ছিল। উহা(হজরত)নুহ (আঃ) এর নামাজ স্থান। কেয়ামতের দিবস তথা হইতে ৭০ সহস্র লোক সমুত্থিত হইবেন যাহাদের কোন হিসাব হইবে না। উহার মধ্যদেশ বেহেশ্‌তের তিনটী উদ্যানের উপর আছে। যদি লোকে উহার মহত্ব অবগত হইতে পারিত, তবে উঠিতে পড়িতে তথায় উপস্থিত হইত। এমাম সুফিয়ান বেনে ওয়ায়না বলিয়াছেন, মক্কাবাসিগণের নিকট হজ্জের মস্‌লা শিক্ষা কর, মদিনাবাসিগণের নিকট কোরআন পাঠ প্রণালী ও কুফাবাসীদিগের নিকট হালাল ও হারামের মস্‌লা শিক্ষা কর। উহার বর্হিদ্দেশস্থ নজফ পর্ব্বতে হজরত আলির (রাঃ) রওজা শরিফ আছে।"

এই স্থলে এমাম আ'সেম, হাম্‌জা, কেসায়ি, আ'মাশ ও খালাফ প্রমুখ কেরাত তত্ত্ববিদ্‌ পণ্ডিত ছিলেন। জগদ্বাসিগণ তাঁহাদের কেরাত তত্ত্ব মান্য করিয়া লইয়াছেন। এমাম এহ্‌ইয়া মইন বলিয়াছেন যে, এমাম হাম্‌জার কেরাত তত্ত্ব আমার মনোনীত। এবনে খালকান ও তহ্‌জিবোত্তহজিব দ্রষ্টব্য।

উক্ত কুফা নগরে কতকসংখ্যক আরবী ব্যকারণ তত্ত্ববিদ্‌ বিদ্বান্‌ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মত জগদ্বাসিগণ কর্ত্তৃক গৃহীত ও সমাদৃত হইয়াছে।

তথায় বহুসংখ্যক মহা মহা হাদিস তত্ত্ববিদ্‌ বিদ্বান্‌ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন অবস্থিতি করিতেন। এমাম জাহাবি তাজকেরাতোল হোফ্‌ফাজ গ্রন্থে ১৩৯ জন মহা মহা হাদিস তত্ত্ববিদের নামোল্লেখ করিয়াছেন যাহারা কুফার অধিবাসী ছিলেন এবং যাহাদের হাদিসে সেহাহ্‌-সেত্তা পরিপূর্ণ রহিয়াছে। এমাম সুফইয়ান, এমাম শা'বি অকি, আবুবকর বেনে আবিশায়বা, ওসমান বেনে আবিশায়বা, আলকামা, আসওয়াদ, কাজি শোরায়হ, সইদ বেনে জোবা এর, সুফ্‌ইয়ান বেনে ওয়ায়না প্রভৃতি উক্ত কুফার শিরোভূষণ ছিলেন। এমাম শাফিয়ি এই কুফাবাসি এমাম মোহাম্মদের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। এমাম আহমদ বেনে হাম্বল, এহইয়া মইন কুফাবাসী এমাম আবু ইউসফের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। এমাম আবদুল্লাহ্‌ বেনে মোবারক অকি, এহইয়া কত্তান, আবদুর রাজ্জাক, এজিদ বেনে হারুণ ও মেসয়া'র কুফাবাসী এমাম আবু হানিফার নিকট শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। এমাম বোখারি কুফাবাসী এমাম সুফিয়ানের বাক্যাবলীতে তারিখ-সগির গ্রন্থখানি পূর্ণ করিয়াছেন। এমাম বোখারি কুফাবাসী বিদ্বনগণের শিক্ষা গ্রহণ করিতে উক্ত কুফাতে অসংখ্যবার গমন করিয়াছিলেন।

আহলে হাদিস পত্রিকা, দ্বিতীয় বর্ষ, ১২২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। এক্ষণে যদি মৌলবী বাবর আলি সাহেবের মতে উক্ত কুফাতে শয়তানের শৃঙ্গ উদয় হইয়া থাকে, তবে সেহাহ্ সেত্তা গ্রন্থে বা মাননীয় এমাম বোখারি সাহেবের পবিত্র হৃদয়ে উক্ত লেখকের কলুষিত মতে শয়তানের শৃঙ্গ উদয় হইয়াছে কিনা, লেখক মনে মনে তাহাই চিন্তা করুন।

মক্কা শরিফে ও মদিনা শরিফে বহু ধর্ম্মদ্রোহী কাফের ও মোনাফেক ছিল, কোরেশগণ জনাব হজরত নবি করিম (সাঃ) কে মক্কা শরিফ ত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছিল, উভয় স্থলে বহু ষড়যন্ত্রকারী য়িহুদী বাস করিত।

শাম ও বয়তোল মোকাদ্দসের য়িহুদীদল হজরত ঈসা (আঃ) এর প্রাণ বধ করার জন্য বহু সাধ্য সাধনা করিয়াছিল এবং বহু পয়গম্বরের হত্যা করিয়াছিল, এক্ষণে লেখক কি উক্ত পুণ্যভূমিসমুহে শয়তানের শৃঙ্গ উদয় হওয়ার ফৎওয়া জারি করিবেন? ধন্য আপনার বাক্‌পটুতা, আত্মম্ভরিতা ও প্রলাপোক্তি।

এমাম বোখারি, মোস্‌লেম, আবু দাউদ, তেরমজি, নাসায়ি প্রভৃতি হাদিস তত্ত্ববিদগণ যে সমস্ত দেশে অবস্থিতি করিতেন, তথায় বহু খারিজি, রাফিজি, মরজিয়া, শিয়া ও কাদরিয়া বাস করিত এই সমস্ত স্থলে কি শয়তানের শৃঙ্গ উদয় হইয়াছিল?

ফতুহোল-বোলদান, ৩৫৮ পৃষ্ঠা,-

"কুফা প্রদেশে আরব যোদ্ধাদের সখ্যা ৬০ সহস্র ও তাঁহাদের পরিজনের সংখ্যা ৮০ সহস্র ছিল।"

আরও ২৮৫ পৃষ্ঠা—

"তথায় ১২ সহস্র ইমন প্রদেশবাসী ছিলেন।"

মেশকাত ৫৫৩ পৃষ্ঠা;—

"জনাব হজরত নবি করিম (সাঃ) বলিয়াছেন, তোমরা আরবদিগের ভক্তি কর; কেননা আমি আরববাসী, কোর-আন আরব্য ভাষায় অবতীর্ণ এবং বেহেশ্‌তবাসীদিগের ভাষা আরবী।

আরও ৫৮২ পৃষ্ঠা;-

"হজরত বলিয়াছেন, এমনবাসীরা ইমান ও হেকমতে পরিপক্ক হইবে।"

লেখক, কুফা প্রদেশস্থ আরব ও এমানবাসীদলের নিন্দাবাদ করিয়া হজরতের হাদিস অমান্য করিলেন।

মেশকাত, উক্ত পৃষ্ঠা;-

"হজরত বলিয়াছেন, উক্ত নজ্‌দ প্রদেশে ভূমিকম্প ও ফাসাদ সংঘটিত হইবে এবং তথায় শয়তনের শৃঙ্গ প্রকাশিত হইবে।

হজরতের এই ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী উক্ত নজ্‌দ প্রদেশে আবদুল আহবাব ও তদীয় পুত্র মোহাম্মদ প্রকাশিত হয়, তাহারা মক্কা,মদিনা আক্রমণ করে, উক্ত স্থানদ্বয়ে বহু বিদ্বানের প্রাণ হত্যা করে, বহু গোর ধ্বংস করে, অবশেষে হজরতের রওজা শরিফ ধ্বংস করিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, সেই অহবাবি ও মোহাম্মদী দল কি শয়তানের শৃঙ্গ নহে?

লেখক সেয়ানত পুস্তকের ভিন্ন ভিন্ন স্থলে লিখিয়াছেন যে, সায়েকাতোল মোসলেমিন গ্রন্থে ৩৭ স্থলে জাল করা হইয়াছে, কিন্তু পাঠক, জানিয়া রাখুন, যাহাদের রীতি জাল করা তাহারই অন্যের উপর জাল করার দোষারোপ করিয়া থাকে। লেখক ও লেখকের দল এই কার্য্যে অবশ্য মহাপটু, ইহাতে সন্ধেহ নাই।

লেখক, উক্ত পুস্তকের ৫৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, এমাম বোখারি 'তারিখে-সগিরে' লিখিয়াছেন, ''নোমান বেনে সাবেত (আবু হানিফা) কুফী মরজিয়া ছিলেন, লোকে তাঁহার রায় ও হাদিসকে ত্যাগ করিয়াছেন।''

বলি হে লেখক, ইহা তারিখে সগিরের কত পৃষ্ঠায় আছে ? যদি আপনি উহার কত পৃষ্ঠায় ইহা লিখিত আছে, দেখাইতে না পারেন তবে আপনি প্রথম শ্রেণীর জালসাজ হইবেন কি না?

পাঠক, সায়েকাতোল মোসলেমিন পুস্তকের বিশেষ দ্রষ্টব্য পাঠ করুন, উহাতে লিখিত আছে, ''এই পুস্তকের আকার বৃদ্ধির সন্ধেহে অনেক স্থলে আরবী ও ফার্সির অবিকল অনুবাদ না করিয়া ভাবার্থ লেখা হইয়াছে।'' এক্ষণে আপনি বুঝিতে পারিলেন যে, উক্ত পুস্তকের প্রত্যেক স্থলে আরবির অবিকল অনুবাদ বা প্রতিশব্দ লেখা হয় নাই, বরং অনেক স্থলে ভাবার্থ লেখা হইয়াছে, ইহাকে জাল বলা লেখকের বিদ্যা বুদ্ধির পরিচায়ক বটে। বোধ হয় প্রতিবাদ করা কালে লেখকের মস্তকে চক্ষুদ্বয় ছিল না, অথবা তিনি রাত্রিকানা হইয়াছিলেন। ৩৭ স্থলের অধিকাংশ স্থলে আবু হানিফা স্থলে 'এমাম আজম' লেখা হইয়াছে, ইহা পণ্ডিত প্রবরের মতে নাকি জাল। আবুহানিফা সাহেবের উপাধি এমাম আজম (অর্থাৎ শ্রেষ্ঠতম এমাম), তাজকেরাতোল-হোফ্যাজ, প্রথম খণ্ড, ১৫১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। তাঁহার এক নাম নোমান। উপরোক্ত ক্ষেত্রে যদি অনুবাদে জাল করা হইয়া থাকে, তবে আল্লাহ্' শব্দের অনুবা দে 'খোদা' শব্দ লেখা জাল হইবে; যেহেতু খোদা উহার প্রতিশব্দ নহে। মৌলবী আব্বাস আলি সাহেব কোর-আন শরিফের অনুবাদে এবং আপনি আহলে হাদিস পত্রিকায় উক্ত প্রকার অনুবাদ করতঃ জালসাজ হইলেন কিনা?

লেখক উক্ত পুস্তকের ৪০ পৃষ্ঠায় এবনে মাজার হাদিসের অনুবাদে

লিখিয়াছেন, "তিনি বলিলেন, লোকে (উচ্চৈস্বরে) আমিন বলা ছাড়িয়া দিয়াছে, অথচ রসুলোল্লাহ্ (সাঃ) ছিলেন যখন...অলাজ্জাল্লিন পড়িতেন, (তখন) আমিন বলিতেন (এইরূপ উচ্চৈঃস্বরে) যে প্রথম সারের লোকদিগকে শুনাইতেন, বাস্ মস্জিদ তাহাতে গম্গম্ করিয়া বাজিয়া উঠিত।" অর্থাত প্রথম সারের লোক হজরতের আমিন বলা শুনিয়া তাহারাও জোরে আমিন বলিত, সেই সঙ্গে সঙ্গে জামাতের সমস্ত লোক এত জোরে আমিন বলিত যে মসজিদ যেন বাজিয়া উঠিত।

হে লেখক, আপনি চিহ্নিত শব্দগুলি কোথা হইতে জন্ম দিলেন? উহা কি হাদিসে আছে? ইহা কি জাল নহে?

তৎপরে লেখক লিখিয়াছেন, হজরত আবু হোরায়ারা(রাঃ) কতিপয় হাদিস অনভিজ্ঞ লোককে দেখিলেন যে তাহারা উচ্চৈঃস্বরে আমিন বলে না, ইহাতে নবীর তরিকার খেলাফ হইতেছে দেখিয়া হাদিস শুনাইতেছেন—।"

লেখক লোককে স্থলে হাদিস অনভিজ্ঞ লোককে লিখিয়া জাল সাজির চূড়ান্ত নিদর্শন প্রদর্শন করিলেন। হাদিসে কি উক্ত কথাগুলি আছে ? নিজে দোষান্বিত হইয়া অপরের প্রতি দোষারোপ করাও এক বাহাদুরী!

পাঠক, আরবী ناس 'নাস' শব্দের আর্থ লোক, সাধারনতঃ এরূপ স্থলে উহার অর্থ সাহাবাগান হয়। এমাম মালেক মোয়ত্তা গ্রান্থে লিখিয়াছেন ;—

كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى فى الصلوة

"লোকেরা আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন যে, পুরুষ লোক নামাজে আপন দক্ষিণ হস্ত বাম কব্জার উপর রাখিবে।"

فانتهى الناس عن القرأة مع رسول الله ﷺ فيما جهر فيه بالقرأة ☆

'ইহাতে লোকে জাহরিয়া নামাজে হজরত নবি করিম (সাঃ) এর সঙ্গে কোরআন পাঠ করিতে বিরত হইলেন।"

এই দুই স্থলে সাহাবাগণকে লোক বলা হইয়াছে। উপরোক্ত এবনে মাজার হাদিসেও সাহাবাগণকে লোক বলা হইয়াছে। কাজেই হাদিসের সার মর্ম্ম এই যে,

সাহবাগণ উচ্চৈঃস্বরে আমিন পড়া ত্যাগ করিয়াছিলেন। এক্ষনে ইহাই বিচার্য্য বিষয় যে, যদি হজরত (সাঃ) উচ্চৈঃ স্বরে আমিন পড়িতেন, তবে সাহাবাগণ কেন উহা ত্যাগ করিয়াছিলেন ? অবশ্য তাঁহারা উহার মনসুখ হওয়া অবগত হইয়াছিলেন বলিয়া ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু হজরত আবু হোরায়ারা (রাঃ) এই তত্ত্ব অবগত হইতে না পারায়, উহা ত্যাগ করেন নাই; কাজেই অধিক সংখ্যক সাহাবার বিরুদ্ধে তাঁহার মত গ্রহনীয় হইতে পারে না।

মেশকাত ৭৯ পৃষ্ঠায় এই হাদিসটি বর্ণীত হইয়াছে ;—

"জনাব নবি করিম (সঃ) জোহরের নামাজে কখনও কখনও আয়ত শুনাইতেন।"

লেখক এই সহিহ্ হাদিস অনুযায়ী কি জন্য জোহরে কতক আয়েত উচ্চৈঃ স্বরে পাঠ করেন না ? আপনি এই প্রশ্নের যে উত্তর প্রদান করেন, আমিন উচ্চৈঃ স্বরে পাঠ করার হাদিছ সম্বন্ধে আমাদেরও সেইরূপ উত্তর জানিবেন।

পাঠক, ধূর্ত্ত, জালসাজ, দাগাবাজ ও চোর কে হইল, তাহা কাহারও বুঝিতে সন্দেহ থাকিল না।

সেয়ানত ৫৬ পৃষ্ঠা ;—

আমার নিকট (মতে) হামজার কেরাতই কেরাত, আর আবু হানিফার ফেকাই ফেকা অর্থাৎ এই দুটিই আমার পছন্দ। "আমি এমাম হামজার কেরাত ও এমাম আবু হানিফার ফেকা অবলম্বন করি।" এ কথাটি এস্থলে কোথায়, ইহা ইহার ভুল, না হ চালাকি বা ধূর্ত্ততা।

ধোকাভঞ্জন ঃ—

পাঠক, প্রথমোক্ত অনুবাদের সারার্থ শেষোক্ত কথা, ইহা জ্ঞানী ও বিদ্বান ব্যাক্তি স্বীকার করিতে বাধ্য। আমার পছন্দ এবং আমি অবলম্বন করি, একই মর্ম্মবাচক; কেননা লোকে মনোনীত মতকে অবলম্বন করিয়া থাকে। ইহাকে জাল, ভ্রম ও ধূর্ত্ততা বলা লেখকের অনভিজ্ঞতা ও স্বল্পজ্ঞানের পরিচয়ক নহে কি ?

সেয়ানত, ৫৮ পৃষ্ঠা ;—

"এহিয়া কাত্তান বলিয়াছেন, কোরআন ও হাদিসের বিরোধ ভাবকে সাম্যভাবে প্রকাশ করিতে এবং অতি নিগুঢ় মর্ম্ম আবিস্কার করিতে এমাম আবু হানিফা সাহেবের ন্যায় কাহারও বিচক্ষন শক্তির কথা শুনি নাই। ছায়েকা ১০ পৃষ্ঠা।

লেখক বলেন, ইহার অবিকল অনুবাদ এইটুকু মাত্র যে, এহিয়া বেনে সাইদ কাত্তান বলিয়াছেন, আমি আবু হানিফার রায় অপেক্ষা উত্তম শুনি নাই। কোরআন ও হাদিসের বিরোধ ভাবকে সাম্যভাবে প্রকাশ এবং অতি নিগূঢ় মর্ম্ম আবিস্কার ইত্যাদি পৌনে পাঁচ ঝুড়ি কথা এখানে কোথায় পাইলেন।"

ধোকাভঞ্জন ঃ—

তজনিব, ৪২/৪৩ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে; —

وهذاهو المراد بالرائ عند المتقدمين يعنون

بذلك استعمال النصوص بطريق الاجتهاد☆

"প্রাচীন বিদ্বান্‌গণের মতে এজতেহাদ বলে কোরআন ও হাদিসকে ব্যাবহার করা", অর্থাৎ কোরআন ও হাদিসের প্রকৃত মর্ম্ম নির্ণয় করা বা উক্ত দলীলদ্বয় হইতে ব্যবস্থা প্রকাশ করা কিম্বা উক্ত দলীলদ্বয়ের বিরোধ ভাবকে সাম্য প্রকাশ করা। এ ক্ষেত্রে সায়েকার লিখিত কথাগুলি আরবী এবারতের সরল ব্যাখ্যা বা ভাবার্থ। লেখকের বিদ্যাবুদ্ধি থাকিলে, কখনও ইহাকে জাল বলিতে সাহসী হইতেন না।

সেয়ানত, ৫৯/৬০/৬১ পৃষ্ঠা;-

লেখক বলেন যে, সায়েকা গ্রন্থে যে ফেক্‌হ শব্দের অর্থ কোরআন ও হাদিসের নিগূঢ় মর্ম্ম ও মুল তত্ত্ব লিখিত হইয়াছে এবং এল্‌ম শব্দের অর্থ শরিয়তের মূল মর্ম্ম লিখিত আছে, ইহা জাল অনুবাদ। তিনি ৭৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, কতগুলি মসলা মসায়েলের নাম ফেকা, ইহা কোরআন ও হাদিসের সম্পুর্ণ মর্ম্ম নহে।

উত্তর।

তারিখে এবনে-খলদুন, প্রথম খণ্ড, ৪৮৮ পৃষ্ঠা;-

الفقه معرفة احكام الله تعالى فى افعال المكلفين

بالوجوب والخطر والندب والكراهة والاباحةو

هى متلقاةمن الكتاب والسنةوما نصبه الشارع لمعر فتهامن الادلة فاذا استخرجت الاحكام من تلك الادلة قيل لها فقه ☆

"সজ্ঞান সাবালেগ লোকদের ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে ওয়াজেব, হারাম, মোস্তাহাব, মকরূহ্, মোবাহ্ (ইত্যাদি) খোদার হুকুমগুলি অবগত হওয়াকে ফেক্হ নামে অভিহিত করা হয়। উক্ত হুকুমগুলি কোরআন, হাদিস এবং খোদা ও রসুল তৎসমুদয় অবগত হইতে যে দলীল সমূহ স্থির করিয়াছেন, তৎ সমুদয় হইতে গৃহীত হয়। যে সময় উক্ত দলীল সমূহ হইতে হুকুমগুলি আবিষ্কৃত হয়, তখন উহাকে ফেক্হ বলা হয়।"

পাঠক, উপরোক্ত প্রমাণে প্রকাশিত হইল যে, শরিয়তের আহকাম হয় স্পষ্ট কোরআন ও হাদিস হইতে আবিষ্কৃত হইয়া থাকে, না হয় কোরআন ও হাদিসের অস্পষ্টাংশ হইতে আবিষ্কৃত হইয়া থকে যাহাকে এজমা ও সহিহ্ কেয়াস বলা হয়, এক্ষেত্রে ফেক্হ শব্দের ভাবার্থ কোরআন ও হাদিসের নিগূঢ় তত্ত্ব অথবা মূল তত্ত্ব হইল। ইহাকে জাল অনুবাদ বলা লেখকের স্বল্প বিদ্যার পরিচায়ক নহে কি? লেখকের কলুষিত মতে কয়েকটী মসলাকে ফেক্হ বলা যে একেবারে বাতীল মত, তাহা নিম্নোক্ত প্রমাণে আরও বেশ বুঝা যাইতে পারে।

কেতাবোল-আনসাব, ৩২৬ পৃষ্ঠা, ;-

كان ابو بكير الحميدى اذا ذكر عنده الشافعى يقول يا سيد الفقهاء

" যে সময় (এমাম) আবুবকর হোমায়দির নিকট (এমাম) শাফিয়ির সমালোচনা হইত, সেই সময় তিনি এমাম (শাফিয়িকে) ফকিহ্গণের প্রধান বলিতেন।

একমাল, ৪৩ পৃষ্ঠা;-

قال ابو مصعب محمد بن اسمعيل افقه عندنا و ابصر من احمد بن حنبل فقال رجل من جلسائه جاوزت الحد فقال ابومصعب لو ادركت مالكا ونظرت الى وجهه

আবু মোসায়া'ব বলিয়াছেন, মোহাম্মদ বেনে এস্‌মাইল আমাদের মতে আহমদ বেনে হাম্বল অপেক্ষা আধিকতর ফকিহ্ ও বিচক্ষণ ছিলেন। তৎশ্রবণে তাঁহার সভাসদ্‌গণের মধ্যে একব্যক্তি বলিলেন, তুমি সীমা অতিক্রম করিয়াছ। ইহাতে আবু মোসয়াব বলিলেন, যদি তুমি (এমাম) মালেকের সময় পাইতে এবং তাঁহার ও মোহাম্মদ বেনে এস্‌মাইল বোখারির মুখমণ্ডলের দিকে দৃষ্টপাত করিতে, তবে বলিতে যে তঁহারা উভয়ে ফেক্‌হ ও হাদিসে সমান।"

আরও ৪২ পৃষ্ঠা;-

قال احمد بن سعيد الدارمی : ما رأيت احفظ لحديث رسول اللهﷺ ولا اعلم بفقهه ومعانيه من ابی عبد الله احمد بن حنبل

"(এমাম) আহমদ বেনে সইদ দারমি বলিয়াছেন, আমি (এমাম) আবু আবদুল্লাহ্ আহমদ বেনে হাম্বল অপেক্ষা অধিকতর হাদিসের হাফেজ, উহার ফেক্‌হ তত্ত্ববিদ্ ও মৰ্ম্মজ্ঞ (কাহাকেও) দর্শন করি নাই।"

পাঠক, এস্থলে বিদ্বান্‌গণ এমাম মালেক শাফিয়ি, আহমদ ও বোখারিকে (রঃ) ফকিহ বলিয়া প্রসংশা করিয়াছেন, লেখকের মতে কি তাঁহারা কয়েকগণ্ডা মস্‌লা অবগত হইয়া এইরূপ উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। ধন্য আপনার বিবেক্ বুদ্ধি। আর ধন্য আপনার মনোক্তি মত।

কোরআন শরিফে আছে,-

ليتفقهوا فی الدين

"তাহাদের দিনের ফকিহ্ হওয়া কৰ্ত্তব্য।"

সহি বোখারি ও মোস্‌লেমে আছে,

من يرد الله به خيرا يفقهه فی الدين

" খোদাতায়ালা যাহার কল্যাণ চাহেন, তাহাকে দীনের ফকিহ্ করেন।"

সহি তেরমজিতে আছে,-

فقيه واحد اشد على الشيطان من الف عابد

"একজন ফকিহ্ শয়তানের পক্ষে সহস্র তাপস অপেক্ষা কঠিনতর।"

খোদা ও রসুল ফকিহ্ ব্যক্তির প্রশংসা করিয়াছেন। কয়েকটি মস্‌লা অবগত লোককে কি খোদা ও রসুল এরূপ প্রশংসা করিয়াছেন। কখনও না। কোরআন ও হাদিসের মূল মর্ম্মজ্ঞ অথবা মূল তত্ত্ববিদ্ ব্যাক্তিকে এইরূপ বলা হইয়াছে, ইহাতে অনুমাত্র সন্ধেহ নাই।

মেশকাতে আছে ;-

العلم ثلاثة آية محكمه او سنة قائمة او فريضة عادلة

"এল্‌ম তিনটী বিষয়, -গর-মনসুখ আয়েত, সহি হাদিস কিম্বা এজ্‌মা ও কেয়াস যাহা গ্রহণ করা কোরআন ও হাদিসের তুল্য ওয়াজেব।"

এক্ষেত্রে এল্‌ম বলিলে, উক্ত দলীল সপ্রমাণিত বিষয়গুলি বুঝা যায়, যাহা শরিয়তের মূল স্বরূপ; কাজেই এল্‌মের ভাবার্থ শরিয়তের মূল মর্ম্ম হইল, ইহা জাল নহে, লেখকের সুচিন্তা ব্যাতীত অন্য কেহ উহা জাল বলিয়া আখ্যাত করিতে পারে না, লেখকের জ্ঞানের প্রশংসাই বটে।

সেয়ানত,৬৩ পৃষ্ঠা ;-

"এস্থলেও জাল করিয়াছেন, "এমাম আজমের নিকট কেরআন হাদিসের মর্ম্ম শিক্ষা করিতেন।" আরবীতে ইহা নাই, আছে এই;- كان يسمع منه شيئا كثيرا "তাঁহা হইতে অনেক কথা শুনিতেন।"

উত্তর।

উক্ত বাক্যের প্রতিশব্দ এই,-"তিনি (এমাম অকি) তাঁহা (এমাম আবু হানিফা (রঃ) হইতে অনেক বিষয় শ্রবণ করিতেন।" এক্ষণে ইহাই বিচার্য্য বিষয় যে, তিনি কি কি বিষয় শ্রবণ করিতেন? এমাম অকি একজন হাদিস তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত ছিলেন, হাদিসের রাবিদের অবস্থা তদন্ত করিতে পারদর্শী ছিলেন, এমাম আবু হানিফা (র) একজন মহা মোজতাহেদ ছিলেন, কোরআন হাদিসের মর্ম্ম প্রকাশ করিতে অতি দক্ষ ছিলেন, এমাম অকি তাঁহার নিকট কি শিক্ষা করিবেন? এই প্রশ্নের উত্তরে বিবেক্ সম্পন্ন লোক বলিবেন যে, তিনি তাঁহার নিকট কোরআন ও হাদিসের ও মর্ম্ম শ্রবণ করিতেন,

তদ্ভিন্ন অন্য কোন অর্থ হইতে পারে না, কাজেই উক্ত বাক্যের ভাবার্থ কোরআণ ও হাদিসের মর্ম্ম শ্রবণ করিতেন'' লিখিলে, কিরূপে জাল করা হইল? যাহার জাল করার অভ্যাস আছে, তিনি শয়নে ও চৈতন্যে জাল করার স্বপ্ন দেখেন। লেখক 'অনেক বিষয়' স্থলে অনেক কথা' লিখিয়া নিজেই জাল করিয়াছেন।

সেয়ানত,৬৫ পৃষ্ঠা;-

''এমাম আওজায়ি এমাম সাহেবকে 'এমাম আজম'' বলেন নাই, আরবীতে নাই। আছে- غبطت الرجل بكثرة علمه ''এই পুরুষটির পরিচয় পাইয়া ইত্যাদি।''

উত্তর।

এমাম আওজায়ি 'এই পুরুষটি' কাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন? তদুত্তরে সকলেই বলিবেন যে, এমাম আজম কে লক্ষ্য করিয়া উহা বলিয়াছেন, তাহা হইলে ভাবার্থ হইল, উহা জাল অনুবাদ নহে। ধন্য লেখকের বাক্‌পটুতা। লেখক এস্থলে 'অধিক বিদ্যার' স্থলে 'বিদ্যার' লিখিয়া নিজেই জাল করিয়াছেন, তাহার জাল করার উদ্দেশ্য এই যে, লেখকের দল অযথা ভাবে এমাম আজমকে জগতের সমক্ষে হেয় করিয়া দেখাইতে প্রাণপণ করিয়া থাকেন, এস্থলে তাঁহার অধিক বিদ্যার' এই বাক্যে তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব ও মহা বিদ্বান্ হওয়া প্রমাণিত হয়, কাজেই উক্ত প্রকার জাল করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন।

সেয়ানত, ৬৬ পৃষ্ঠা;-

'' এমাম আজমের তুল্য প্রধান বা প্রবীন আলেম'' কথাটী আরবীতে নাই। আছে এই, তাঁহার মত কাহাকেও দেখি নাই।''

উত্তর।

এস্থলে এমাম মালেক এমাম আজমের প্রশংসা করিতেছেন, এক্ষণে ইহাই বিচার্য্য বিষয় যে, এমাম মালেক তাঁহাকে কি বিষয়ে অদ্বিতীয় বলিয়াছিলেন! প্রত্যেক বিদ্যান্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি বলিবেন যে, বিদ্যার প্রধানত্ব ও প্রবীনত্বে তাঁহাকে অদ্বিতীয় বলিয়াছিলেন, এক্ষেত্রে এমাম মালেকের (র) কথার ভাবার্থ লেখা হইয়াছে, ইহা

কিছুতেই জাল অনুবাদ নহে। কেবল লেখকের অসীম জ্ঞান তাঁহাকে এরূপ অমূলক দোষ বর্ণনা করিতে উত্তেজিত করিয়াছে, ইহা আত্মম্ভরিতার চূড়ান্ত লক্ষণ।

সেয়ানত, ৬৭ পৃষ্ঠা;-

" কোরআন হাদিসের মূল মর্ম্ম আরবিতে নাই, আছে এই,

من اراد ان يتبحر فى العلم الخ

' যে ফেকা খুব শিখিতে চায় সে আবুহানিফা সাহেবের পালনীয়, আ[illegible] কাহাকে তাঁহার অপেক্ষা ফকিহ (ফেকার আলেম) দেখি নাই।"

উত্তর।

এস্থলে ফেকহ্ শব্দের উল্লেখ হইয়াছে, উক্ত শব্দের মর্ম্ম কোরআণ হা[illegible] মূল মর্ম্ম জ্ঞান, ইতিপূর্ব্বে ইহা প্রমাণ করা হইয়াছে, এক্ষেত্রে উহার ভাবার্থ নি[illegible] হইয়াছে, কিরূপে জাল করা হইল? লেখক এস্থলে তিনটী জাল করিয়াছেন, প্র[illegible] তিনি فى الفقه স্থলে জাল করিয়া فى العلم লিখিয়াছেন। দ্বিতীয় তি[illegible] عيال শব্দের অনুবাদ 'পালনীয়' লিখিয়াছেন, ইহা মহা জাল প্রকৃত অনুবাদ পালিত পোষিত হইবে। তৃতীয় তিনি افقه শব্দের অর্থ ফকিহ লিখিয়াছেন, উহার প্রকৃত অনুবাদ শ্রেষ্ঠতর ফকিহ্ হইবে।

ছেয়ানত,৬৯;-

"প্রধান আলেম জাল করিয়া বসান হইয়াছে, এস্থলে এই আছে;-"অর্থাৎ আবু হানিফা অপেক্ষা প্রধান ফকিহ্।"

উত্তর।

প্রধান ফকিহ্ ও প্রধান আলেম একই অর্থজ্ঞাপন, উহাকে জাল বলা অন্ধ ব্যক্তির কার্য্য, এইরূপ প্রলাপোক্তি না করিলে, স্ব সমাজের নিকট বীরত্ব প্রকাশ হইবে কিরূপে?

ছেয়ানত, ৭০ পৃষ্ঠা;-

"কোরআন হাদিসের শব্দ আরবীতে নাই, আছে এই,— অর্থাৎ আবু হানিফা এমাম ছিলেন।"

উত্তর

হজরত মাওলনা শাহ্ অলিউল্লাহ্ মোহাদ্দেস দেহলবি "একদোল-জিদ" গ্রন্থের পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, যে ব্যক্তি আহকাম সংক্রান্ত কোরআনের আয়ত ও হাদিস, এজমায়ি মস্‌লাগুলি, কেয়াসের শর্ত্তগুলি,আরবী এল্‌ম নাসেখ মনসুখ তত্ত্ব ও রাবিদের অবস্থা অবগত হয়েন, তাঁহাকে মোজতাহেদ বলা যায়।"

পাঠক, ইহা জানিয়া রাখুন, এজ্‌মা ও কেয়াস কোরআন ও হাদিসের অস্পষ্টাংশ, এ ক্ষেত্রে কোরআন ও হাদিসের মহা-বিদ্বান্‌কে মোজতাহেদ বলা হয়। এমাম শব্দের কয়েক প্রকার অর্থ আছে, কোরআন ও হাদিসের মোজাতাহেদকে এমাম বলা হয়। অন্যার্থে সমাজের নেতা, খলিফা ও নামাজের অগ্রণীকে এমাম বলা হয়।

এস্থলে এমাম আবু দাউদ যে তাঁহাকে এমাম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, উহার মর্ম্ম এই যে, তিনি কোরআন ও হাদিসের এমাম ছিলেন, এই প্রকৃতভাব প্রকাশার্থে উহার অনুবাদে কোরআন ও হাদিসের এমাম বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, ইহা জাল নহে ইহাকে জাল বলা লেখকের জ্ঞানের পরিচায়ক বটে, লেখককে প্রতিবাদ করার পূর্ব্বে কিছু জ্ঞান সঞ্চয় করিতে অনুরোধ করি।

ছেয়ানত, ৭৮ পৃষ্ঠা;-

"আল্লামা সফিউদ্দিন বলিয়াছেন, এমাম আজম মোস্‌লেম সম্প্রদায়ের প্রধান আলেম।" এখানেও মোসলেম সম্প্রদায়ের প্রধান আলেম কথাটি জাল। মূল আরবীতে আছে এই, -এমামগণের ফকি।"

উত্তর।

লেখক মূল আরবী কি দেখিয়াছেন? আল্লামা সফিউদ্দিন 'খোলাসায় তজহিবোল-কামালের ৩৪৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,-

ابو حنيفة فقيه الامة

"আবু হানিফা মোস্‌লেম সম্প্রদায়ের ফকিহ্ (প্রধান আলেম অথবা কোরআন হাদিসের মর্ম্মজ্ঞ আলেম)। এস্থলে লেখক নিজেই ভ্রম করিয়া অপরের উপর দোষারোপ

করিতেছেন, ইহা ঘোর কলির লক্ষণ।

ছেয়ানত, ৮৪ পৃষ্ঠা;-

"মূল আরবীতে আছে, আবু হানিফার জন্য দোয়া করুক। "কোরআন ও হাদিসের মূল মর্ম্ম লোকদের নিকট প্রকাশ করিয়াছে" এখান হইতে এমাম আজমের কেতাব পাঠ করা ওয়াজেব" পর্য্যন্ত জাল করা হইয়াছে, মূল আরবীতে ইহা নাই, আছে এই ;- "কেননা তিনি (আবু হানিফা) তাঁহাদের পক্ষে সোন্নত এবং ফেকা রক্ষা করিয়াছেন। আর বলিলেন, লোকে তাঁহার বিষয়ে হিংসুক ও অজ্ঞ এবং তিনি আমার নিকট এতদুভয়ের উত্তম, আর বলিলেন যে এই অন্ধতা ও অজ্ঞতা হইতে বাহির হইতে ও ফেকার আস্বাদ পাইতে চায় সে তাঁহার কেতাবগুলিতে দৃষ্টিপাত করুক।"

উত্তর।

লেখক নিজেই ভ্রম বা জাল করিয়া অন্যের উপর অপবাদ প্রয়োগ করিতে বেশ পটু। পাঠক, আরবীতে আছে;-

يجب على اهل الاسلام ان يدعو لابى حنيفة

"মোসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি (এমাম) আবু হানিফার জন্য দোয়া করা ওয়াজেব।" এই স্থলে লেখক প্রথম জাল করিয়া লিখিয়াছেন, "আবু হানিফার জন্য দোয়া করুক।"

মেশকাত,৩৬ পৃষ্ঠা;-

من حفظ على امتى اربعين حديثافى أمر دينها
بعثه الله فقيها

মেরকাত, প্রথম খণ্ড, ২৫২ পৃষ্ঠা;-

قال الامام النووى المراد بالحفظ هنا نقل الا
حاديث الاربعين الى المسلمين☆

এমাম নাবাবি উক্ত হাদিসের মর্ম্ম প্রকাশে বলিয়াছেন, " যে ব্যক্তি দীন সংক্রান্ত বিষয়ের৪০ টী হাদিস আমার উম্মতের নিকট পৌঁছাইয়া দেয় (প্রকাশ করে), খোদাতায়ালা তাঁহাকে কেয়ামতে ফকিহ্ করিয়া পুনরুত্থিত করিবেন।"

এই সূত্রে উক্ত ব্যাক্যের এইরূপ মর্ম্ম হইবে,"কেননা তিনি (এমাম আবু হানিফা) সুন্নত এবং কোরআন হাদিসের মূল মর্ম্ম লোকদিগের নিকট পৌঁছাইয়া দিয়াছেন (অথবা প্রকাশ করিয়াছেন।"

ইহাতে জ্বলন্ত ভাবে প্রকাশিত হইল যে, উহা প্রকৃত অনুবাদ হইয়াছে, কিন্তু লেখকের অনুসন্ধানের ত্রুটি তাঁহাকে এই ভ্রমে নিক্ষেপ করিয়াছে।

আরবীতে আছে,

☆ وقال الناس فيه حاسد وجاهل وهو احسنهما عندى ☆

"এবং তিনি বলিয়াছেন, লোক তাঁহার (এমাম আবু হানিফার) সম্বন্ধে (দুই শ্রেণী), হিংসুক এবং অজ্ঞ, এই অজ্ঞ আমার মতে এতদুভয়ের মধ্যে (অপেক্ষাকৃত) উত্তম।"

অর্থাৎ এমাম আজমের নিন্দুক দুই শ্রেণী আছে, এক শ্রেণী অজ্ঞ, তাহারা এমাম আজমের উচ্চপদ না জানিয়া তাঁহার নিন্দাবাদ করিয়া থাকে,আর এক শ্রণী হিংসুক, ইহারা তাঁহার গুণ গরিমা অবগত হইয়াও হিংসা বশতঃ তাঁহার নিন্দাবাদ করিয়া থাকে, এই প্রথম ব্যক্তি একজন মহৎ ব্যক্তির প্রতি দোষারোপ করিয়া দোষী হইলেও অজ্ঞানতা হেতু ক্ষমার পাত্র, কিন্তু হিংসুক ব্যক্তি প্রকৃত অবস্থা জানিয়াও এইরূপ মহাপাপে লিপ্ত হওয়া কিছুতেই ক্ষমার পাত্র নহে, সে হেতু একজন এমাম বলিতেছেন যে, অজ্ঞ ব্যক্তি আমার নিকট অপেক্ষাকৃত উত্তম এবং হিংসুক ব্যক্তি অধম। সায়েকা গ্রন্থে অবিকল এইরূপ ভাবার্থ লেখা হইয়াছে, ইহা কিছুতেই জাল নহে।

লেখক, এস্থলে অনুবাদ করিয়াছেন, "তিনি (এমাম আজম) এতদুভয়ের উত্তম।" বলি হে লেখক, আরবী ব্যকারণের কিছু ধার ধারেন? এইরূপ বিদ্যাবুদ্ধি লইয়া লোকের কেতাবের প্রতিবাদ করিতে উদ্যত হইয়াছেন? যাহারা হেদাএতন্নহো ইত্যাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তকের জ্ঞান আছে সেও বলিতে পারে যে, এইরূপ অর্থ করা একেবারে ভ্রমাত্মক। এমাম আবু হানিফা তাহাদের উভই ব্যক্তি হইতে উত্তম, এইরূপ মর্ম্ম হইলে, আরবীতে এইরূপ হইত,— وهو احسن منهما এস্থলে وهو احسنهما আছে, ইহার মর্ম্ম যাহা সায়েকায় লিখিত আছে তাহাই ঠিক।

আরও এমাম আজম তাহাদের উভয় হইতে উত্তম, ইহা একেবারে অর্থশূন্য কথা।

লেখককে কিছু দিবস নহো, সরফ পড়িতে অনুরোধ করি। فلينظر فى كتبه বাক্যের অর্থ তাঁহার কেতাব সমূহের দৃষ্টিপাত করা কর্ত্তব্য।" ছায়েকায় লিখিত আছে, তাঁহার কেতাব সমূহ পাঠ করা ওয়াজেব (কর্ত্তব্য)। উভই কথার একই মর্ম্ম, ইহাকে জাল বলা লেখকের ন্যায় মহা পণ্ডিত ব্যতীত অন্য কাহারও কার্য্য নহে।

ছেয়ানত, ৮৫ পৃষ্ঠা ;—

এমাম আজম তাঁহার সময়ে জগতের সর্ব্বপ্রধান বিদ্বান ছিলেন। এখানেও জাল করা হইয়াছে, মূল আরবীতে আছে, كان اعلم زمانه "তিনি আবু হানিফার স্বসময়ের সর্ব্বপ্রধান বিদ্বান ছিলেন।" তিনি স্বসময়ের স্বদেশের সর্ব্বপ্রধান আলেম হইলেও সমগ্র জগতের সর্ব্বদেশের সর্ব্ব সময়ের প্রধান আলেম হইতে পারেন না।

উত্তর

কেহ যদি বলে যে, অমুক ব্যক্তি দ্বিতীয় শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম বিদ্বান্ ছিলেন, তবে কি ইহাতে বুঝা যায় না যে, তিনি উক্ত শতাব্দীতে জগতের শ্রেষ্ঠতম বিদ্বান ছিলেন। এক্ষেত্রে সায়কায় লিখিত মর্ম্ম ঠিক হইয়াছে, ইহাতে সন্দেহ নাই। এমাম আজম স্বসময়ের সর্ব্বপ্রধান বিদ্বান বলিয়া স্বীকৃত হইলে, সেই সময়ের স্বদেশের হউক, আর বিদেশের হউক, সমস্ত মোসলেম জগতের সর্ব্বপ্রধান বিদ্বান হইবেন, এইরূপ স্পষ্ট মর্ম্ম অস্বীকার করিয়া লেখক যে তাঁহাকে কেবল স্বদেশের সর্ব্বপ্রধান বিদ্বান বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাতে তিনি ধ্রুব সত্যকে পদ দলিত করিয়াছেন।

ছেয়ানত, ৮৮ পৃষ্ঠা ;—

এখানেও জাল তরজমা, আসল আরবী

وصفه ابو ايوب بالصلاح والفقه

ও তাহার তরজমা;— আবু আইউব তাঁহার সৎকার্য্য ও ফেকার বিষয় প্রশংসা করিয়াছেন।

উত্তর

صلاح শব্দের অর্থ সাধুতা, ফেক্‌হ্ শব্দের অর্থ কোরআন ও হাদিসের মর্ম্মজ্ঞ হওয়া। উক্ত বাক্যের প্রতিশব্দ এই, আবু আইউব তাহার সাধুতা ও ফেকাহ্ তত্ত্বের প্রসংশা করিয়াছেন। ইহার ভাবার্থ এই ;— আবু আইউব তাঁহাকে অতি ধার্ম্মিক ও কোরআন ও হাদিসের মর্ম্মজ্ঞ বলিয়াছেন। ইহাকে লেখক জাল বলিয়াছেন। লেখক ইহাকে জাল বলিয়া আপন পণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন বটে।

ছেয়ানত, ৮৯ পৃষ্ঠা;—

"এখানেও জাল করা হইয়াছে, ঠিক তরজমা এই যে;— আবু হানিফা (রঃ) কে ভালো বাসে। সে সুন্নি, যে তাঁহাকে শত্রু ভাবে সে বেদাতি।"

উত্তর

ছায়েকায় উহার ভাবার্থ এইরূপ লিখিত আছে, "যে ব্যক্তি এমাম আজমকে ভাল বাসিবে, সে ব্যক্তি সুন্নতজামায়াত ভুক্ত হইবে, আর যে ব্যক্তি উহার নিন্দা করিবে সে বেদাতী দল ভুক্ত হইবে।"

উভয় কথার একই মর্ম্ম, লেখকের কি মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটিয়াছে যে, একই মর্ম্ম বাচক বাক্যদ্বয়ের একটীকে প্রকৃত অনুবাদ এবং অন্যটিকে জাল অনুবাদ বলিয়া হৈ চৈ করিতেছেন, ধন্য আপনার লেখনী শক্তি!

ছেয়ানত, ৯২ পৃষ্ঠা;—

এখানে জাল করা হইয়াছে, মুল আরবীতে ইহা নাই, আছে এই ;— "আবু হানিফা সাহেবের ফেকায় সূক্ষ্মাদৃষ্টি ছিল।"

উত্তর

ছায়েকায় লিখিত আছে, 'ইনি কোরআন হাদিসের অতি নিগূঢ় মর্ম্ম জানিতেন।''

পাঠক, উভয় বাক্যের একই ভাবার্থ, ইহাকে জাল না বলিলে, স্বীয় দলের মধ্যে বাহাদুরী কিরূপে লওয়া যাইবে! স্বার্থ বড় বালাই।

পাঠক, লেখক এইরূপ অবশিষ্ট কয়েকস্থলে মনোক্তি মতে প্রকৃত অনুবাদকে জাল সাব্যস্ত করিতে অযথা প্রায়স পাইয়াছেন, ইহাতে তিনি নিজে জ্ঞানীদিগের নিকট হাস্যাস্পদ হইয়াছেন।

এক্ষনে তাঁহার কতকগুলি মিথ্যা দাবির কথা শুনুন;

প্রথম দাবি ;—

ছেয়ানত, ৫৬ পৃষ্ঠা ;—

"উক্ত'' খায়রাতোল-হেসান'' আল্লামা এবনে হাজার মক্কি শাফেয়ীর লিখিতও নহে, বোধ হয় কোন হানাফী নিজে ইহা রচনা করিয়া তাঁহাদের নাম করিয়াছে।

উত্তর

আল্লামা এবনে হাজার মক্কি শাফেয়ী মহা হাদিস তত্ত্বীদ্ বিদ্বান্ ছিলেন, তিনি ছাওয়ায়েকে-মোহারাকা, ফাতওয়ায় হাদিসিয়া, ফাতাওয়ায়-ফেক্‌হিয়া, কাফফোর-রেয়া' ইত্যাদি বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তিনি এমাম আজমের প্রশংসা বর্ণনায় খয়রাতোল— হেছান' নামক কেতাব রচনা করিয়াছেন, এই গ্রন্থ খানি মিসরে মুদ্রিত হইয়াছে এবং মক্কা শরিফ ও মদিনা শরিফের হানাফি ও শফিয়িগণ কত্তৃক সমাদৃত হইয়াছে। সমস্ত শাফিয়ি পণ্ডিত উহা উক্ত বিদ্বানের গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। কেবল তাঁতি বাগানের মহা পণ্ডিত লেখক প্রবর উক্ত গ্রন্থকে বোধ হয় কোন হানাফির রচিত বলিয়া সুর ধরিয়াছেন, তাঁহার এই কুযুক্তির মুলে সত্য একেবারে নাই, অন্ধ ব্যতিত কোন বিবেকী লোক তাঁহার কথার অনুসরণ করিবে না।

দ্বিতীয় তিনি উক্ত খায়রাতোল-হেছান গ্রন্থের ৬৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

انه قدم كلام المادحين واكثر منه ومن نقل ماثره السابقة فى اكثرها انما اعتمداهل المناقب فيه على ما فى تاريخ الخطيب

"নিশ্চয় উক্ত খতিব (এমাম আজমের) প্রশংসাকারীদিগের কথা প্রথমে উল্লেখ করিয়াছেন এবং উক্ত কথা ও তাঁহার (এমাম আজমের) উল্লিখিত গুণ-গরিমাগুলি বহু বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। প্রশংসা লেখকগণ উহার অধিকাংশ স্থলে খতিবের ইতিহাসের উপর নির্ভর করিয়াছেন।"

পাঠক, ইহাতে প্রকাশিত হইল যে, খয়ারাতোল-হেসান লেখক নিজ হইতে উক্ত প্রশংসাবলী বর্ণনা করেন নাই, বরং খতিব বগ্দাদির কেতাব হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

তৃতীয় কশফোজ্ জনুনের ২য় খণ্ডে (৫২৭-৫২৯ পৃষ্ঠায় আছে) শা'বি এমাম-খারেজ্মি, শেখ মহিউদ্দিন আবদুল কাদের কারাশি, জারোল্লহ্-জামাখ্ শারি, এমাম হারেসি, এমাম জহিরুদ্দিন, মোরগিনানি শেখ ইউসফ বগ্দাদী, এমাম হোসাএন সোমায়রি, আহমদ হেমানি, এমাম-কোরদরি, আবুল কাসেম সাদি, এবনে-কাছ, এমাম জালালুদ্দিন সিউতি, এমাম মোহাম্মদ দেমাশ্কি, আবু ইয়াহইয়া নায়সাপুরী আবু আহমদ নায়সাপুরী প্রভৃতি মহাবিদ্বান্গণ এমাম আজমের সুখ্যাতিপূর্ণ গ্রন্থ সমূহ রচনা করিয়াছেন। এমাম কদুরি, এমাম মোহাম্মদ গজনবি, আহমদ বেনে সোলায়মান, শামসদ্দিন কুমারুরি, এমাম এবনে আব্দুল বার, শামসদ্দিন, সেজেস্তানি, সরফদ্দিন মক্কি, এবনে মসরু বালাখি, আবুল বাকা কারাশি মক্কি, আহমদ সারমাবি, আবুল আব্বাস গজনবি, তকিউদ্দিন তায়ামি, আবু ইসহাক সিরাজি, এমাম নাবাবী, এমাম হোসামদ্দিন, এবনে খালকান, প্রভৃতি মহা মহা পণ্ডিত স্ব স্ব গ্রন্থে এমাম আজমের গুনরাশি লিখিয়াছেন।"

খয়রাতোল-হেসানে এমাম আজমের যে সমস্ত গুন গরিমা লিখিত আছে, উক্ত গ্রন্থবলীতে তাহাই লিখিত আছে; এক্ষেত্রে খয়রাতোল হেসানের লিখিত বিষয়গুলি যে ধ্রু ব সত্য কথা, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

চতুর্থ লেখক যে ছেয়ানত পুস্তকে কেয়ামোল্লাএল, আকিদায় এমাম আহমেদ, তারিখ সগির, সহিহ্ তেরমজি, এনসাফ, আবু দাউদ, মোসাফ্যা, কেতাবোজ্জোয়াফা,

মোখ্‌তাসার খতিব, আনওয়ারে কোদসিয়া, মিজানোল-এ'তেদাল, লেসানোল-মিজান, তাবাকাতে কোবরা, তমহিদ, কালেমাত-তাইয়েবাত ইত্যাদি কেতাবের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, যদি লেখকের ন্যায় কোন পণ্ডিত বলেন যে, উক্ত গ্রন্থগুলি এমাম বোখারি, আবুদাউদ, তেরমজি, নাসায়ি, জাহাবি, সুবকি,শাহ আলিউল্লাহ প্রভৃতি মহাত্মাদিগের রচিত গ্রন্থ নহে, তৎসমস্তই মজহাব বিদ্বেষী দলের রচিত গ্রন্থ তৎসমস্তের প্রতি আস্তা স্থাপন করা যায় না, তবে দেখি লেখক সাহেব ইহার কি সদুত্তর প্রদান করেন।

দ্বিতীয় বাতিল দাবি ;—

ছেয়ানত, ৫৭ পৃষ্ঠা ;—

"খয়রাতোল হেসানের গ্রন্থকার সাহেবত কোন পুরুষে এমাম সোয়াবা ও এহিয়া মইনের সহিত সাক্ষাৎ বা আলাপ করেন নাই যে, বলিবেন তিনি উক্ত দুই এমামের নিকট তাহা স্বকর্ণে শুনিয়াছেন।"

আরও ৮৭ পৃষ্ঠা;— "খয়রাতোল হেসানের গ্রন্থকার কোন পুরুষে কোন কালে পীর ফোজাএল, আবু ইউসফ আয়মানা এবং এহিয়া বেনে আদমের সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই সুতরাং তাঁহার কথা বিশ্বাস করা যায় না।"

উত্তর

পাঠক, এইরূপ অদ্ভুত দাবি কেহ কোন কালে করেন নাই, যাহার হাদি সে কিঞ্চিন্মাত্র জ্ঞান আছে, সে ব্যক্তি এরূপ ভ্রমাত্মক দাবি করিতে সাহস করিতে পারে না। স্বয়ং লেখক ২য় বর্ষের আহলে হাদিস পত্রিকার ২য় সংখ্যায় (৬০-৬৬ পৃষ্ঠায়) ৩য় সংখ্যায় (১১৪-১২২ পৃষ্ঠায়), চতুর্থ সংখ্যায় (১৫৮-১৬৩ পৃষ্ঠায়) ৫য় সংখ্যায় (২১১-২১৮ পৃষ্ঠায়), ৬ষ্ঠসংখ্যায় (২৫১-২৫৭ পৃষ্ঠায়), ৭ম সংখ্যায় (৩০৫-৩১০ পৃষ্ঠায়), অষ্টম সংখ্যায় (৩৫২-৩৫৬ পৃষ্ঠায়), নবম সংখ্যায় (৩৯৮-৪০১) পৃষ্ঠায় ও দশম সংখ্যায় (৪৩৪-৪৩৯ পৃষ্ঠায়) এমাম বোখারির বহু গুন কীর্ত্তন করিয়াছেন। ইহা এবনে হাজার আস্কালানি, নাবাবি, জাহাবি, সুবকি, খতিব প্রভৃতি বিদ্বান্‌দিগের গ্রন্থাবলী হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

এইরূপ এমাম মোস্‌লেম, আবু দাউদ, তেরমজি, নাসায়ি, এবনে মাজা, দারকুৎনি, বয়হকি, বাগাবি প্রভৃতি শত সহস্র হাদিস তত্ত্ববিদ্ বিদ্বান্‌দিগের গুনরাশি উপরক্ত গ্রন্থাবলীতে লিখিত আছে, কিন্তু এমাম এবনে হাজার, নাবাবি, সুবকি, জাহাবি, খতিব প্রভৃতি বিদ্বান্‌গণ কোন পুরুষে, কোন কালে গুণকীর্ত্তনকারিদিগের সহিত সাক্ষাৎ

করেন নাই; তবে কিরূপে বলা যাইবে যে তাঁহারা তৎসমস্ত স্বকর্ণে শ্রবণ করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাদের কথা কিরূপে বিশ্বাস করা যাইবে? পাঠক, লেখক যতক্ষণ নিজ দাবি অনুসারে প্রমাণ পেশ করিতে না পারেন, ততক্ষণ তৎসমুদয়ে একটী কথাও বিশ্বাসযোগ্য হইবে কিনা, তাহা লেখককে জিজ্ঞাসা করুন। লেখকের অদ্ভুত মতে আসমায়োররেজাল (রাবিদিগের দোষ গুন) সংক্রান্ত গ্রন্থগুলি একেবারে বাতিল হইয়া গেল, এবং হাদিসের সত্যাসত্য বিচারের পথ সম্পূর্ণ রূপে রুদ্ধ হইয়া গেল। বেদাত মতাবলম্বীদল এইরূপ বাতীল মত প্রচার করতঃ নিরক্ষর দলকে পথভ্রষ্ট করিয়া থাকে।

তৃতীয় বাতীল দাবি;-

ছেয়ানত, ৭৩ পৃষ্ঠা;-

"এমাম আজম চারি সহস্র তাবিয়ি এমাম হইতে হাদিস শিক্ষা করিয়াছিলেন। সায়েকা। সেই চারি হাজার তাবেয়ি এমামের প্রত্যেকের নাম, জন্ম মৃত্যু, বিদ্যা বুদ্ধি এবং তাঁহারা কে কোন্ সাহাবার নিকট শিখিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ করুন ত দেখা যাউক ইহার মূলে কতদূর সত্য আছে।

৯৪ পৃঃ;-

"জনাব এমাম সাহেব যে এই স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ কি? যতক্ষণ না এ কথার সহি মত্তাসেল সনদ এমাম সাহেব পর্য্যন্ত বর্ণনা করিতে পারেন, ততক্ষণ ইহাতে বিশ্বাস করা যায় না।

৯৫ পৃষ্ঠা;-

"এমাম আজহার বা কে, তাহার নিকট কেই বা শুনিয়াছিল, আবার তাহার নিকট কে শুনিয়াছিল, এইরূপ শেষ পর্যন্ত এবং তাহাদের প্রত্যেকেই দিনদার পরহেজগার সত্যবাদী স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন ছিলেন কিনা, এ সমস্ত কথার মাথামুণ্ড কিছুই ইহাতে নাই, সুতরাং একথা সত্য ইহা বিশ্বাস করা যাইতে পারে না"

উত্তর।

লেখক ২য় বর্ষের অহলে-হাদিস পত্রিকার চতুর্থ সংখ্যায় (১৬০ পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন, "তাঁহার (এমাম বোখারির) শিক্ষকের সংখ্যা ১০৮০ একহাজার আশী।" এক্ষণে লেখকের দাবি অনুসারে আমার বক্তব্য এই যে, সেই ১০৮০ জন শিক্ষকের

প্রত্যেকের নাম, জন্ম, মৃত্যু, বিদ্যাবুদ্ধি এবং তাঁহারা কোন্ কোন্ শিক্ষকের নিকট শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণনা করুন, তৎপর দেখা যাইবে যে, ইহার মূলে কতদূর সত্য আছে। যত দিবস মজহাব বিদ্বেষীদল ইহার বিস্তারিত তালিকা প্রদর্শণ করিতে না পারেন, ততদিবস তাঁহাদের এইরূপ দাবী অমূলক বলিয়া গণ্য হইবে।

দ্বিতীয় মজহাব বিদ্বেষী মৌলবী রহিমদ্দিন প্রভৃতি লিখিয়াছেন যে, এমাম বোখারি ছয় লক্ষ হাদিস অবগত ছিলেন, এমাম মোস্‌লেম তিন লক্ষ হাদিস ও এমাম আবু দাউদ পাঁচ লক্ষ কয়েক শত হাদিস অবগত ছিলেন।

লেখক স্বয়ং আহলে হাদিস-পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষের দশম সংখ্যায় (৪৩৮ পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন;- "একদিন রাতে এমাম বোখারি সাহেব গণনা করিতে আরম্ভ করিলেন ত দুই লক্ষ হাদিস জানিলেন।"

এক্ষণে লেখকের দাবি অনুসারে আমার বক্তব্য এই যে, তাঁহাদের লিখিত হাদিস গ্রন্থে মূলে চারি সহস্র করিয়া হাদিস দৃষ্টিগোচর হয়, যতক্ষণ লেখক উক্ত কয়েক লক্ষ হাদিস, তৎসমুদয়ের রাবিদের নাম, তাঁহাদের বিদ্যা, বুদ্ধি ও জন্ম মৃত্যু প্রকাশ করিতে না পারেন, ততক্ষণ এই কথাগুলি অমূলক দাবি বলিয়া গণ্য হইবে।

লেখক উক্ত পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যায় (৬৩ পৃষ্ঠায়) এমাম বোখারির অন্ধ হইবার, তাহার জননীর দোয়া করিবার, তাঁহার দোয়া মঞ্জুর হইবার এবং হজরত এবরাহিম (আঃ) এর স্বপ্নযোগে তাঁহাকে এই শুভ সংবাদ প্রকাশ করার গল্পটী লিখিয়াছেন, ইহার প্রমান কি? ইহা এমাম সুবকি লিখিয়াছেন? তিনি কাহার নিকট শ্রবণ করিয়াছেন? তিনি আবার কাহার নিকট শ্রবণ করিয়াছেন? এইরূপ এমাম বোখরি পর্য্যন্ত ইহার ধারাবাহিক সহিহ্ সনদ আছে কিনা? প্রত্যেক রাবি দিনদার, পরহেজগার, সত্যবাদী ও স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন ছিলেন কিনা? লেখক যতক্ষণ এইরূপ সহিহ্ সনদ পেশ করিতে না পারেন, ততক্ষণ উহা অগ্রাহ্য ও বাতিল হইবে।

লেখক উক্ত দ্বিতীয় বর্ষের পত্রিকার তৃতীয়, চতুর্থ হইতে দশম সংখ্যা পর্য্যন্ত এমাম বোখারির বহু দেশ ভ্রমণ করার, বহু শিক্ষকের নিকট বহু হাদিস শিক্ষা করার, হাদিসের মহা পণ্ডিত হওয়ার, মহাধী-শক্তিসম্পন্ন হওয়ার, হাদিসের সনদ ও গুপ্ত তত্ত্ব জ্ঞান লাভে অদ্বিতীয় হওয়ার মহা সহিষ্ণু ও ধার্ম্মিক হওয়ার বহু কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, কিন্তু এমাম সুবকি, এবনে হাজার, কোস্তোলানি, খতিব প্রভৃতি বিদ্বান্‌গণের গ্রন্থাবলী হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন, উক্ত গ্রন্থকারেরা এমাম বোখারির কয়েক শতাব্দী

পরে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা কিরূপে এই সমস্ত কথা জানিলেন? লেখক যতক্ষণ না এমাম বোখারি পর্য্যন্ত ধারাবাহিক সহি সনদ বর্ণনা করিতে পারেন, ততক্ষণ উহা গ্রাহ্য হইতে পারে না।

তৃতীয় হাদিসের রাবিদের দোষ গুণ যাহা যাহা তকরিব, তহজিবত্ত হজিব, খোলাসায় তজহিবোল-কামাল, তাজকেরাতোল হোফ্যাজ, তহজিবোল- আসমা, কেতাবোল-আনসাব, এবনে-খালকান, তাবাকাতোল-হোফ্যাজ, তহজিবোল-কামাল তাবাকাতে-কোবরা, তদরিবোর্রাবি ইত্যাদি গ্রন্থ সমূহে উল্লেখিত হইয়াছে, তৎসমুদয়ের অধিকাংশই বিনা সনদে বর্ণিত হইয়াছে, যদি লেখকের দাবি সত্য হয়, তবে প্রত্যেকের সনদ প্রকাশ করুন। যদি তাহা না পারেন, তবে তৎসমুদয় বাতিল প্রতিপন্ন হইবে। এক্ষেত্রে সমস্ত হাদিস গ্রন্থ গ্রহণের অযোগ্য হইয়া যাইবে। দেখি, অপরিণামদর্শী প্রতিবাদকারী ইহার কি সদুত্তর প্রদান করেন?

চতুর্থ দাবি;-

ছেয়ানত, ৫৬ পৃষ্ঠা;-

"এমাম আবু হানিফা সাহেবের বিষয়ে এহিয়া মইন হইতে যে সমস্ত কথা নকল করা হইয়াছে ইহা অন্য কোন গণ্যমান্য বিশ্বাসযোগ্য কেতাবে নাই।"

উত্তর।

লেখক কয়খণ্ড কেতাব পড়িয়াছেন যে, এত বড় দাবি করিয়া বসিলেন যে কোন গণ্যমান্য বিশ্বাসযোগ্য কেতাবে নাই! ধন্য আপনার এলম্ ধন্য আপনার জ্ঞান! দেখুন, এবনে খলকান তারিখের দ্বিতীয় খণ্ডে (১৬৪ পৃষ্ঠায়) খতিব-বাগ্ দাদির তারিখ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন;-

وقال يحيى بن معين القرائة عندى قرائة

همزة والفقه فقه ابى حنيفة على هذا ادركت الناس☆

(মাহাদ্দেস শ্রেষ্ঠ এমাম) এহ্ইয়া বেনে মইন বলিয়াছেন;-"আমার নিকট (এমাম) হামজার কেরাতই কেরাত এবং (এমাম) আবু হানিফার ফেক্হই ফেক্হ, আমি এই অবস্থার উপর লোকদিগকে প্রাপ্ত হইয়াছি।"

পাঠক, এক্ষণে দেখিলেন ত যে, এমাম আবু হানিফার (রঃ) ফেক্হ যে মোহাদ্দেস শ্রেষ্ঠ এমাম এহ্ইয়া মইনের মনোনীত এবং লোকদিগের গৃহীত মত, তাহা যে কেবল খয়রাতোল-হেসানে লিখিত আছে, এমন কথা নহে, বরং সর্ব্বজনমান্য তারিখে-এবনে খালকান ও তারিখে বগদাদ ইত্যাদি গ্রন্থেও আছে। এইরূপ প্রামান্য কথাকে একেবারে অস্বীকার করা লেখকের ন্যায় অদূরদর্শী লোকেরই কার্য্য।

ছেয়ানত, ৫৬ পৃষ্ঠা;-

'ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা, আলি বেনে মদিনী কখনই একথা বলেন নাই।"

উত্তর।

এমাম হাফেজ মোহাম্মদ বেনে হোসাএন মোসিলি 'কেতাবোজ্জোয়া' গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে লিখিয়াছেন;—

قال على بن المدنى ابوحنيفة روى عنه
الثورى وابن المبارك وحماد بن زيد وهشيم و
وكيع بن الجراح وعبادبنالعوام وجعفر بن عون
وهو ثقة لا بأس به☆

"(এমাম) আলি বেনে মদিনি বলিয়াছেন, (এমাম সুফইয়ান) সওরি, (আব্দুল্লাহ) বেনে মোবারক, হাম্মাদ বেনে জায়েদ, হোশাএম অকি বেনে যার্রাহ, এবাদ বেনে আওয়াম ও যা'ফর বেনে আওন (এমাম) আবু হানিফা (রঃ) হইতে হাদিস গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি (এমাম আবু হানিফা) বিশ্বাসভাজন ছিলেন, তাহাতে কোন দোষ ছিল না।"

এমাম এবনে আব্দুল বার, 'যামেয়োল-এল্ম' গ্রন্থে লিখিয়াছেন ;-

وقال ابن المدنى ابوحنيفة ثقة لا بأس به

"(এমাম) আলি বেনে মদিনি বলিয়াছেন,(এমাম) আবু হানিফা (রঃ) বিশ্বভাজন (হাদিসে যোগ্য) ছিলেন, তাহাতে কোন দোষ ছিল না।"

উক্ত এমাম এবনে আব্দুল বার কেতাবোল -এন্তেকা-ফি-ফাজায়েলে আএস্মায়-ছালাছা' গ্রন্থে লিখিয়াছেন;—

وكذاعلى بن المدينى اثنى عليه

"এবং এইরূপ (এমাম) আলি বেনে মদিনি তাঁহার (এমাম আবু হানিফার) প্রসংসা করিয়াছেন।"

পাঠক এক্ষনে দেখিলেন ত যে, এমাম আলি বেনে মদিনির এমাম আজমকে বিশ্বাসভাজন বলা যাহা সায়েকায় লিখিত আছে, অতি সত্য কথা, উহা যে কেবল খয়রাতোল -হেসান কেতাবে লিখিত আছে, তাহা নাহে, বরং অন্যান্য জগন্মান্য বিদ্বান্‌দিগের গ্রন্থাবলীতেও লিখিত আছে, এক্ষনে লেখকের এরূপ সত্য কথাকে সম্পূর্ণ মিথ্যা বলায় তিনি নিজেই মিথ্যাবাদী হইলেন কিনা, তাহা বিবেচকগণের বিচারাধীন।

ছেয়ানত ৫৭ পৃষ্ঠা;-

"এমাম শোয়াবা এবং এমাম এহ্‌ইয়া মইন যে এই কথা বলিয়াছেন, ইহা কেমন করিয়া বিশ্বাস করিব। ইহা ত আপনার ঐ খয়রাতোল-হেসান ভিন্ন অন্য কোন গণ্যমান্য কেতাবে কুত্রাপি দেখা যায় না।"

উত্তর।

এমাম এবনে হাজার আস্কালানি 'তহ্‌জিবোত্তহ্‌জিব' গ্রন্থের দশম খণ্ডে (৪৪৯) ৪৫০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;-

ابن معين يقول كان ابو حنيفة ثقة لايحدث

بالحديث الا بما يحفظه ولايحدث بمالايحفظو

عن ابن معين كان ابو حنيفة ثقة فى الحديث ☆

"(এমাম এহইয়া) বেনে মইন বলিতেন যে, (এমাম) আবু হানিফা বিশ্বাসভাজন

ছিলেন, যে হাদিস তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল, তিনি কেবল তাহাই বর্ণনা করিতেন এবং যাহা তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল না, তিনি তাহা বর্ণনা করিতেন না। আরও (এমাম এহ্ইয়া) বেনে মইন হইতে উল্লিখিত আছে যে (এমাম) আবু হানিফা হাদিসে বিশ্বাস ভাজন ছিলেন।"

এমাম জাহাবি তাবাকাতোল-হোফ্যাজ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে (৩৬ পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন;-

وقال ابن معين كان ثقة لايحدث من الحديث الا بما يحفظ

"এমাম এহ্ইয়া বেনে মইন বলিয়াছেন, তিনি (এমাম আবু হানিফা) বিশ্বাসভাজন ছিলেন, তিনি যে হাদিসটী কণ্ঠস্থ রাখিতেন, তাহাই উল্লেখ করিতেন।"

এমাম এবনে আবদুল বার 'কেতাবোল-এন্তেকা' গ্রন্থে লিখিয়াছেন;-

سئل يحيى بن معين وعبد الله بن احمد الدورقى يسمع من ابى حنيفة فقال يحيى بن معين هو ثقة ما سمعت احدا ضعفه ☆

"(এমাম) এহ্ইয়া বেনে মইন ও আবদুল্লাহ বেনে আহমদ দাওরকি জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন যে (এমাম) আবু হানিফার হাদিস শ্রবণ করা যাইবে কি? ইহাতে (এমাম) এহইয়া বেনে মইন বলিলেন যে, তিনি বিশ্বাসভাজন (হাদিস যোগ্য) ছিলেন, আমি এরূপ কাহার কথা শ্রবণ করি নাই যে, তাঁহাকে অযোগ্য (জইফ) বলিয়াছেন।"

হাফেজ মোহাম্মদ বেনে হোসাএন মুসেলি "কেতাবোজ্জোয়াফা" গ্রন্থে লিখিয়াছেন,-

كان شعبة حسن الرائ فى ابى حنيفة ☆

(এমাম) শো'বা (এমাম) আবু হানিফার সম্বন্ধে উত্তম ধারণা রাখিতেন।"
এমাম এবনে আবদুল বার 'যোমেয়োল-এল্‌ম' গ্রন্থে অবিকল ঐরূপ লিখিয়াছেন।

আরও তিনি 'কেতাবোল-এন্তেকা' গ্রন্থে লিখিয়াছেন;-

فقال يحيى هذا شعبة بن الحجاج يكتب اليه ان يحدث بأمره وشعبة شعبة ☆

"(এমাম) এহ্ইয়া বলিয়াছেন, এই (এমাম) শো'বা বেনেল হোজ্জাজ তাঁহার (এমাম আবু হানিফার) নিকট পত্র লিখিয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার হুকুমে হাদিস বর্ণনা করেন এবং (এমাম) শো'বা ত শো'বা।"

মানাকেবে-মোয়াফ্যেক, ২য় খণ্ড, ৪৬ পৃষ্ঠা;-

"মোয়াজ বলিয়াছেন, আমি (হাদিস শিক্ষার জন্য) কুফায় গমন করিতে ইচ্ছুক হইয়া (এমাম) শো'বার নিকট উপস্থিত হইলাম, তৎপর বলিলাম, আপনার কোন ভ্রাতার নিকট আমার জন্য পত্র লিখুন। তিনি বলিলেন, নিশ্চয় আমি তোমার জন্য এক ব্যক্তির নিকট পত্র লিখিব, তিনি মহান্ ব্যক্তি। তৎপরে তিনি (এমাম) আবু হানিফার নিকট পত্র লিখিলেন, আমি এমাম আবু হানিফার নিকট পত্র সহ উপস্থিত হইলাম, ইহাতে তিনি (এমাম) শো'বার সম্মান প্রকাশ করিলেন। (এমাম) এহ্ইয়া বেনে আদম বলিয়াছেন, যে সময় (এমাম) শো'বাকে (এমাম -আবু হানিফার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইত, (সেই সময়) তিনি তাঁহার অতিরিক্ত সুখ্যাতি করিতেন।"

মানাকেবে কর্দরি, ১ম খণ্ড,১১২ পৃষ্ঠা;-

"নাজার বেনে আলি বলিয়াছেন, আমরা (এমাম) শো'বার নিকট ছিলাম, এমতাবস্থায় তাঁহার (এমাম আবু হানিফার) মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া তিনি দুঃখ সূচক কলেমা পাঠ করতঃ বলিলেন, কুফা হইতে এল্‌মের জ্যোতিঃ নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। সাবধান! তাঁহারা কুফাবাসিগণ) কস্মিন্‌কালে তাঁহার তুল্য প্রাপ্ত হইবেন না।"

পাঠক, উপরোক্ত প্রমাণ সমূহে প্রমাণিত হইল যে এমাম এহ্-ইয়া মইন ও শো'বার কথাগুলি যাহা যাহা খয়রাতোল হেসান গ্রন্থে আছে, তৎসমুদয় অন্যান্য গণ্যমান্য এমামগণের গ্রন্থাবলীতেও আছে, কিন্তু সঙ্কীর্ণ বিদ্যাধারী লেখক সাহেব কুত্রাপি উহা দর্শন করিলেন না, ইহা তাঁহার সঙ্কীর্ণ বিদ্যার পরিচয়ক নহে কি?

ছেয়ানত, ৫৮ পৃষ্ঠা;-

'ইহা এমাম এহ্ইয়া কাত্তানের কথা বলিয়া বোধ হয় না।"

উত্তর।

এমাম জাহাবি 'তাজকেরাতোল- হোফ্যাজের ১ম খণ্ডে (২৮২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;-

وكان يحيى القطان يفتي بقول ابى حنيفة ايضا☆

"এবং (এমাম) এহ্ইয়া কাত্তান ও (এমাম) আবু হানিফার কথা অনুযায়ী ফৎওয়া দিতেন।"

এমাম এবনে হাজার আস্কালানী 'তহজিবোত্তহ্জিব' গ্রন্থের ১০ খণ্ডে (৪৫০ পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন;-

يحيى بن سعيد القطان يقول لا نكذب الله ما سمعنا احسن من رائ ابى حنيفة وقد أخذنا باكثر اقواله☆

(এমাম) এহ্ইয়া বেনে সইদ কাত্তান বলিতেন, খোদার প্রতি আমরা মিথ্যারোপ করিব না, আমরা (এমাম) আবু হানিফার রায় (মত) অপেক্ষা উৎকৃষ্ট (কিছু) শ্রবণ করি নাই এবং আমরা তাঁহার অধিকাংশ মত গ্রহণ করিয়াছি।"

খতিব 'তারিখে বগদাদে' লিখিয়াছেন,-

يحيى القطان يقول والله جالسنا ابا حنيفة وسمعنا منه وكنت والله اذا نظرت اليه عرفت انه يتقى الله عز وجل وكان يفتى بقول ابى حنيفة

"(এমাম) এহ্ইয়া কাত্তান বলিতেন, আমরা (এমাম) আবু হানিফার নিকট উপবেশন করিয়াছি এবং তাঁহার নিকট হদিস শ্রবণ করিয়াছি, খোদাতায়ালার শপথ, আমি যে সময় তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতাম তখন বুঝিতাম যে, তিনি মহিমান্বিত খোদাতায়ালার ভয় করেন। আরও তিনি (এমাম) এহ্ইয়া কাত্তান (এমাম) আবু হনিফার(র) মতনুযায়ী ফৎওয়া দিতেন।"

পাঠক, এক্ষণে দেখিলেন ত, এমাম এহ্ইয়া কাত্তানের কথা যাহা খয়রাতোল-হেসানে লিখিত আছে, উহা অন্যান্য বিদ্বান্‌গণের গ্রন্থাবলীতে লিখিত আছে, কাজেই লেখকের দাবি একেবারে অমূলক প্রমাণিত হইল।

سفيان بن عيينةيقول من اراد الفقه فالكوفة وليلزم اصحاب ابى حنيفة☆

"এমাম সুফ্ইয়ান বেনে ওয়ায়না বলিতেন, যে ব্যাক্তি ফেক্হ তত্ত্বের (কোরআন হাদিসের মর্ম্মজ্ঞ হওয়ার) ইচ্ছা করে, তাহাকে কুফায় গমন করা এবং (এমাম) আবু হানিফার শিষ্যগণের সঙ্গলাভ করা আবশ্যক। পাঠক; ইহাতে প্রমাণিত হইল যে, খয়রাতোল হেসান লিখিত এমাম সুফ্ইয়ান বেনে ওয়ানার কথাগুলি সত্য. অন্যান্য বিদ্বান্গণ উক্ত কথাগুলি বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত এমাম যে কি জন্য কুফা ত্যাগ করত্ত মক্কশরিফে বাসস্থান স্থির করিয়াছিলেন, তাহাও অবগত হইতে পারিলেন। আরও একজন একজনার প্রশাংসা করিলেন, ইহা যে তাঁহার দেশে চিরজীবন অবস্থিতি করিতে হইবে, ইহা পাগলের প্রলাপোক্তি নহে কি?

ছেয়ানত, ৫৯ পৃষ্ঠা;-

সুফ্ইয়ান সওরি কুফা দেশীয় একজন প্রাচীন এমাম, ইনি এমাম আবু হানিফা সাহেব অপেক্ষা বয়স ও কোরআন হাদিসে বহু প্রবীণ ছিলেন, ইনি এমাম সাহেবকে ত বড়ই অবজ্ঞা করিতেন।...সুতরং ইনি এমাম আবু হানিফার বিষয়ে ঐ সমস্ত প্রশংসার কথা কখনই বলেন নাই, তাঁহাকে ওরূপ সম্মান করেন নাই, উহা কেবল হানিফী ভ্রাতাদের রচিত ঘর গড়া কথা।"

উত্তর

এমাম এবনে হাজার আস্কালানি 'তহজিবোত্তহ্জিব' গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডে লিখিয়াছেন যে, সুফ্ইয়ান সওরি হিজ্রি ৯৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন।

এমাম জাহাবি 'তাজকেরাতোল- হোফ্যাজ' গ্রন্থের ১৫১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, এমাম আবু হানিফা ৮০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

পাঠক, এক্ষণে এমাম সুফ্ইয়ানকে এমাম আবু হানিফা (র) অপেক্ষা বয়সে প্রবীণ-বলা রাবিদিগের অবস্থা জ্ঞান শূন্য লেখকের কার্য্যই বটে।

এমাম জাহাবি 'তাজকেরাতোল-হোফ্যাজ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে (১৫১/১৫২ পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন;—

"(এমাম) এহ্ইয়া বলিয়াছেন, এই (এমাম) শো'বা বেনেল হোজ্জাজ তাঁহার (এমাম আবু হানিফার) নিকট পত্র লিখিয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার হুকুমে হাদিস বর্ণনা করেন এবং (এমাম) শো'বা ত শো'বা।"

মানাকেবে-মোয়াফ্‌ফেক, ২য় খণ্ড, ৪৬ পৃষ্ঠা;-

"মোয়াজ বলিয়াছেন, আমি (হাদিস শিক্ষার জন্য) কুফায় গমন করিতে ইচ্ছুক হইয়া (এমাম) শো'বার নিকট উপস্থিত হইলাম, তৎপর বলিলাম, আপনার কোন ভ্রাতার নিকট আমার জন্য পত্র লিখুন। তিনি বলিলেন, নিশ্চয় আমি তোমার জন্য এক ব্যক্তির নিকট পত্র লিখিব, তিনি মহান্ ব্যক্তি। তৎপরে তিনি (এমাম) আবু হানিফার নিকট পত্র লিখিলেন, আমি এমাম আবু হানিফার নিকট পত্র সহ উপস্থিত হইলাম, ইহাতে তিনি (এমাম) শো'বার সম্মান প্রকাশ করিলেন। (এমাম) এহ্ইয়া বেনে আদম বলিয়াছেন, যে সময় (এমাম) শো'বাকে (এমাম -আবু হানিফার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইত, (সেই সময়) তিনি তাঁহার অতিরিক্ত সুখ্যাতি করিতেন।"

মানাকেবে কর্দরি, ১ম খণ্ড, ১১২ পৃষ্ঠা;-

"নাজার বেনে আলি বলিয়াছেন, আমরা (এমাম) শো'বার নিকট ছিলাম, এমতাবস্থায় তাঁহার (এমাম আবু হানিফার) মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া তিনি দুঃখ সূচক কলেমা পাঠ করতঃ বলিলেন, কুফা হইতে এল্‌মের জ্যোতিঃ নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। সাবধান! তাঁহারা কুফাবাসিগণ) কস্মিনকালে তাঁহার তুল্য প্রাপ্ত হইবেন না।"

পাঠক, উপরোক্ত প্রমাণ সমূহে প্রমাণিত হইল যে এমাম এহ্-ইয়া মইন ও শো'বার কথাগুলি যাহা যাহা খয়রাতোল হেসান গ্রন্থে আছে, তৎসমুদয় অন্যান্য গণ্যমান্য এমামগণের গ্রন্থাবলীতেও আছে, কিন্তু সঙ্কীর্ণ বিদ্যাধারী লেখক সাহেব কুত্রাপি উহা দর্শন করিলেন না, ইহা তাঁহার সঙ্কীর্ণ বিদ্যার পরিচয়ক নহে কি?

ছেয়ানত, ৫৮ পৃষ্ঠা;-

"ইহা এমাম এহ্ইয়া কাত্তানের কথা বলিয়া বোধ হয় না।"

উত্তর।

এমাম জাহাবি 'তাজকেরাতোল- হোফ্যাজের ১ম খণ্ডে (২৮২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;-

وكان يحيى القطان يفتي بقول ابى حنيفة ايضا☆

"এবং (এমাম) এহ্ইয়া কাত্তান ও (এমাম) আবু হানিফার কথা অনুযায়ী ফৎওয়া দিতেন।"

এমাম এবনে হাজার আস্কালানী 'তহজিবোত্তহ্জিব' গ্রন্থের ১০ খণ্ডে (৪৫০ পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন;-

يحيى بن سعيد القطان يقول لا نكذب اللّٰه ما سمعنا احسن من رائ ابى حنيفة وقد أخذنا باكثر اقواله☆

(এমাম) এহ্ইয়া বেনে সইদ কাত্তান বলিতেন, খোদার প্রতি আমরা মিথ্যারোপ করিব না, আমরা (এমাম) আবু হানিফার রায় (মত) অপেক্ষা উৎকৃষ্ট (কিছু) শ্রবণ করি নাই এবং আমরা তাঁহার অধিকাংশ মত গ্রহণ করিয়াছি।"

খতিব 'তারিখে বগদাদে' লিখিয়াছেন,-

يحيى القطان يقول واللّٰه جالسنا اباحنيفة وسمعنا منه وكنت واللّٰه اذا نظرت اليه عرفت انه يتقى اللّٰه عز وجل وكان يفتى بقول ابى حنيفة

"(এমাম) এহ্ইয়া কাত্তান বলিতেন, আমরা (এমাম) আবু হানিফার নিকট উপবেশন করিয়াছি এবং তাঁহার নিকট হদিস শ্রবণ করিয়াছি, খোদাতায়ালার শপথ, আমি যে সময় তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতাম তখন বুঝিতাম যে, তিনি মহিমান্বিত খোদাতায়ালার ভয় করেন। আরও তিনি (এমাম) এহ্ইয়া কাত্তান (এমাম) আবু হনিফার(র) মতনুযায়ী ফৎওয়া দিতেন।"

পাঠক, এক্ষণে দেখিলেন ত, এমাম এহ্ইয়া কাত্তানের কথা যাহা খয়রাতোল-হেসানে লিখিত আছে, উহা অন্যান্য বিদ্বান্‌গণের গ্রন্থাবলীতে লিখিত আছে, কাজেই লেখকের দাবি একেবারে অমূলক প্রমাণিত হইল।

ছেয়ানত, ৫৯ পৃষ্ঠা;-

"সফিয়ান বেনে ওয়ায়না মক্কাশরিফের একজন হাদিসজ্ঞ এমাম ছিলেন।...ইনি যদি এমাম আবু হানিফাকে, তাঁহার ফেকা এবং তাঁহার শিষ্যগণকে ঐরূপ জানিতেন, তবে চিরদিন আপন সঞ্চিত বিদ্যা বুদ্ধি ও লিখিত কেতাবের উপর নির্ভর করিয়া মক্কায় রহিয়া গেলেন কেন?"

উত্তর।

এমাম সুফইয়ান মহা হাদিস তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহার পিতার নাম ওয়ায়না ও পিতামহের নাম আবু এমরান ছিল। তাঁহারা কুফার অধিবাসী ছিলেন। আবু এমরান (শাসনকর্ত্তা) খালেদ বেনে আবদুল্লাহর কর্মচারী ছিলেন, তৎপরে যে সময় খালেদ এরাক প্রদেশের কর্তৃত্ব হইতে অবসারিত হন এবং ইউসফ সাকাফি শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন সেই সময় এই নব শাসক খালেদের কর্ম্মচারীদিগকে উপস্থিত হইতে আদেশ করেন, এজন্য আবু এমরান এরাক প্রদেশ হইতে পলায়ন করিয়া মক্কাশরিফে গমন করেন এবং তথায় বাসস্থান স্থির করেন। এমাম সুফ্ইয়ান বেনে ওয়ায়না পিতা ও পিতামহের সহিত মক্কাশরিফ গমন করেন। উক্ত এমাম সুফ্ইয়ান বেনে ওয়ায়না বলিয়াছেন যে, যখন আমার বিশ বৎসর পূর্ণ না হইয়াছিল, সেই সময় আমি কুফা শহরে গমন করি, ইহাতে (এমাম) আবু হানিফা (র) তাঁহার শিষ্যগণকে ও কুফাবাশীদিগকে বলিয়াছিলেন, তোমাদের নিকট (এমাম) আম্‌র বেনে দিনারের এল্‌মের হাফেজ (কণ্ঠস্থকারী) উপস্থিত হইয়াছেন, তৎশ্রবণে লোকে আমার নিকট উপস্থিত হইয়া আম্‌র বেনে দিনারের (হাদিস) সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, অতএব (এমাম) আবু হানিফা (র) প্রথমেই আমাকে মোহাদ্দেস (হাদিসতত্ত্ববিদ্) করিয়াছিলেন। এবনে খালকান, প্রথম খণ্ড, ২১০-২১১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

এমাম নাবাবি 'তহজিবোল-আসমা' গ্রন্থের ৬৯৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;-

وعن ابن عيينة قال مقلت عينى مثل ابى حنيفة ☆

(এমাম সুফ্ইয়ান) বেনে ওয়ায়না বলিয়াছেন যে, আমার চক্ষু (এমাম) আবু হানিফার তুল্য দর্শন করে নাই।"

মানাকেবে-মোয়াফ্যেক, দ্বিতীয় খণ্ড, ৬৪ পৃষ্ঠা;-

سفيان بن عيينة يقول من اراد الفقه فالكوفة وليلزم اصحاب ابى حنيفة☆

"এমাম সুফ্ইয়ান বেনে ওয়ায়না বলিতেন, যে ব্যাক্তি ফেক্হ তত্ত্বের (কোরআন হাদিসের মর্ম্মজ্ঞ হওয়ার) ইচ্ছা করে, তাহাকে কুফায় গমন করা এবং (এমাম) আবু হানিফার শিষ্যগণের সঙ্গলাভ করা আবশ্যক। পাঠক; ইহাতে প্রমাণিত হইল যে, খয়রাতোল হেসান লিখিত এমাম সুফ্ইয়ান বেনে ওয়ানার কথাগুলি সত্য, অন্যান্য বিদ্বান্‌গণ উক্ত কথাগুলি বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত এমাম যে কি জন্য কুফা ত্যাগ করত্ত মক্কশরিফে বাসস্থান স্থির করিয়াছিলেন, তাহাও অবগত হইতে পারিলেন। আরও একজন একজনার প্রশাংসা করিলেন, ইহা যে তাঁহার দেশে চিরজীবন অবস্থিতি করিতে হইবে, ইহা পাগলের প্রলাপোক্তি নহে কি?

ছেয়ানত, ৫৯ পৃষ্ঠা;-

সুফ্ইয়ান সওরি কুফা দেশীয় একজন প্রাচীন এমাম, ইনি এমাম আবু হানিফা সাহেব অপেক্ষা বয়স ও কোরআন হাদিসে বহু প্রবীণ ছিলেন, ইনি এমাম সাহেবকে ত বড়ই অবজ্ঞা করিতেন।...সুতরং ইনি এমাম আবু হানিফার বিষয়ে ঐ সমস্ত প্রশংসার কথা কখনই বলেন নাই, তাঁহাকে ওরূপ সম্মান করেন নাই, উহা কেবল হানিফী ভ্রাতাদের রচিত ঘর গড়া কথা।"

উত্তর

এমাম এবনে হাজার আস্কালানি 'তহজিবোত্তহ্জিব' গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডে লিখিয়াছেন যে, সুফ্ইয়ান সওরি হিজ্‌রি ৯৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন।

এমাম জাহাবি 'তাজকেরাতোল- হোফ্যাজ' গ্রন্থের ১৫১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, এমাম আবু হানিফা ৮০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

পাঠক, এক্ষণে এমাম সুফ্ইয়ানকে এমাম আবু হানিফা (র) অপেক্ষা বয়সে প্রবীণ-বলা রাবিদিগের অবস্থা জ্ঞান শূন্য লেখকের কার্য্যই বটে।

এমাম জাহাবি 'তাজকেরাতোল-হোফ্যাজ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে (১৫১/১৫২ পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন;—

سئل يزيد بن هارون ايما افقه الثورى و ابو حنيفة فقال ابو حنيفة افقة و سفيان احفظ للحديث

"(এমাম) এজিদ বেনে হারুণ জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন যে, এমাম (সুফ্ইয়ান) সওরি ও (এমাম) আবু হানিফা এতদুভয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠতর কোরআন ও হাদিসের মৰ্ম্মজ্ঞ (ফকিহ) কে ছিলেন ? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, (এমাম) আবু হানিফা শ্রেষ্ঠতর কোরআন ও হাদিসের মৰ্ম্মজ্ঞ ছিলেন এবং সফ্ইয়ান অধিকতর হাদিস কণ্ঠস্থকারী ছিলেন।"

পাঠক, একজন লোক কোরআন শরিফের হাফেজ , কিন্তু উহার মৰ্ম্মজ্ঞ নহে, আর একজন হাফেজ নহে কিন্তু কোরআন শরিফের মৰ্ম্মজ্ঞ, এতদুভয়ের মধ্যে যেরূপ শেষোক্ত ব্যক্তি শ্রেষ্ঠতর, সেইরূপ সুফ্ ইয়ানের অধিকতর হাদিস কণ্ঠস্থ থাকিলেও এমাম আজম তাহা অপেক্ষা কোরআন ও হাদিসের মৰ্ম্মজ্ঞানে শ্রেষ্ঠ ছিলেন, এজন্য সুফ্ ইয়ানের মজহাব মান্যকারী লোক কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না, যদি থাকে, তবে লেখক উহার প্রমাণ পেশ করুন।

এমাম নাবাবি 'তহ্জিবোল আস্মা' গ্রন্থের ৬৯৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;-"এমাম সুফ্ ইয়ান সওরির ভ্রাতা মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়াছিল, এজন্য লোকেরা শান্ত্বনা প্রদানের জন্য তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছিল, এমতাবস্থায় (এমাম) আবু হানিফা উপস্থিত হইলেন, ইহাতে এমাম সুফ্ইয়ান তাঁহার জন্য দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার সম্মান করিলেন, আপন স্থানে তাঁহাকে উপবেশন করাইয়া তাঁহার সমীপে উপবেশন করিলেন। লোক বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলে, সুফ্ ইয়ানের শিষ্যগণ বলিলেন, আপনাকে একটী আশ্চৰ্য্যজনক কাৰ্য্য করিতে দেখিলাম, (তদুত্তরে) তিনি বলিলেন, ইনি একজন উচ্চধরনের বিদ্বান, যদি তাঁহার বিদ্বার জন্য দণ্ডায়মান না হই, তবে তাঁহার বয়সের জন্য দণ্ডায়মান হইয়াছি, যদি তাঁহার বয়সের জন্য দণ্ডায়মান না হই তবে তাঁহার ফেক্হের জন্য দণ্ডায়মান হইয়াছি, আর যদি তাঁহার ফেক্হের জন্য দণ্ডায়মান না হই, তবে তাঁহার পরহেজগারির জন্য দণ্ডায়মান হইয়াছি।"

এমাম আবদুল-অহ্যাব শায়রানি 'মিজান গ্রন্থের ৫৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;-

فقاموا كلهم وقبلوا يديه وركبته وقلو له انت سيد العلماء☆

"তৎপরে এমাম সুফ্ইয়ান সওরি প্রভৃতি বিদ্বান্‌গণ দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার (এমাম) আবু হানিফার হস্ত ও উরু চুম্বন করিলেন এবং তাঁহাকে বিদ্বানকুলের শিরোমণি বলিলেন।"

এক্ষণে লেখক দেখিলেন ত, এমাম সুফ্ইয়ান এমাম আজমের কিরূপ প্রশংসা করিলেন ? এমাম নাবাবি ও শায়ারানি ত হানাফি নহেন, তাঁহারা যখন উক্ত কথার সমর্থন করিয়াছেন, তখন ইহা কিরূপে হানাফিদিগের রচিত ঘর গড়া কথা হইবে ?

পরছিদ্রানুসন্ধানকারী দল যেন তেন প্রকারে পবিত্র মহাত্মাদিগের প্রতি কলঙ্কের কালিমা লেপন করিয়াই থাকে, ইহা তাহাদের স্বাভাব।

ছেয়ানত, ৬২ পৃষ্ঠা;-

"এ সমস্ত কথা এমাম আবদুল্লা বেনে মোবারকের কথা নহে, কোন হানাফি ভ্রাতার রচিত কথা।"

উত্তর

এমাম জাহাবি 'তাজ্‌কেরাতোল-হোফ্‌ফাজ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে ৩৬ পৃষ্ঠায়), এমাম এবনে হাজার আস্কালানি 'তহজিবোত্তহ্‌জিব' দশম খণ্ডে (৪৫০ পৃষ্ঠায়) ও আল্লামা সফিউদ্দিন 'খোলাসায় তহ্‌জিবোল-কামাল গ্রন্থের ৩৪৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;-

ابن المبارك يقول افقه الناس ابوحنيفة ما رأيت فى الفقه مثله

"এমাম আবদুল্লাহ্ বেনে মোবারক বলিতেন, (এমাম) আবু হানিফা লোকদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ফকিহ্ (কোরআন হাদিসের মর্ম্মজ্ঞ), আমি ফেক্‌হ তত্ত্বে (কোরআন হাদিসের মর্ম্মজ্ঞানে) তাঁহার তুল্য দর্শন করি নাই।"

আরও উক্ত তহজিবোত্তহ্‌জিবের, উক্ত খণ্ডে (৪৫০ পৃষ্ঠায়) লিখিত আছে;-

وقال ايضا لولا ان الله تعالى اغاثنى ابو حنيفة وسفيان كنت كسائر الناس☆

"আরও আবদুল্লাহ্ বেনে মোবারক বলিয়াছেন, যদি খোদা তায়ালা আমাকে

(এমাম) আবু হানিফা ও (এমাম) সুফ্ইয়ান কর্ত্তৃক সহায়তা প্রদান না করিতেন, তবে আমি অন্যান্য লোকদিগের তুল্য হইতাম।"

এমাম অহবাব শায়ারানি 'মিজান' গ্রন্থের ৬৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;-

"এমাম আবদুল্লাহ বেনে মোবারক বলিয়াছেন, কুফার বিদ্বান্‌গণ সমস্বরে এমাম আবু হানিফাকে কুফা প্রদেশের শ্রেষ্ঠতম বিদ্বান্ ধার্ম্মিক, সংসার বিরাগী তাপস এবং বিদ্যানুরাগী বলিয়াছেন।"

পাঠক, খয়রাতোল-হেসানের লিখিত কথাগুলি অন্যান্য গণ্য মান্য শাফিয়ি, মালিকি ও হাম্বলী এমামগণ নিজ নিজ গ্রন্থাবলিতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা হইলে হানাফিদিগের রচিত কিরূপে হইবে? লেখক সাহেব এইরূপ মিথ্যা কথা লিখিয়া কি স্বীয় অগাধ বিদ্যার পরিচয় দিতেছেন?

ছেয়নত, ৬৩ পৃষ্ঠা;-

"ইহা এমাম অকি সাহেবের কথা নহে, ইহা কোন হানিফী ভ্রাতার রচিত ঘর গড়া কথা।"

উত্তর।

তহ্‌জিবোওহ্‌জিব, ১১ শ খণ্ড, ১২৭ পৃষ্ঠা;-

عن ابن معين ما رأيت افضل من وكيع كان يستقبل القبلة ويحفظ حديثه ويقوم الليل ويسرد الصوم يفتي بقول ابى حنيفة☆

"(এমাম এহ্‌ইয়া) এবনে মইন বলিয়াছেন, আমি অকি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম (ব্যক্তি) দর্শন করি নাই, তিনি কেবলার দিক্ মুখ করিয়া থাকিতেন, আপন হাদিস কণ্ঠস্থ রাখিতেন, এবং রাত্রি জাগরণ করিতেন, সর্ব্বদা রোজাব্রত পালন করিতেন এবং (এমাম) আবু হানিফার মতানুযায়ী ফৎওয়া দিতেন।"

তাজকেরাতোল-হোফ্ফাজ, প্রথম খণ্ড, ২৮২ পৃষ্ঠা;-

وقال احمد ما رأيت اوعى للعلم ولا احفظ من وكيع وقال يحيى ما رأيت افضل منه و يفتى بقول ابى حنيفة☆

"(এমাম) আহমদ বলেন, আমি অকি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর বিদ্যাধারী ও (হাদিসের) হাফেজ (কাহাকেও) দর্শন করি নাই।"

(এমাম) এহ্ইয়া বলেন, আমি তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম (ব্যক্তি) দর্শন করি নাই এবং তিনি (এমাম) আবু হানিফার মতানুযায়ী ফৎওয়া দিতেন।"

তারিখে বগ্দাদ,

وكان قد سمع منه شيئا كثيرا ☆

"(এমাম) অকি তাঁহার (এমাম আজমের) নিকট বহু বিষয় শ্রবণ করিয়াছিলেন।"

জামেয়োল-এল্ম;-

قال ابو عمرو كان قد سمع منه حديثا كثيرا ☆

"(এমাম) আঁবু আমর (এবনে আব্দুলবার) বলিয়াছেন, (এমাম) অকি তাঁহার (এমাম আজমের) নিকট বহু হাদিস শ্রবণ করিয়াছিলেন।"

ইহাতে প্রমাণিত হইল যে, খয়রাতোল-হেসান' লিখিত এমাম অকির কথাগুলি সত্য, ইহা হানাফিদিগের রচিত কথা নহে।

একজন লোক এমাম আজমকে ভ্রমকারী বলায় এমাম অকি তাহাকে তিরস্কার করেন এবং চতুষ্পদ বলিয়াছেন। ইহা যদি অদ্ভুত আজগবী কথা হয়, তবে লেখক নিম্নোক্ত কথাকে কি বলিবেন?

তহ্জিত্তহ্ জিব, ৯ম খণ্ড, ৩০ পৃষ্ঠা;-

وقال ابو زرعة الرازى ما عند الشافعى حديث غلط فيه ☆

"(এমাম) আবু জোরয়া রাজি বলিয়াছেন, (এমাম) শাফিয়ির এমন কোন হাদিস নাই যাহাতে তিনি ভ্রম করিয়াছেন।"

وقال ابوداؤد ليس للشافعى حديث اخطأ فيه ☆

"(এমাম) আবু দাউদ বলিয়াছেন (এমাম) শাফিয়ির নিকট এমন কোন হাদিস নাই যাহাতে তিনি ভ্রম করিয়াছেন।

وقال الزعفرانى ما رأيته لحن قط☆

"(এমাম) জা'ফেরানি বলিয়াছেন, আমি উক্ত এমামকে কখনও ভ্রম করিতে দর্শন করি নাই।"

এখন দেখি, অগাধ বিদ্যাধারী লেখক উক্ত এমামগণকে এমাম শাফিয়ির অভ্রান্ত হওয়ার ধারণা করায় কি আখ্যা প্রদান করেন?

লেখকের দল ছয়খণ্ড গ্রন্থকে সহিহ্ (নির্ভূল) আখ্যা প্রদান করিয়াছেন, উক্ত ছয়খণ্ড গ্রন্থে কি ভ্রান্তিমূলক হাদিস নাই? আরও তাঁহারা এমাম বোখারি ও মোসলেমের লিখিত হাদিসগুলি আকাশের অহির তুল্য জ্ঞানকরেন, উক্ত গ্রন্থদ্বয়ে কত বেদাতি দলের বা কত বিপরীত বিপরীত হাদিস আছে, তাঁহাদের একজন যে হাদিসটী সহিহ্ বলিয়াছেন, অপরে তাহা জইফ বলিয়াছেন, অন্যান্য এমামগণ তাঁহাদের কতক সংখ্যক হাদিসকে জইফ বলিয়াছেন, ইহা সত্ত্বেও লেখকের দল বিনা বিচারে চক্ষু বন্ধ করিয়া গ্রন্থাবলীর সমস্ত হাদিসকে নির্ভূল ও উক্ত এমামগণকে অভ্রান্ত ধারণা করিয়া থাকেন, ইহাতে যদি আপনারা দোষী না হন, তবে এমাম অকি কেন দোষী হইবেন?

ছেয়ানত, ৬৫ পৃষ্ঠা;-

"এমাম আওজায়ি সাহেব কখনও ইহা বলেন নাই, ইনি ত এমাম সাহেবর সহিত রফাইয়াদায়েনের মস্‌লা লইয়া তর্ক যুদ্ধ করিয়াছেন।"

উত্তর।

সত্য বটে এমাম আওজায়ি এমাম আজমের সহিত তর্ক করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি এই তর্কে নিরুত্তর হইয়াছিলেন।

মানাকেবে মোয়াফ্যেক, ১৩১ পৃষ্ঠা;-

"(এমাম) সুফ্ ইয়ান বেনে ওয়ায়না বলিয়াছেন, (এমাম) আবু হানিফা ও

(এমাম) আওজায়ি গম বিক্রেতাদের গৃহে সমবেত হইয়াছিলেন, (এমাম) আওজায়ি (এমাম) আবু হানিফাকে বলিলেন, আপনাদের অবস্থা কি হইয়াছে যে, আপনারা রুকুর সময় ও রুকু হইতে উঠিবার সময় হস্ত উত্তোলন (রফাইয়াদাএন) করেন না? তচ্ছ্রবণে (এমাম) আবু হানিফা (র) বলিলেন, এজন্য যে,(হজরত) রসুলে খোদা (সাঃ) হইতে তদ্বিষয়ে কিছু সহিহ্ হয় নাই? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, কিরূপে সহিহ্ হয় নাই? নিশ্চয় জুহ্রি আমার নিকট সালেম হইতে, (তিনি) তাঁহার পিতা হইতে, (তিনি) রসুলে খোদা (সাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নিশ্চয় তিনি (হজরত) নামাজ আরম্ভ করা কালে, রুকু করা কালে এবং রুকু হইতে উত্থিত হওয়া কালে হস্তদ্বয় উত্তোলন করিতেন। এতচ্ছ্রবণে (এমাম) আবু হানিফা (র) তাঁহাকে বলিলেন, হাম্মাদ আমাদিগকে এবরাহিম হইতে, (তাঁহারা) আবদুল্লাহ বেনে মসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নিশ্চয় রসুলে খোদা (সাঃ) নামাজ আরম্ভ করার সময় ব্যতীত হস্তদ্বয় উত্তোলন করিতেন না এবং অন্য কোন স্থলে উহা করিতেন না। ইহাতে এমাম আওজায়ি বলেন, আমি জুহরি, সালেম ও তাঁহার পিতা হইতে হজরতের হাদিস উল্লেখ করিতেছি এবং আপনি হাম্মদ ও এবরাহিম হইতে হাদিস বর্ণনা করিতেছেন। (এমাম) আবু হানিফা্ তাঁহাকে বলিলেন, হাম্মাদ বেনে আবি সোলায়মান, জুহরি অপেক্ষা অধিকতর ফেক্হ তত্ত্বজ্ঞ, এবরাহিম, সালেম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ফেক্হ, যদিও (হজরত) এবনে ওমার (রা) সাহাবা শ্রেণীভুক্ত হওয়ার গৌরব লাভকরিয়াছেন, তথাচ আলকামা ফেক্হ তত্ত্বে তাঁহা অপেক্ষা কম নহেন। আসওয়াদ বহু গুণে গুণান্বিত, আবদুল্লাহ (এবনে মসউদ) ত আবদুল্লাহ, তৎশ্রবণে আওজায়ি নিরুত্তর হইলেন।"

মোখ্ তাসার তারিখে খতিব ;-

"(এমাম) সোমায়রি সনদ সহ বর্ণনা করিয়াছেন, আব্দুল্লাহ বেনে মোবারোক বলিয়াছেন আমি শাম দেশে (এমাম) আওজায়ির নিকট উপস্থিত হইয়া বেরুতে তাহার সহিতসাক্ষাৎ করিলাম তৎপর তিনি বলিলেন, কুফাতে আবু হানিফা নামীয় একজন নব মতধারী কি বাহির হইয়াছেন? তৎশ্রবণে আমি আমার বাসস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম এবং তিন দিবসে তাহার কতক মসলা্ বহির করিয়া তৃতীয় দিবসে তাহার নিকট উপস্থিত হইলাম, তিনি তাহাদের মস্জিদের এমাম ও আজানদাতা ছিলেন, আমি তাঁহার নিকট উহা প্রদান করিলাম, তিনি একটী মস্লা দর্শন করিলেন আমি উহাতে লিখিয়াছিলাম, নো'মান বেনে সাবেত বলিয়াছেন। আজান দেওয়ার পরে তিনি যতক্ষণ না উহার প্রথমাংশ পাঠ করিলেন, ততক্ষণ দণ্ডায়মান থাকিলেন, তৎপরে একামত দেওয়ার পরে নামাজ পাঠ করিয়া সমস্ত পুস্তকখানি পাঠ করিলেন, এবং

বলিলেন নো'মান কে? আমি বলিলাম, (ইনিই) আবু হানিফা যাহার সমালোচনা আপনিই করিয়াছেন। তৎপরে আমরা মক্কাশরিফে (এমাম আজেমের সহিত) সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম, আমি (এমাম) আওজায়িকে উক্ত মস্‌লা সমূহে (এমাম) আবু হানিফার সমর্থন করিতে দর্শন করিয়াছিলাম, তদপেক্ষা অধিকতর ব্যাখ্যা তাঁহার সমক্ষে প্রকাশ করিলেন। যে সময় আমরা (তাঁহার নিকট হইতে) পৃথক হইলাম, আমি (এমাম) আওজায়িকে বলিলাম আপনি তাঁহাকে কিরূপে দর্শন করিলেন? তিনি বলিলেন আমি তাঁহার জ্ঞান ও বিদ্যার আধিক্য হেতু উক্ত ব্যক্তির উপর ঈর্যান্বিত হইয়াছি, খোদার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি, নিশ্চয় আমি স্পষ্ট ভ্রমে পতিত হইয়াছিলাম, আপনি তাহার সঙ্গলাভ করা কর্ত্তব্য বুঝুন ; কেননা আমি তাঁহার বিষয়ে যেরূপ অবগত হইয়াছিলাম, ইনি তাহা হইতে স্বতন্ত্র।

উপরোক্ত প্রমাণে খয়রাতোল-হেসান গ্রন্থের লিখিত এমাম আওজায়ির পরিতাপ সত্য এবং লেখক সাহেবের দাবি বাতিল প্রমাণিত হইল।

ছেয়নত, ৬৬ পৃষ্ঠা;-

"আর কাঠের খুঁটিকে স্বর্ণময় প্রমাণ করা কি প্রবীণের কার্য্য ইহাত একটী অদ্বিতীয় বাক্ চতুরের বাক্ চাতুরী, এবং কাঠের খুঁটিকে সোণার বলিয়া প্রমাণ করিলে কি তাহা সোনার হইয়া যায়? তাহা ত হয় না, যে কাঠ সেই কাঠ থাকিয়া যায়, এইরূপ এমাম সাহেবও হানাফীদের অনেক মস্‌লা তাঁহাদের মতে প্রবল দলীল সঙ্গত ও অভ্রান্ত হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে তাহার ন্যায় দলীলের বিপরীত এবং ভ্রান্তিময় হইয়া থাকে।"

উত্তর।

এবনে খালকান খতিবের ইতিহাস হইতে বর্ণনা করিয়াছেন; "এমাম শাফিয়ি বলেন, এমাম মালেককে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, আপনি কি (এমাম) আবু হানিফাকে দেখিয়াছেন? তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, হাঁ, এরূপ ব্যক্তিকে দেখিয়াছি যে, যদি তিনি এই স্তম্ভের সম্বন্ধে উহাকে স্বর্ণময় করিতে বাদানুবাদ করিতেন, তবে উহার প্রমাণ পেশ করিতে পারিতেন।"

এমাম মালেক এই কথাটী রূপকভাবে ব্যবহার করিয়াছেন, উক্ত কথার প্রকৃত অর্থ এই যে, তিনি এরূপ বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান ছিলেন যে, অতি জটিল বিষয়ের প্রমাণ

পেশ করিতে পারিতেন।

আরবী ভাষায় এরূপ অনেক শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, যথা, زيد كالاسد "জায়েদ ব্যাঘ্রের তুল্য।" ইহার অর্থ এই জায়েদ মহা বিক্রমশালী। এইরূপ কথায় একজন নরের পশুতে পরিণত হওয়া বুঝা যায় না।

মেশকাতের ৫১৭ পৃষ্ঠা;-

لو رأيته الشمس طالعة☆

"যদি তুমি উক্ত রসুলে খোদা (সাঃ) কে দর্শন করিতে, তবে তুমি সূর্য্য উদয় হইতে দর্শন করিতে।"

ইহাতে হজরতের সৌন্দর্য্যের বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে, তাঁহার সূর্য্য হওয়ার মর্ম্ম গ্রহণ করা হয় নাই। লেখক আরবী ভাষা বুঝিবার এতটুক্ জ্ঞান সঞ্চয় করেন নাই, তিনি আবার কোরআন হাদিস কি বুঝিবেন, উহারাই নাকি মোহাদ্দেস, ধন্য তাঁহাদের বিদ্যা, আব ধন্য তাহাদের বুদ্ধি।

উপরোক্ত কথায় এমাম মালেক এমাম আজমের মহত্ত্ব প্রকাশ করিয়ছেন, তিনি তাঁহার মতকে ভ্রান্তিমূলক বা বাতিল বলিয়া প্রকাশ করেন নাই, কিন্তু বিদ্বেষপরায়ণ ধুরন্ধর অন্যায় ভাবে উহার কুটার্থ প্রকাশ করিয়া সত্যের মস্তকে পদাঘাত করিয়াছেন।

মানাকেবে-মোয়াফ্যেক, ২য় খণ্ড, ৩৩ পৃষ্ঠা;-

كان مالك بن انس كثيرا ما يقول بقول ابى حنيفة و يتفقده وان لم يظهره☆

"(এমাম) মালেক বেনে আনাস যদিও প্রকাশ না করিতেন, তথাচ অনেক সময় (এমাম) আবু হানিফার মতানুযায়ী ফৎওয়া দিতেন এবং অনুসন্ধান লইতেন।"

كان مالك ربما اعتبر بقول ابى حنيفة فى المسائل ☆

"(এমাম) মালেক অনেক সময় মস্‌লা সমূহে (এমাম) আবু হানিফার মতের উপর আস্থা স্থাপন করিতেন।"

محمد بن اسمعيل قال رأيت مالك بن انس قابضا على يد ابى حنيفة يمشيان فلما بلغ المسجد قدم اباحنيفة☆

"মোহাম্মদ বেনে এস্‌মাইল বলিয়াছেন, আমি (এমাম) মালেক বেনে আনাসকে (এমাম) আবু হানিফার হস্থ ধারণ পূর্ব্বক গমণ করিতে দেখিয়াছি যে সময়ে তাঁহারা উভয়ে মস্‌জিদে উপস্থিত হইলেন, (এমাম) আবু হানিফাকে অগ্রে করিয়া চলিলেন।"

আরও উক্ত গ্রন্থ, ২য় খণ্ড, ১৬৪ পৃষ্ঠা;-

"এবনোদ্দারাওয়ার্দি বলিয়াছেন, আমি রসুলে-খোদার মস্‌জিদে এশার নামাজের পরে (এমাম) মালেক ও (এমাম) আবু হানি-ফাকে দর্শন করিয়াছিলাম, তাঁহারা সমালচনা করিতেছিলেন এবং একে অন্যের নিকট শিক্ষা করিতেছিলেন, এমন কি যখন তাঁহাদের একজন আপন গৃহীত মতের প্রতি দৃঢ়সঙ্কল্প হন, তখন অন্যে মৌনাবলম্বন করেন, কেহ কাহার প্রতি দোষারোপ করেন নাই ও একে অন্যকে ভ্রান্ত বলেন নাই, এইরূপ অবস্থায় সমস্ত রাত্রি শেষ হইয়া যায়, এমনকি তঁহারা সেই মজলিসে ফজর পাঠ করেন।"

এমাম মালেক এমাম আজমের প্রশংসা ব্যতীত অন্যার্থে উপরোক্ত কথা প্রকাশ করিতে পারেন কি?

ছেয়নত, ২৬/২৭/৬৬/৬৭ পৃষ্ঠা;-

"এমাম মালেক আবার সুফিয়ান সওরির নিকট হাদিস শিক্ষা করিয়াছিলেন। আবার এমাম মালেক সাহেব আবু হানিফা সাহেবেরও ওস্তাদ। জনাব এমাম মালেক সাহেব জনাব এমাম আবু হানিফা সাহেবর পাকা মোকাল্লেদ ছিলেন না যে তিনি জ্ঞানবৃদ্ধ ও বয়োবৃদ্ধ স্বীয় ওস্তাদ সুফ্ইয়ান সওরিকে অধিক তাজিম না করিয়া আপন শিষ্য এমাম আবু হানিফা সাহেবকে অধিক তাজিম করিবেন। তাজকেরাতেল-হোফ্যাজে আছে "এমাম আবু হানিফাকে (র) এমাম মালেকের সম্মুখে দেখিলাম যেন ছোট ছেলে পিতার সম্মখে (আদবের সহিত) রহিয়াছে।

উত্তর।

যেরূপে এমাম মালেক এমাম সুফ্ ইয়ানের নিকট হাদিস শিক্ষা করিয়াছিলেন, সেইরূপ এমাম সুফ্ইয়ান এমাম মালেকের নিকট হাদিস শিক্ষা করিয়াছিলেন।

এমাম এবনে হাজার 'তহ্জিবোত্তহজিব' গ্রান্থের দশম খণ্ডে (৬ পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন যে, এমাম মালেক এমাম সুফ্ইয়ানের শিক্ষাদাতা।

একমাল ৪০ পৃষ্ঠা;-

قال عبدالرحمن بن مهدى سفيان الثورى امام فى الحديث و ليس بامام فى السنة والاوزاعى امام فى السنة و ليس بامام فى الحديث وما لك بن انس امام فيهما جميعا ☆

"(এমাম) আবদুর রহমান বেনে মেহদি বলিয়াছেন যে, (সুফ্ইয়ান) সওরি হাদিসের এমাম ছিলেন, কিন্তু সুন্নতের , এমাম ছিলেন না। (এমাম) আওজায়ি সুন্নতের এমাম ছিলেন, কিন্তু হাদিসের এমাম ছিলেন না। (এমাম) মালেক বেনে আনাস উভয় বিষয়ের এমাম ছিলেন।"

এমাম জারকানি মোয়াত্তার টীকার প্রথম খণ্ডে (৪ পৃষ্ঠা) লিখিয়াছেন;-

و قدمه ابن حنبل على الثورى☆

"(এমাম আহমদ) বেনে হাম্বাল এমাম মালেককে (সুফ ইয়ান) সওরি অপেক্ষা অধিকতর প্রবীণ বলিয়াছেন।"

আরও ৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, সুফ্ ইয়ান সওরি ও সুফ্ইয়ান বেনে ওয়ায়না এমাম মালেকের নিকট হাদিস শিক্ষা করিয়াছেন।

তহজিবোত্তহজিব, ৬ষ্ট খণ্ড, ২৪১ পৃষ্ঠা;-

و قال احمد بن حنبل دخل الثورى و الا و زاعى على مالك و الا خرجا قال مالك احمدهما اكثر

علما من صاحبه و لا يصلح للامامة و الاخر
يصلح للامامة يعنى الا و زاعى☆

"(এমাম) আহমদ বেনে হাম্বল বলিয়াছেন, (এমাম সুফ্ ইয়ান) সওরি ও আওজায়ি (এমাম) মালেকের নিকট উপস্থিত হইলেন, তৎপরে যে সময় তাঁহারা চলিয়া গেলেন, (এমাম) মালেক বলিলেন, উভয়ের মধ্যে একজন অন্য অপেক্ষা অধিকতর বিদ্বান্ অথচ এমাম হওয়ার উপযুক্ত নহেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি অর্থাৎ (এমাম) আওজায়ি এমাম হওয়ার উপযুক্ত।"

উপরোক্ত প্রমাণে প্রমানিত হইল যে, এমাম মালেক, এমাম সুফ্ ইয়ানের শিক্ষক ছিলেন, এমাম মলেক তাঁহা অপেক্ষা বিদ্যা বুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠতর ছিলেন। বরং এমাম মালেক উক্ত সুফ্ইয়ান সওরিকে এমাম বলিয়া স্বীকার করিতেন না।

একমাল, ৪০ পৃষ্ঠা;-

এমাম মালেক ৯৫ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাজকেরাতোল হোফ্যাজের প্রথম খণ্ড, ১৯৮ পৃষ্ঠায় ও মোয়াত্তার টীকা জরকনির ৫ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, তিনি ৯৩ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন, ইহাই সহিহ্ মত। তাজকেরাতোল হোফ্যাজের প্রথম খণ্ডে (১৯২ পৃষ্ঠায়) ও তহজিবোত্তহ্জিবের, চতুর্থ খণ্ডে (১১৪ পৃষ্ঠায়) লিখিত আছে যে, এমাম সুফ্ইয়ান ৯৭ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, এমাম মালেক এমাম সুফ্ ইয়ান অপেক্ষা অধিকতর বয়োবৃদ্ধ ছিলেন।

এমাম জরকানি 'মোয়াত্তা'র টীকার ৫ পৃষ্ঠায় এমাম আবু হানিফাকে (র) এমাম মালেকের শিক্ষক বলিয়া লিখিত আছে; কিন্তু এমাম আবু হানিফা (র) তাঁহার নিকট হইতে হাদিস গ্রহণ করিবার কথাও লিখিত আছে।

এবনে হাজার খয়রাতোল হেসানের ২৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, যেরূপ এমাম আবু হানিফা, এমাম মালেক ও লাএস হইতে হাদিস গ্রহণ করিয়াছেন, সেইরূপ এমাম মালেক ও লাএস তাঁহা হইতে হাদিস গ্রহণ করিয়াছেন।

আরও ৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, এমাম মালেক, লাএস, আবদুল্লাহ বেনে মোবারক ও মেসয়ার এমাম আজমের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছেন।

এমাম এবনে আবদুল বার 'জামেয়োল-এল্‌ম' গ্রন্থে লিখিয়াছেন;-

ابو حنيفة روى عنه الثورى وابن المبارك و حماد بن
زيد و هشام و وكيع الخ☆

"(এমাম) (সুফ্ইয়ান) সওরি, আবদুল্লাহ বেনে মোবারক হাম্বাদ বেনে জায়েদ, হেশাম ও অকি (এমাম) আবু হানিফা হইতে হাদিস গ্রহণ করিয়াছেন।"

আল্লামা এবনে হাজার 'কালায়েদে-একইয়ান' গ্রন্থে লিখিয়াছেন;-

قال سفيان الثورى كنابين يدى ابى حنيفةؒ كالعصافير بين يدى البازى وان ابا حنيفة لسيد العلماء☆

"(এমাম) সুফইয়ান সওরি বলিয়াছেন, আমরা (এমাম) আবু হানিফার নিকট এরূপ অবস্থায় থাকিতাম যেরূপ চড়ুই পক্ষী বাজ পক্ষীর নিকট থাকে এবং নিশ্চয় আবু হানিফা বিদ্বানকুলের শিরোভূষণ।"

খতিব বগদাদি ইতিহাসে লিখিয়াছেন, মোহাম্মদ বেনে বেশর বলিয়াছেন, সুফইয়ান সওরি এমাম আবু হানিফাকে জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ফকিহ বলিয়াছেন।

আরও ইতঃপূর্ব্বে মিজান শা'রানি হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, সুফইয়ান এমাম আবু হানিফার হস্ত ও উরু চুম্বন করিয়া তাঁহাকে বিদ্বান্‌কুলের নেতা বলিয়াছেন।

আরও তহজিবোল আসমা হইতে প্রমাণিত হইয়াছে যে, সুফইয়ান এমাম আজমের সম্মানের জন্য দণ্ডায়মাণ হইয়াছিলেন এবং তাঁহার সাক্ষাতে আদবের সহিত উপবেশন করিয়াছিলেন।

মূলকথা এই যে, এমাম সুফইয়ান অপেক্ষা এমাম আজম এমাম মালেকের নিকট অধিকতর সম্মানের পাত্র ছিলেন বলিয়া তিনি আপন শিষ্য সুফ্ইয়ান অপেক্ষা বিদ্যা, বুদ্ধি ও বয়সে প্রবীণ আপন শিক্ষক এমাম আজমের অধিকতর সম্মান করিয়াছিলেন। যদিও এমাম মালেককে সুফ্ইয়ান সওরির শিষ্য ধরা হয়, তবুও এমাম আবু হানিফা সুফ্ইয়ানের পরম পূজনীয় শিক্ষক ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে আরও অধিকতর সম্মান করা এমাম মালেকের কর্ত্তব্য কার্য্য হইয়াছে। নিজে এমাম সুফইয়ান যখন এমাম আজমের সাক্ষাতে আদবের সহিত উপবেশন করেন, তখন এমাম মালেক কেন ঐরূপ সমাদর করিবেন না?

এমাম আজম ও এমাম মালেকের মধ্যে যে পিতা পুত্রের তুলনা দেওয়া হইয়াছে, ইহার অর্থ এই যে, পিতা পুত্রের মধ্যে যেরূপ প্রগাঢ় প্রেম হইয়া থাকে, সেইরূপ তাঁহাদের মধ্যে প্রগাঢ় প্রেম ছিল এবং এমাম আজম স্বীয় সদ্‌গুণ অনুযায়ী নম্রতা প্রকাশ করিতেন। পক্ষান্তরে এমাম মালেক তাঁহার যথোচিত সম্মান প্রকাশ করিতেন, ইহাই সাধুদিগের লক্ষণ, কিন্তু পরনিন্দুক লেখক তিলকে তাল করিতে এবং এক ভাবকে অন্য ভাবে প্রকাশ করিতে অতি চতুর।

ছেয়ানত, ৬৮ পৃষ্ঠা;-

"এমাম আবু হানিফা সাহেব (র) যে বৎসর বগদাদে পরলোক গমণ করেন, সেই বৎসর এমাম শাফিয়ি ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন, সুতরং তিনি কেমন করিয়া বলিলেন, আমি আবু হানিফা সাহেব অপেক্ষা ফকিহ্ কাহাকেও দেখি নাই।"

উত্তর।

হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) আবরাহা ও তদনুচরবর্গের অবস্থা দর্শন করেন নাই, ইহা সত্ত্বেও খোদাতালা বলিতেছেন, (হে মোহাম্মাদ) তোমার প্রতিপালক হস্তী-স্বামীদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা তুমি কি দেখ নাই? ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ترى শব্দ رؤيت ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, উহার অর্থ অন্তর চক্ষে দর্শন করাও হইয়া থাকে। এক্ষেত্রে উহার প্রকৃত মর্ম্ম এই;-তুমি কি হস্তি স্বামীদের অবস্থা অবগত হও নাই? এইরূপ এমাম শাফিয়ি (র) যদিও এমাম আজমকে দর্শন করেন নাই, তথাচ তাঁহার প্রকাশিত কোর-আন হাদিস তত্ত্ব অথবা ফেক্হ তত্ত্ব তাঁহার শিষ্য এমাম অকি, আবদুর রাজ্জাক, আবদুল্লাহ্ বেনে মোবারক, এজিদ বেনে হারুণ, এহ্ইয়া বেনে সইদ কাত্তান, আবু ইউসফ, মোহাম্মাদ (র) কর্ত্তৃক অবগত হইয়াছিলেন, এই হেতু তিনি বলিয়াছিলেন যে, আমি (এমাম) আবু হানিফা অপেক্ষা অধিকতর কোরআন হাদিস তত্ত্বজ্ঞ কাহাকেও জানিনা।

এমাম আজম ফেকহ আক্বর, আলেম ও মোতায়াল্লেম ইত্যাদি গ্রন্থে লিখিয়াছেন, তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহার মত স্বীয় কেতাবে সন্নি বেশিত করিয়াছেন, এমাম শাফিয়ি তৎসমস্ত দেখিয়া তাঁহার সুখ্যাতি করিয়াছেন।

এইরূপ দাবি যে, এমাম শাফিয়ি অজ্ঞাত ভাবে জনশ্রুতির বশে এমাম আবু হানিফার প্রশংসা করিয়া থাকিবেন, তৎপরে উহা পাঠান্তে নগন্য ধারণায় তাঁহার নিন্দাবাদ করিয়াছেন, ইহা কেবল বিশ্ব নিন্দুক লেখকের কুকল্পনা মাত্র অথবা একচেটিয়া সম্পত্তি। যদি কোন পণ্ডিত বলেন যে, যাহারা এমাম বোখারির প্রশংসা করিয়াছেন, তাঁহারা মিথ্যা জনশ্রুতি বশতঃ ঐরূপ করিয়া থাকিবেন, তৎপরে এমাম বোখারির কুমতগুলি অবগত হইয়া আর তাঁহার প্রশংসা করেন নাই, কাজেই তাঁহাদের পূর্ব্ব প্রশংসাগুলি ধর্ত্তব্য নহে, দেখি লেখক ইহার কি উত্তর দেন।

ছেয়ানত, ৬৮ পৃষ্ঠা;

এনসাফ ২৮ পৃষ্ঠা, এমাম শাফিয়ি সাহেব এমাম আবু হানিফা সাহেবের প্রধান শিষ্য এমাম মোহাম্মদের নিকট উপস্থিত হইয়া কয়েক মস্‌লায় তাঁহার সহিত তর্ক যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, এমাম মোহাম্মদ সাহেব তাঁহার কথায় উত্তর দিতে অসমর্থ হইয়া বাক্ রহিত হইলেন।"

উত্তর।

শাহ অলি উল্লাহ্ সাহেব এই কথাটীর সনদ পেশ করিয়াছেন কি? ইহার কোন ধারাবাহিক সহিহ্ সনদ আছে কি?

শাহ্ আলি উল্লাহ্ সাহেব এই গল্পটী কোন্ শিক্ষকের মুখে শুনিলেন? উক্ত শিক্ষক কাহার মুখে শুনিয়াছেন? তিনিই বা কাহার মুখে শুনিয়াছেন? এইরূপ এমাম শাফিয়ি পর্য্যন্ত রাবিদের নাম কি? তাঁহারা ধর্ম্মিক, স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন ছিলেন কি না? যতক্ষণ লেখক ইহার প্রমাণ করিতে না পারেন, ততক্ষণ তাহার ৫৭/৮৭/৯২/৯৪/৯৫/৯৬ পৃষ্ঠায় লিখিত দাবি অনুসারে উক্ত গল্প অমূলক ধর্ত্তব্য হইবে। দ্বিতীয় শাহ্ অলি উল্লাহ্ সাহেব এনসাফ গ্রন্থের ২৮ পৃষ্ঠায় উপরোক্ত ঘটনাটী এই ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন, এমাম শাফিয়ি এমাম মোহাম্মদের নিকট উপস্থিত হইলেন, ইনি মদিনাবাসীদের উপর দোষারোপ করিতেছিলেন, যেহেতু তাহারা একজন সাক্ষী ও শপথ লইয়া বিচার মীমাংসা করিয়া থাকেন এবং বলিতেছিলেন যে, ইহা কোরআনের (হুকুমের) অতিরিক্ত, (কেন না কোরআন শরিফে দুইজন সাক্ষী লইয়া বিচার মীমাংসা করার হুকুম নির্দ্ধারিত হইয়াছে) তচ্ছ্রবণে (এমাম) শাফিয়ি বলিলেন, আপনাদের মতে কি স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, খবরে ওয়াহেদ (কতিপয় নির্দ্দিষ্ট লোক কর্ত্তৃক উল্লিখিত হাদিস) দ্বারা কোরআন শরিফের হুকুম অতিক্রম করা যায় না? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, হাঁ (কোরআনের হুকুমের উপর হাদিসের হুকুমকে বলবৎ করা সিদ্ধ নহে।) এমাম শাফিয়ি বলিলেন, উত্তরাধিকারীর জন্য অসিয়ত করা আবশ্যক, ইহা কোরআন শরিফের হুকুম, আর হাদিসে আছে যে, উত্তরাধিকারীর জন্য অসিয়ত সিদ্ধ নহে, এক্ষণে আপনি হাদিসের হুকুমকে কোরআন শরিফের হুকুমের উপর বলবৎ করিয়া কিজন্য উত্তরাধিকারীর জন্য অসিয়ত করা অসিদ্ধ বলেন? ইহাতে এমাম মোহাম্মদ নিরুত্তর হইলেন।"

পাঠক, এমাম শাফিয়ির কথার উত্তর এই যে, উত্তরাধিকারীর জন্য প্রথম অবস্থায় ফারাএজি কোন অংশ ছিল না, সেই সময় উত্তরাধিকারীকে অসিয়ত সূত্রে

কিছু দান করার ব্যবস্থা হইয়াছিল, তৎপরে কোরআন শরিফে ফারাএজি অংশ প্রাপ্তির হুকুম অবতীর্ণ হয়; কাজেই কোরআন শরিফের এক হুকুম অন্য হুকুমকে রদ করিয়াছেন, কেবল হাদিসের দ্বারা উহা রদ হয় নাই। যে প্রশ্নের উত্তর সামান্য একজন বিদ্বান প্রদান করিতে সক্ষম, এমাম মোহাম্মদের ন্যায় প্রবীণ বিদ্বান্ এইরূপ প্রশ্নের উত্তর প্রদানে অক্ষম হইলেন, ইহা কি আজগবী গল্প নহে?

তৃতীয় এমাম তাজদ্দিন সুবকি 'তাবাকাতে-কোবরা' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে (২২০ পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন, কথিত আছে যে, (এমাম) আহমদ (এমাম) শাফিয়ির সহিত বেনামাজির সম্বন্ধে তর্ক করিয়াছিলেন, (এমাম) শাফিয়ি তাঁহাকে বলিলেন, (এমাম) আহমদ, আপনি কি বলেন যে, বেনামাজি কাফের হইবে? তিনি বলিলেন, হাঁ। (এমাম) শাফিয়ি বলিলেন, যদি বেনামাজি কাফের হয়, তবে কিসে মোসলমান হইবে? (এমাম) আহমদ বলিলেন, কলেমা পাঠ করিলে, (মোসলমান হইবে)। এমাম শাফিয়ি বলিলেন, উক্ত ব্যক্তি সর্ব্বদা এই কলেমা পাঠ করিয়া থাকে, উহা ত্যাগ করে নাই। এমাম আহমদ বলিলেন, নামাজ পাঠ করিলে, মোসলমাণ হইবে। এমাম শাফিয়ি বলিলেন, কাফেরের নামাজ সহিহ্ (সিদ্ধ) হয় না এবং তদ্বারা ইস্‌লামের হুকুম দেওয়া যায় না। এমাম আহমদ নির্ব্বাক্ ও নিস্তব্ধ হইলেন।"

পাঠক, উপরোক্ত ঘটনায় এমাম আহমদ এমাম শাফিয়ির নিকট তর্কে পরাস্থ হইলেন। মজহাব বিদ্বেষীদল এমাম আহমদকে আহলে হাদিস দলের নেতা বলিয়া দাবি করিয়া থাকেন, সেই এমাম আহমদ এমাম শফিয়ির তর্কে পরাস্থ হওয়ায় আহলে হাদিস দলের বেনামাজীর কাফের হওয়ার মজহাব ভ্রান্তিমূলক ও বাতীল প্রমাণিত হইবে কি না?

চতুর্থ উক্ত এমাম সুবকি 'তাবাকাতে-কোবরা' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে (২৩৭ পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন, "(এমাম) ইস্‌হাক বেনে রাহওয়ায়হে (এমাম) শাফিয়ির সহিত (এমাম) আহমদের উপস্থিতিতে দাবাগাত কৃত (মসল্লা দ্বারা পরিষ্কৃত) মৃত চর্ম্ম সম্বন্ধে তর্ককরিয়াছিলেন, তদুত্তরে এমাম শাফিয়ি বলিলেন, উহা দাবাগত করিলে, পবিত্র হইয়া যায়। তচ্ছ্রবণে (এমাম) ইস্‌হাক বলিলেন, ইহার প্রমাণ কি? (এমাম) শাফিয়ি বলিলেন, হজরত ময়মুনা বর্ণিত হাদিসে আছে যে, (হজরত) নবি (সাঃ) একটী মৃত ছাগলের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, তোমরা কেন উহার চর্ম্ম ব্যবহার করিলে না? তচ্ছ্রবণে (এমাম) ইস্‌হাক বলিলেন, এবনে ওকায়ামের হাদিসে আছে যে, হজরত রসুলে খোদা (সাঃ) ইহজগত ত্যাগ করার একমাস পূর্ব্বে আমাদের নিকট পত্র লিখিয়াছিলেন যে, তোমরা মৃতের চর্ম্ম ব্যবহার করিও না, ইহা হজরতের এন্তেকালের একমাস পূর্ব্বের হাদিস হওয়ায় সঙ্গত মতে ময়মূনার হাদিসকে মনসুখ

করিয়াছে। (এমাম) শাফিয়ি বলিলেন, ইহা পত্র এবং উহা স্বকর্ণে শ্রবণ করা (কথা)। ইহাতে (এমাম) ইস্‌হাক বলিলেন, নিশ্চয় নবি (সাঃ) কেস্‌রা ও কয়সরের নিকট পত্র লিখিয়াছিলেন, এই পত্র খোদার নিকট তাহাদের বিপক্ষে প্রমাণ ছিল। তখন (এমাম) শাফিয়ি নির্ব্বাক হইলেন।''

পাঠক, এমাম শাফিয়ি স্বয়ং এমাম ইস্‌হাকের তর্কে পরাস্ত হইয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহার মজহাব বাতীল হইবে কিনা, তাহা লেখক প্রবরকে জিজ্ঞাস্য।

পঞ্চম, লেখক শাহ্ সাহেবের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাঁহার অন্যান্য কথা মান্য করিবেন কি?

তিনি 'এনসাফ গ্রন্থের ৫৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;-

"দুইশত হিজরীর পরে নিদ্দিষ্ট মোজতাহেদগণের মজহাব গ্রহণ করা প্রকাশিত হইয়াছে, এরূপ অতি অল্প লোক ছিল যে কোন নির্দ্দিষ্ট মোজতাহেদের মজহাবের প্রতি আস্থা স্থাপন করিত না, ঐ সময়ে উহা (নির্দ্দিষ্ট এমামের মজহাব গ্রহণ করা) ওয়াজেব হইয়াছে।''

অরও ৬৩ পৃষ্ঠা;-

"মূল কথা এই যে, এমামগণের মজহাবালম্বন করা এক গুপ্ত ভেদ যাহা খোদাতায়ালা বিদ্বান্‌গণের প্রতি এলহাম করিয়াছেন এবং তাহারা (ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব) অবগত হইয়া থাকেন, খোদাতায়ালা তাঁহাদিগকে এই কার্য্যে একতা সূত্রে আবদ্ধ করিয়াছেন।''

আরও ৭০ পৃষ্ঠা;-

"প্রাচীন মহাত্মারা হাদিস লিপিবদ্ধ করিতেন না, তৎপরে বর্ত্তমান সময়ে হাদিস লিপিবদ্ধ করা ওয়াজেব হইয়াছে; যেহেতু এই গ্রন্থাবলী অবগত হওয়া ব্যতীত হাদিস বর্ণনার অন্য পথ নাই। প্রাচীন বিদ্বানেরা নহো (আরবী ব্যাকরণ) ও আরবী অভিধান (শিক্ষায়) সংলিপ্ত হইতেন না এবং তাঁহাদের ভাষা আরবী ছিল, এই হেতু উক্ত বিষয় গুলি তাঁহাদের আবশ্যক হইত না, তৎপরে বর্ত্তমাণ কালে প্রাচীন আরবদিগের সময় বহু দিবস গত হওয়ায় আরব অভিধান অবগত হওয়া ওয়াজেব হইয়াছে, নিশ্চয় আমাদের উল্লিখিত বিষয়ের বহু নজির আছে। ইহার উপর নির্দ্দিষ্ট এমামের মজহাব অবলম্বন করা ওয়াজেব হওয়ার বিষয় অনুমান করা কর্ত্তব্য।''

উক্ত শাহ্ সাহেব 'এক্‌দোল-জিদ' গ্রন্থের ৩১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;-

"এই চারি মজহাব অবলম্বন করার তাকিদ এবং উহা ত্যাগ করার কঠিন নিষেধ। তুমি অবগত হও যে, নিশ্চয় এই চারি মজহাব অবলম্বন করাতে মহা কল্যাণ হয় এবং তৎসমুদয় হইতে বিমুখ হওয়াতে মহা অনিষ্ট হয়।'' তৎপরে তিনটী প্রমাণ

দ্বারা উহা সপ্রমাণ করিয়াছেন। লেখক শাহ্ সাহেবের এই কথাগুলি মান্য করিয়া থাকেন কি?

ছেয়নত, ৬৮/১০৯ পৃষ্ঠা;-

"এমাম শাফিয়ি সাহেব হানাফী সাহেবগণকে ধোকাবাজ ফোররুখ কলুর সহিত এবং তাঁহাদের ফেকার কেতাবগুলিকে তাহার ধোকাপূর্ণ তৈল মোশকের সহিত তুলনা দিতেছেন যাহার পৃথক পৃথক নল হইতে একই তৈল বাহির করিয়া ভিন্ন ভিন্ন তৈল বলিয়া প্রকাশ করিত।"

উত্তর।

এমাম সুবকির 'তাবাকাতে-কোবরা' গ্রন্থের ২৫৩/২৫৪ পৃষ্ঠায় এই গল্পটী আবু আলি কারাবিসি হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে, কিন্তু এমাম সুবকি উক্ত কারাবিসির কয়েক শতাব্দী পরে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তিনি কোন্ শিক্ষকের নিকট ইহা শ্রবণ করিয়াছেন, উক্ত শিক্ষক কাহার নিকট শ্রবণ করিয়াছেন, এইরূপ এমাম সুবকি হইতে আবু আলি কারাবাসি পর্য্যন্ত ধারাবাহিক (মোত্তাসেল) সহিহ্ সনদ কি? মধ্যবর্ত্তী রাবিদিগের নামগুলি কি? তাঁহারা ধর্ম্মিক, স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন ও উপযুক্ত ছিলেন কিনা? যতক্ষণ লেখক এইরূপ সহিহ্ সনদ বর্ণনা করিতে না পারেন, ততক্ষণ তাঁহার ৫৭/৮৭/৯২/৯৪/৯৫/৯৬ পৃষ্ঠায় লিখিত দাবি অনুসারে উক্ত গল্পটী অমূলকপ্রমাণিত হইবে। এইরূপ বাতীল গল্প আজগবী কথা ব্যতীত আর কি হইবে?

দ্বিতীয় এই যে, ইহার বর্ণনাকারী শ্রেণীর মাধ্যে একজনার নাম আবু আলি কারাবিসি। এমাম সুবকি উক্ত 'তবাকাতে-কোবরা' গ্রন্থের ২৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;-

هذه بدعة "ইহা (আবু আলি কারাবিসির এই মত) বেদাত।"

এস্থলে এমাম আহমদ তাঁহাকে বেদাতি বলিয়াছেন।

আরও লিখিয়াছেন;-

ان احمد بن حنبل يتكلم فيه بسبب مسئلة اللفظ

وهو ايضا كان يتكلم فى احمد فتجنب الناس الاخذ

عنه لهذ السبب☆

"নিশ্চয় (এমাম) আহমদ বেনে হাম্বল (র) কোরআন পাঠের মস্‌লা সম্বন্ধে তাঁহার (আবু আলি কারাবিসির) প্রতি দোষারোপ করিতেন এবং তিনিও (এমাম) আহমদের (র) প্রতি দোষারোপ করিতেন এজন্য লোকে তাঁহার নিকট শিক্ষা করিতে বিরত হইলেন।"

পাঠক, এইরূপ বেদাতি ও দোষান্বিত লোকের বর্ণিত গল্প কিছুতেই সত্য হইতে পারে না।

তৃতীয় উক্ত গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে (২৫৩ পৃষ্ঠায়) উক্ত গল্প বর্ণনা স্থলে লিখিত আছে যে, কামালের কন্যা জয়নব এই গল্পটী বর্ণনা করিয়াছে, একজন অজ্ঞাত অবস্থার বোধহীনা স্ত্রীলোকের কথার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা বুদ্ধিমান লোকের কার্য্য নহে, এইরূপ ভিত্তিহীন গল্প কি উল্লেখ করার যোগ্য হইতে পারে?

চতুর্থ উক্ত গল্প বর্ণনায় যে রাবিদের নাম উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে আহমদ বেনে মোহাম্মদ লাব্বান, আবু আলি হাসান বেনে আহমদ হাদ্দাদ, ওবাএদ বেনে খালাফ প্রভৃতি কয়েকজন অপরিচিত অবস্থার লোকের নামোল্লেখ আছে, এইরূপ সনদ কখনও সহিহ্ হইতে পারে না, নিশ্চয় ইহা বাতীল গল্প।

পঞ্চম, এমাম সাময়ানি 'কেতাবোল-আনসাব' গ্রন্থের ৩৪২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;-

روى عنه الشافعي - قال الشافعي ما رأيت (سمينا) اخف روحا من محمد بن الحسن و ما رأيت افصح منه كنت اذا رأيته يقرأ كان القرآن نزل بلغته وروى عن الشافعي ان رجلا سأله عن مسئلة فاجابه فقال له لرجل يا عبد الله خالفك الفقهاء فقال له الشافعي وهل رأيت فقيها قط الهم الا ان يكون رأيت محمد بن الحسن فانه كان يملاء العين والقلب☆

''(এমাম) শাফিয়ি (এমাম) মোহাম্মদের নিকট হাদিস শিক্ষা করিয়াছিলেন।(এমাম) শাফিয়ি বলিয়াছেন, আমি কোন হৃষ্টপুষ্ট লোককে (এমাম) মোহাম্মদ বেনে হাসান অপেক্ষা অধিকতর উদার চেতা দর্শন করি নাই এবং তাঁহা অপেক্ষা অধিকতর শুদ্ধ ও প্রাঞ্জল ভাষাভাষী দর্শন করি নাই। যে সময় আমি তাঁহাকে কোরআন পাঠ করিতে দেখিতাম, (তখন বোধ হইত) যেন কোরআন শরিফ তাঁহার ভাষায় অবতীর্ণ হইয়াছে।

আরও (এমাম) শাফিয়ি হইতে উল্লিখিত আছে যে, নিশ্চয় এক ব্যক্তি তাঁহার নিকট একটী মস্‌লা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, ইহাতে তিনি তাহার উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন, তচ্ছ্র বণে উক্ত ব্যক্তি তাঁহাকে বলিয়াছিল, আবদুল্লাহ, ফকিহ্‌গণ আপনার বিপরীত মতাবলম্বন করিয়াছেন, তদুত্তরে (এমাম) শাফিয়ি তাঁহাকে বলিলেন, তুমি কি কখন কোন ফকিহ্‌কে দেখিয়াছ? হাঁ, কিন্তু (যদি) তুমি (এমাম) মোহাম্মদ বেনে হাসানকে দেখিয়া থাক,(তবে ফকিহ্‌কে দেখিয়াছ); কেন না তিনি চক্ষু ও হৃদয়কে উদ্ভাসিত করিতেন।

এমাম নাবাবি 'তহজিবোল আসমা গ্রন্থের ১০৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন:-

و عنه ما رأيت اعقل من محمد بن الحسن و عنه قال ما رأيت مبدنا قط اذكى من محمد بن الحسن وكان محمد بن الحسن اذا اخذ في المسئلة كانه قرآن ينزل لايقدم حرفا ولايؤخره وكان محمد بن الحسن يملأ العين و القلب و حملت عن محمد ابن الحسن و قرى بختي كتبا ☆

(এমাম শাফিয়ি বলিয়াছেন, আমি (এমাম) মোহাম্মদ বেনে হাসন অপেক্ষা অধিকতর জ্ঞানী দর্শন করি নাই। আমি কখনও কোন হৃষ্টপুষ্ট ব্যক্তিকে (এমাম) মোহাম্মদ বেনে হাসান অপেক্ষা অধিকতর ধী শক্তিসম্পন্ন দর্শন করি নাই। যে সময় এমাম মোহাম্মদ বেনে হাসান কোন মস্‌লা-তত্ত্বপ্রকাশ করিতেন, (তখন বোধ হইত) যেন কোরআন অবতীর্ণ হইতেছে, তিনি একটী অক্ষর অগ্র পশচাৎ করিতেন না।

(এমাম) মোহাম্মদ বেনে হাসান চক্ষু ও হৃদয়কে উজ্জল করিতেন। আমি (এমাম) মোহাম্মদ বেনে হাসানের নিকট হইতে একটী উষ্ট্রী বহণ করিতে পারে ইহার দ্বিগুণ কেতাব বহন করিয়া লইয়াছিলাম।

জওয়াহেরে মজিয়া, ৪২ পৃষ্ঠা;-

قال ما رأيت اعلم بكتاب الله من محمد بن الحسن ☆

"(এমাম) শাফিয়ি বলিয়াছেন, আমি (এমাম) মোহাম্মদ বেনে হাসান অপেক্ষা কোরআন শরিফের প্রধানতম বিদ্বান্ দর্শন করি নাই।"

তহজিবোল-আসমা, ৭৬ পৃষ্ঠা;-

قال ابو حسان الرزى ما رأيت محمد بن الحسن يعظم احدا من اهل لعلم تعظيمه للشافعي ☆

"আবু হাসান রাজি বলিয়াছেন, আমি (এমাম) শাফিয়িকে সম্মান করার তুল্য অন্য কোন বিদ্বান্‌কে সম্মান করিতে (এমাম) মোহাম্মদ বেনে হাসানকে দর্শন করি নাই।"

পাঠক, যে এমাম শাফিয়ি এমাম মোহাম্মদের এবম্বিধ প্রশংসা করেন এবং যে এমাম মোহাম্মদ তাঁহার এরূপ সম্মান করেন, তাঁহাদের মধ্যে কি মনোমালিন্য থাকিতে পারে? এবং সেই এমাম শাফিয়ি কি এমাম মোহাম্মদের কেতাবগুলিকে ফরুখ তৈলকারে মশকের সহিত তুলনা দিতে পারেন? নিশ্চয় উহা জালসাজ লোকের রচিত গল্প হইবে।

ষষ্ঠ, যদি উহা সত্য কথা ধরিয়া লওয়া হয়, তবে উহা হিংসাজনক কথা বলিয়া অগ্রাহ্য হইবে, এমাম এবনে হাজার 'লেসানোল-মিজানের' ২০১/ ২০২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,-"সমসাময়িক একজনার কথা অন্যের সম্বন্ধে বিশেষতঃ যখন উহা শত্রুতা, মজহাবি, (বিদ্বেষ) ও হিংসার জন্য কথিত হইয়াছে বলিয়া তোমার নিকট প্রকাশিত হয়, তখন উহা অগ্রাহ্য হইবে। খোদাতায়ালা যাহাকে রক্ষা করিয়াছেন, তদ্ব্যতীত (কেহ উক্ত শত্রুতা, মজহাবি বিদ্বেষ ও হিংসা হইতে) নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হয় নাই।"

উক্ত এমাম সুব্ কি 'তাবাকাতে-কোবরা' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে (১৮৮ পৃষ্ঠায়)

লিখিয়াছেন;-

"প্রাচীন বিদ্বান্‌গণের মধ্যে একে অন্যের প্রতি যে দোষারোপ করিয়াছেন, উহার কতক স্থলে মজহাবি বিদ্বেষ কিম্বা হিংসা (তাঁহাদিগকে) এই কার্য্যে উত্তেজিত করিয়াছে এবং কতকের মূলে এইরূপ (কোরআন ও হাদিসের) অর্থ নির্ণয় ব্যাপার ও এজ তেহাদি মতভেদ রহিয়াছে যে, দোষারোপকারী যাহা দোষ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা দোষ বলিয়া প্রমাণিত হয় না।"

উক্ত প্রমাণে প্রকাশিত হইল যে, এমাম শাফিয়ি মজহাবি বিদ্বেষ মূলক যে সমস্ত কথা এমাম মোহাম্মদের প্রতি প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা একেবারে অগ্রাহ্য।

সপ্তম, উক্ত এমাম সুবকি উক্ত পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,-"(এমাম) এবনে মইন (এমাম) শাফিয়ির প্রতি দোষারোপ করিয়াছেন।"এক্ষণে; মজহাব বিদ্বেষী লেখক এমাম শাফিয়িকে ত্যাগ করিবেন কিনা?

অষ্টম; এমাম শাফিয়ি বলিয়াছেন যে, যে স্থানে ৪০ জন সক্ষম বালেগ পুরুষ না থাকেন, তথায় জোমা ফরজ হইবে না এবং এক শহরে দুইটী জোমা জায়েজ হয় না, এইরূপ এমাম শাফিয়ি সহস্রাধিক মসলায় মজহাব বিদ্বেষী দলের বিপরীত মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহারা তাঁহার এই সমস্ত মত মান্য করিবেন কিনা? তিনি ত এক সময়ে তিন তালাক দিলে, তিন তালাক হওয়ার মতবলম্বন করিয়াছেন, বেনামাজিকে কাফের বলেন না, লেখক এই মস্‌লা দুইটী গ্রহণ করিবেন কিনা? যদি গ্রহণ না করেন, তবে তাঁহার উল্লিখিত কলুর গল্পটী কেন কোরআন তুল্য সত্য ধারণা করিলেন?

নবম, লেখক কি কোন অহি পাইয়াছে যে এমাম শাফিয়ির সমস্ত মত অকাট্য? যদি না পাইয়া থাকেন, তবে উক্ত গল্পটী সেয়ানত পুস্তকে লেখায় উক্ত পুস্তকখানি ফরুখের তৈলের মশকের তুল্য হইল, ইহা সুনিশ্চিত।

ছেয়ানাতল-মোমেনিনের ১১/১২ পৃষ্ঠার সংক্ষিপ্ত সার;-

এমাম আবু হানিফা (র) বলিয়াছেন, মুখে একরার করা ও অন্তরে বিশ্বাস করাকে ইমান বলে, সৎকার্য্য ইমানের অংশ নহে এবং কাহারও ইমান কম বেশী হইতে পারে না। এমাম আহম্মদ বেনে হাম্বল সাহেব স্বীয় অকিদা গ্রন্থে লিখিয়াছেন;-

সাহাবাগণ, গণ্যমান্য প্রসিদ্ধ বিদ্বান্‌গণ, হাদিস তত্ত্বজ্ঞগণ ও সুন্নি মতাবলম্বিগণের মত এই যে, মুখে একরার করা, মনে বিশ্বাস করা ও সৎকার্য্য করাকে ইমান বলে ও ইমান কম বেশী হয়। যে ব্যক্তি এই মতের অণুমাত্র বিরুদ্ধাচরণ করিবে অথবা এই মতের বা মতাবলম্বীগণের নিন্দাবাদ করিবে, সে ব্যক্তি মোখালেফ,

বেদাতি, সুন্নত জামায়াত হইতে খারেজী এবং সত্যপথ ভ্রষ্ট। যে ব্যক্তি ধারণা করে যে, ইমান কম বেশী হয় না সে ব্যক্তি মরজিয়াদের মতাবলম্বন করিয়াছে।

উপরোক্ত কথাগুলিতে এমাম আজম ও তদীয় মজহাবাবলম্বিগণের বেদাতি, মরজিয়া, সত্যপথ ও সুন্নত জামায়াত ভ্রষ্ট প্রমাণিত হইল।

হানিফিদিগের উত্তর।

ইহা কোন্ আহমদের লিখিত গ্রন্থ, তাহা যতক্ষণ লেখক প্রমাণ করিতে না পারেন, ততক্ষণ ইহার লিখিত বিষয়গুলি গ্রাহ্য হইতে পারে না; আহমদ নামীয় শতাধিক লোক ছিলেন, তাহাদের মধ্যে কতক প্রবঞ্চক, মিথ্যাবাদী ও জালসাজ লোকও ছিল, ইনি কোন্ আহমদ তাহা কে জানে?

এমাম সুবকি 'তাবাকাতে-কোবরা'র ১ম খণ্ডে (১৯৩ পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন;-

ثم يعتزون الى الامام احمد بن حنبل رح وهو منهم برى ☆

"তৎপরে তাহারা (এমাম আহমদের শিষ্যগণ) কতকগুলি মত এমাম আহমদ বেনে হাম্বলের উপর আরোপ করিয়া থাকেন, অথচ তিনি তাহাদের (মত) হইতে নারাজ।"

পাঠক, একদল হাম্বলী বিদ্বান তাহাদের এমামের মত ত্যাগ করতঃ কেয়াস অমান্যকারী, মোজাচ্ছেমা, মোশাব্বেহা হইয়াছিল, তাহারা এমাম আহমদের (র) নাম লইয়া নিজেদের কুমত জনসমাজে প্রকাশ করিত। লেখকের উল্লিখিত অকিদা গ্রন্থ তাহাদের কাহারও রচিত গ্রন্থ হইতে পারে, সেই ব্যাক্তি এমাম আহমদের নামে উক্ত অমূলক মত প্রচার করিয়া থাকিবে। যদি এরূপ কথাগুলিকে প্রকৃত এমাম আহমদ সাহেবের মত বলিয়া স্বীকার করা হয়, তবে তিনি পথভ্রষ্ট মোশাব্বেহা শ্রেণীভুক্ত হইয়া যাইবেন।

যদিও আমরা উক্ত কেতাবটীকে এমাম আহমদ রহমতুল্লাহে আলায়হের রচিত গ্রন্থ এবং উক্ত কথাগুলি তাঁহার মত বলিয়া স্বীকার করিয়া লই, তথাচ বহুসংখ্যক বিদ্বানের বিরুদ্ধে তাঁহার এই মতটী ভ্রান্তিমূলক বলিয়া ধরিতে হইবে। তাঁহার প্রাত্যেক মত যে অকাট্য সত্য হইবে ইহার প্রমাণ কি আছে? লোকের পক্ষে তাঁহার এই মতটী নির্ভূল বলিয়া স্বীকার করা কি ফরজ হইয়াছে? এই মতটী কি আস্‌মান হইতে অবতীর্ণ হইয়াছে? মজহাব বিদ্বেষিগণ যখন খোদা ও রসুল ভিন্ন অন্য কাহারও মতের তকলিদ করা শেরক ও কাফিরি বলিয়া দাবি করেন, তখন এই কেয়াসি মতের তকলিদ করিয়া তাঁহারা কি হইবেন?

এমাম এবনে হাজার 'ফৎহোলবারি'র মোকাদ্দমা'য় (উপক্রমণিকায়) লিখিয়াছেন যে, এমাম আহমদ, এমাম বোখারি ও মোসলেমের বহু রাবি ও হাদিসকে অগ্রাহ্য প্রমাণ করিয়াছেন। যথাস্থলে ইহার প্রমাণ প্রদর্শিত হইবে। এক্ষণে যদি মোহাম্মদী দলের পক্ষে এমাম আহমদের মতের তকলিদ করা ফরজ হইয়া থাকে, তবে সহিহ্ বোখারি ও মোসলেমের বহু হাদিস বাতীল হইয়া যাইবে।

মজহাব বিদ্বেষীদের লাহোরের ছাপাখানায় ১৩২৭ সনের মুদ্রিত গুনইয়াতত্ত্বালেবিনের ১৩২ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে;-

سئل الامام احمد بن حنبل رحمه الله عمن قال لفظى بالقرآن مخلوق فقال كفر قال رحمه الله فمن قال القرآن كلام الله ليس بمخلوق و التلاوة مخلوقة كفر ☆

"এমাম আহমদ(র)জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন, যে ব্যক্তি বলে যে, আমার মুখোচ্চারিত কোরআনের শব্দ সৃষ্ট বস্তু, আপনি তাঁহার সম্মন্ধে কি বলেন? তদুত্তরে। তিনি বলিয়াছিলেন সে ব্যক্তি কাফের হইয়াছে।"

"এমাম আহমদ (র) বলিয়াছেন, সে ব্যক্তি বলে যে, কোরআন (শরিফ) আল্লাহ্ তায়া-লার বাক্য, উহা সৃষ্ট বস্তু নহে, কোরআন পাঠ সৃষ্ট বস্তু, সে কাফের হইবে।"

এমাম তাজদ্দিন সুব্‌কি, 'তাবাকাতে-কোবরা' গ্রন্থের ২য় খণ্ডে (১১ পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন;-

فالتفت اليه البخارى و قال القرآن كلام الله غير مخلوق وافعال العباد مخلوقة☆

"তৎপরে (এমাম) বোখারি (রঃ) তাহার দিকে মুখ করিয়া বলিলেন, কোরআন (শরিফ) আল্লাহ্‌তায়া'লার বাক্য, সৃষ্ট পদার্থ নহে এবং মানুষদের কার্য্য সকল (মানুষদের মুখোচ্চারিত কোরআনের শব্দ সমূহ) সৃষ্ট বস্তু।"

এমাম সুব্‌কি ইহা বহু সংখ্যক হাদিসজ্ঞ বিদ্বানের মত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

এক্ষণে আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, লেখক সাহেব, তাঁহার অনুচর ও সহচরগণ সহ উক্ত এমামদ্বয়ের মধ্যে কাহার মত ধারণ করা ফরজ বুঝিবেন? যদি তাঁহারা এমাম বোখারির (রঃ) মত ধারণ করা ফরজ বুঝেন, তবে এমাম আহমদ (রঃ) কে বেদাতি, সুন্নত-জামায়াত ভ্রষ্ট বলিতে বাধ্য হইবেন এবং এমাম অহমদ (রঃ) বর্ণিত যে সহস্রাধিক হাদিস সেহাহ্-সেত্তা গ্রন্থে আছে বা তাঁহা কর্ত্তৃক যে সমস্ত রাবিদের তত্ত্ব আসমায়োর রেজাল (রাবিদের ইতিহাস) গ্রন্থে বর্ণিত আছে, তৎসমস্তই বাতীল হইয়া যাইবে। আর যদি তাঁহারা এমাম আহমদের (রঃ) মতাবলম্বন করা আবশ্যক বুঝেন, তবে এমাম বোখারি (রঃ) কে কাফের ও তাঁহার লিখিত সহি গ্রন্থকে বাতীল বলিতে বাধ্য হইবেন।

এক্ষণে যদি লেখক সাহেবের দল এমাম আহমদের (রঃ) উপরোক্ত মত হইতে তওবা করেন, তবে এমাম আজম মরজিয়া খারিজি ও সুন্নত জামায়ত ভ্রষ্ট ইত্যাদি ইত্যাদি প্রলাপোক্তি হইতে তওবা করিবেন কি?

মাওয়াকেফ গ্রন্থের টীকা, ৬২ পৃষ্ঠা;-

واما الفرقة الناجية المستثناة الذين قال الذى ﷺ فيهم هم الذين على ما انا عليه و اصحابى ... فهم الاشاعرة والسلف من المحدثين واهل السنة والجماعة

"এবং নাজী (মুক্তির অধিকারী) সম্প্রদায়, তাঁহাদের সম্বন্ধে (হজরত) নবিয়ে করিম (সাঃ)বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করতঃ বলিয়াছেন যে, যাহারা আমার ও আমার সহচরগণের অনুসরণকারী, তাঁহারাই নাজী সম্প্রদায়; আশ্‌য়ারি প্রাচীন হাদিস তত্ত্বজ্ঞ

ও সুন্নত জামায়াত সম্প্রদায় উক্ত নাজী সম্প্রদায়।"

আকায়েদে-আজোদিয়া ও উহার টীকা;-

فى العقائد العضدية الفرقة الناجية وهم
الاشاعرة وفى حاشيتها و من يحذو حذوهم و من
يتفق معهم فى الاعتقاديات كالماتريدية☆

আশয়ারি সম্প্রদায় এবং তাঁহাদের তুল্য মতাবলম্বী যেরূপ মাতুরিদিয়া নাজী সম্প্রদায় ভুক্ত।

এহ্ইয়াওল-উলুমের টীকা, এত্তেহাফে জোবায়দি, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩ পৃষ্ঠা;-

"এমাম আশয়ারি ও এমাম (আবু মনসুর) মাতুরিদি অন্যান্য এমামগণের অনুরূপ আকিদা (মত) ধারণ করিয়াছিলেন, (এমাম) আশয়ারি এমাম মালেক ও শাফিয়ির মতানুযায়ী গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ইনি পুরুষ পরম্পরায় (তাহাদের) উক্ত মত শিক্ষা করিয়া উহার সমর্থন ও সরলার্থ প্রকাশ করিয়াছেন। এইরূপ পুরুষ পরম্পরায় (এমাম) মাতুরিদি এমাম আবু হানিফার রেওয়াএত সমূহ হইতে উক্ত মত গ্রহণ করিয়াছেন। উক্ত রেওয়াএত সমূহ তাহার রচিত (পঞ্চম খণ্ড গ্রন্থে) ফেক্হে আকবর, রেসালা, ফেক্হে-আওসাত, কেতাবোল এল্‌ম আল্‌মোতায়াল্লেম ও কেতাবোল অসিয়তে বর্তমান রহিয়াছে।"

আরও ১৪ পৃষ্ঠা;-

"এমাম আবু হানিফা (র) ও তাঁহার শিষ্যদ্বয় প্রথম শতাব্দীতে ধর্ম্মের মূল বিধানে (আকায়েদে) মত প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং অকাট্য প্রমাণ সমূহ দ্বারা তৎসমস্ত সপ্রমাণ করিয়াছিলেন। তাবসেরাতোল বগ্‌দাদিয়া গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, সুন্নত জামায়াত সম্প্রদায়স্থ ফকিহ্ আকায়েদ তত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে প্রথমেই (এমাম) আবু হানিফা সুন্নত জামায়তের পক্ষ সমর্থনে তৎসম্বন্ধে ফেক্হে আকবর ও রেসালা (গ্রন্থদ্বয়) রচনা করিয়াছিলেন এবং নিশ্চয় তিনি খারিজি, শিয়া, কাদ্‌রিয়া ও নাস্তিক দলের সহিত তর্ক করিয়াছিলেন, উক্ত ভ্রান্তদের নেতারা বাস্রা নগরীতে থাকিত, তিনি বিংশতির অধিকবার তথায় গমণ করিয়াছিলেন এবং স্পষ্ট প্রমাণ সমূহ দ্বারা তাহাদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন, তিনি আকায়েদ তত্ত্বে এরূপ (নিপুণ) ছিলেন যে, তিনি লোকদের অনুরাগ ভাজন হইয়াছিলেন এবং তাঁহার মহা মহা শিষ্য [illegible]র অনুসরণ করিয়াছিলেন।

মানাকেবে-কোৰ্দ্দরিতে লিখিত আছে, খালেদ বেনে জয়েদ বলিয়াছেন, (এমাম) আবু হানিফা, আবু ইউসোফ, মোহাম্মদ জোফার হাম্মাদ বিপক্ষদিগকে আকায়েদ তত্ত্বে পরাস্ত করিয়াছিলেন, তাঁহারাই এমাম (বিদ্বান্) ছিলেন। এমাম আবু হানিফা তাঁহার সময়ে এই ওম্মতের আকায়েদ তত্ত্ববিদ্ ও হালাল হারাম সম্বন্ধীয় সূক্ষ্মতত্ত্বদর্শী ছিলেন। সত্য মত এই যে, এমাম আবু হানিফা (র) উক্ত মস্‌লাগুলি হাম্মাদ, আবু ইউসোফ, আবু মতি বালাখি ও আবু মোকাতেল কর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ করাইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ তৎসমস্ত গ্রন্থাকারে সংগ্রহ করেন এবং তাঁহাদের নিকট এসমাইল মোহাম্মদ বেনে মোকাতেল, মোহাম্মদ বেনে সেমায়া, নসির বেনে ইয়াহ্‌ইয়া সাদ্দাদ প্রভৃতি একদল এমাম উক্ত মস্‌লাগুলি শিক্ষা করিয়াছিলেন। এমাম আবু মনসুর মাতুরিদি তাঁহাদের শিষ্যগণ কর্ত্তৃক ধারাবাহিক রূপে উক্ত মস্‌লাগুলি শিক্ষা করিয়াছিলেন।

পাঠক, উপরোক্ত প্রমাণে প্রমাণিত হইতেছে যে, এমাম আবু হানিফা (র) ও তাঁহার অনুবর্ত্তিগণ সুন্নত জামায়াত ভুক্ত।

তাবাকাতে-কোবরা, ২য় খণ্ড, ২৭৮ পৃষ্ঠা;-

فلم يحدث فى دين ا حدثا ولم يأتى فيه ببدعة بل اخذ اقاويل الصحابة ومن بعدهم من الائمةفى اصول (الى) ونصرة من مضى من الائمة ابى حنيفة وسفيان الثورى من الكوفة والاوزاعى وغيره من اهل الشام ومالك والشافعى من اهل الحرمين ومن نحانحوهما من اهل الحجاز و غيرها من سائر البلادو احمد وغيره من اهل الحديث والليث بن سعد وغيره وابى عبد الله محمد بن اسماعيل البخارى وابى الحسن مسلم بن الحجاج النيساپورى

(الى) وصار رأسا فى العلم من اهل السنة فى قديم الدهر وحديثه وبذلك وعد سيدنا المصطفى ﷺ امته فيما روى عنه ابو هريرة رضـ قال يبعث الله بهذه الامة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها ثم ساق حديث الاشعريين واشار النبى ﷺ الى ابى موسى رضـ ☆

এমাম বয়হকি বলিয়াছেন ;-

"অনন্তর তিনি শেখ আবুল হাসান আশয়ারি (র) ইস্‌লাম ধর্ম্মে কোন বেদাত কর্ম্মের সৃষ্টি করেন নাই, কোন অভিনব মত প্রকাশ করেন নাই, বরং তিনি সাহাবাগণের ও তৎপবরর্ত্তী এমামগণের আকিদা গ্রহণ করিয়াছেন। এবং তিনি কুফাবাসী (এমাম) আবু হানিফা ও সুফইয়ান সওরি, শামবাসী (এমাম) আওজায়ী প্রভৃতি মক্কা ও মদিনাবাসী (এমাম) মালেক শাফিয়ি, হেজাজ প্রদেশবাসী ও অন্যান্য শহরবাসী তঁহাদের উভয়ের তুল্য এমামগণ, হাদিসতত্ত্ববিদ (এমাম) আহমদ প্রভৃতি, এমাম লাএস বেনে সা'দ প্রভৃতি, বোখারা নিবাসী (এমাম) আবু আবদুল্লা মোহাম্মদ বেনে এস্‌মাইল ও নেসাপুর নিবাসী (এমাম) আবুল হাসান মোসলেম বেনে হাজ্জাজ (প্রভৃতি প্রচীন এমামগণের আকিদার সমর্থন করিয়াছেন। এবং তিনি প্রাচীন ও বর্ত্তমান কালের সুন্নত জামায়াতের অগ্রগণ্য হইয়াছেন। আমাদের অগ্রণী (সৈয়দ হজরত) মোস্তাফা (সাঃ) তদ্বিষয়ে আপন ওম্মতের জন্য উক্ত হাদিসে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন যে হাদিসটী (হজরত) আবু হোরায়রা (রা) তাহা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। (হাদিসটী এই) নিশ্চয় তিনি (হজরত) বলিয়াছেন, খোদাতায়ালা এই উম্মতের জন্য প্রত্যেক শতাব্দীর প্রারম্ভে এরূপ লোক প্রেরণ করিবেন যিনি তাহাদের জন্য তাহাদের ধর্ম্মের সংস্কার সাধন করিবেন। তৎপরে তিনি (এমাম বয়হকি) আশয়ারিদিগের (সম্বন্ধে কথিত) হাদিসটী এবং (হজরত) নবি (সাঃ) এর (হজরত) আবু মুসার (রা) দিকে ইশার করার বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন।"

তাবাকাতে-কোবরা, ২য় খণ্ড, ২৮৪/২৮৫ পৃষ্ঠা;-

وحين كثرت بدعة فى هذه الامةو تركوا ظاهر الكتاب والسنة وانكروا من صفات اللّٰهتعالى نحو الحيوة والقدرةوالعلم والمشيةوالسمع والكلام والبقاء وجحدوا ما دلا عليه من المعراج وعذاب القبر والميزان وان الجنة والنار مخلوقان وان اهل الامان يخرجون من الميزان وما لنبينا ﷺ من الحوض والشفاعة لاهل الجنة وان الخلفاء الاربعة كانوا محقين فيما قوى به منالادلة وزعموا ان شيئا من ذلك لا يستقيم على العقل ولا يصح على الراى اخرج اللّٰهمن نسل ابى موسيالاشعرىؓ اماما قام بنصرةدين اللّٰهوجاهد بلسانه وبنانه من صد عن سبيل اللّٰهوزاد فى اليقين لاهل اليقين ان ما جآء به الكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الامة مستقيم على العقول الصحيحة☆

এমাম বয়হকি বলিয়াছেন;-

যে সময় এই উম্মতের মধ্যে বেদাতিদলের আধিক্য হয়, তাহারা কোরআন ও হাদিসের স্পষ্টাংশ ত্যাগ করে, খোদাতায়ালার অমর অনন্ত, সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বজ্ঞ

হওয়া, দর্শন, শ্রবণ বাক্য (ইত্যাদি) গুণাবলী অস্বীকার করে, মে'রাজ, গোরের শাস্তি, তৌলদণ্ড, বেহেশ্‌ত দোজখের সৃষ্টি, ইমানদারগণের দোজখ হইতে নিষ্কৃতি লাভ, আমাদের নবিয়ে-করিমের (সাঃ) ও বেহেশ্‌তবাসীদের প্রস্রবণ ও শাফায়াত, চারি খলিফার সত্যপরায়ণতা যাহা যাহা কোরআন, হাদিস ইত্যাদি দলীল সমর্থন করিয়াছে, তাহারা তৎসমুদয় অস্বীকার করে এবং তাহারা ধারণা করে যে, উক্ত বিষয়ের কোনটী জ্ঞান ও বিবেক্ সঙ্গত নহে, সেই সময় আল্লাহ্ তায়া'লা (হজরত) আবু মুসা আশয়া'রির (রাঃ) বংশ হইতে একজন এমামকে প্রকাশ করেন যিনি খোদাতায়ালার ধর্ম্মের সাহায্যে দণ্ডায়মাণ হইলেন, মৌখিক উপদেশ ও লেখনী দ্বারা পথ ভ্রষ্টকারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিলেন এবং এই উম্মতের প্রাচীন বিদ্বান্‌দের সমর্থিত মত (আকিদা) তাহা প্রকৃত জ্ঞানানুমোদিত, ইহার প্রগাঢ় বিশ্বাস বিশ্বাসিগণের হৃদয়ে জন্মইয়া দিলেন।"

তাবাকাতে কোবরা, ২য় খণ্ড ২৭৫ পৃষ্ঠা;-

ان الصحابة ومن تبعهم باحسان من علماء الامة وفقهائها ومحدثيها على عقيدة الاشعرى بل الاشعرى على عقيدتهم قال وناضل عنها وحمى حوزتها من ان تنالها ايدى المبطلين وتحريف الغالين☆

"নিশ্চয় সাহাবাগণ এবং এই উম্মতের বিদ্বান্‌গণ ফেক্‌হ তত্ত্ববিদ্‌গণ ও হাদিস তত্ত্বজ্ঞগণ যাহারা সুন্দর রূপে উক্ত সাহাবাগণের অনুসরণ করিয়াছেন, (তাঁহাদের) আকিদা (এমাম) আশয়ারির অনুরূপ ছিল (এমাম) আশয়ারি তাঁহাদের মতাবলম্বী ছিলেন ও তাঁহাদের মত সমর্থন করিয়াছেন এবং রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছেন যেন উক্ত মত বাতীল মতাবলম্বী ও সীমাতিক্রমকারী (বেদাতী) দল কর্ত্তৃক পরিবর্ত্তিত ও কলুষিত (না) হয়।"

উক্ত গ্রন্থ ২য় খণ্ডে, ২৫৯ পৃষ্ঠা;-

ومن كلام ابن عساكر حافظ هذه الامة الثقة الثبت هل من فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية الا

موافق الاشعری ونصب الیه وراض بحمید سعیه فی دین اللّٰہمثن بکثرة العلم علیه غیر شرذمة قلیلة تصمر التشبیه تعادی کل موحد یعتقد التنزیه او تضاهی قول المعتزلة الخ☆

"এই উম্মতের মহা বিচক্ষণ, বিশ্বাসভাজন হাফেজ এবনে আসাকের বর্ণনা করিয়াছেন, সমগ্র হান্‌ফি, মালিকি ও শাফিয়ি ফকিহ্ গণ (এমাম) আশয়ারির তুল্য মতাবলম্বী বা অনুসরণকারী ছিলেন এবং তাঁহার ইসলাম সংক্রান্ত সাধু চেষ্টার প্রতি সন্তুষ্ট ও তাঁহার বহু বিদ্যার প্রশাংসাকারী ছিলেন। কেবল ক্ষুদ্র একদল লোক, মোশাব্বেহা (১) মত অন্তরে পোষণ করিয়া থাকে, এবং যে একত্ববাদী (খোদাতায়ালার) পবিত্রতার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহার সহিত শত্রুতা করিয়া থাকে কিম্বা মোতাজেলাদের তুল্য মত ধারণ করিয়া থাকে।"

উক্ত গ্রন্থ, ২য় খণ্ড,

এমাম কোশায়রির সময়ের খোরাসানের ফৎওয়া;-

اتفق اصحاب الحدیث ان ابا الحسن علی بن اسماعیل الاشعری کان اماما من ائمة اصحاب الحدیث ومذهبه مذهب اصحاب الحدیث تکلم فی اصول الدیانات علی طریقة اهل السنة ورد علی المخالفین من اهل الزیغ والبدع وکان علی المعتزلة والرفض و المبتدعین من اهل القبلة و الخارجین من الملة

سيفا مسلولا ومن طعن فيه او قدح او لعنه او سبه

فقد بسط لسان السوء فى جميع اهل السنة☆

"হাদিসতত্ত্ববিদ্গণ একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, নিশ্চয় (এমাম) আবুল হাসান আলি বেনে ইসমাইল আশয়ারি হাদিস তত্ত্ববিদ্বানগণের অন্তর্ভূক্ত একজন এমাম ছিলেন, হাদিস তত্ত্ববিদগণের ও তাঁহার মজহাব একই ছিল। তিনি সুন্নি সম্প্রদায়ের মতের অনুকুলে ধর্ম্মের মূল বিধি ব্যবস্থায় (আকায়েদে) মত প্রকাশ করিয়াছেন তিনি বিরুদ্ধবাদী পথভ্রান্ত ও বেদাতীদের প্রতিবাদ করিয়াছেন এবং মো'তাজেলা,রাফিজি, আহলে কেবলা (১) বেদাতি ও ইসলাম ভ্রষ্ট দলের প্রতি উলঙ্গ তরবারি ছিলেন। যে ব্যক্তি.তাঁহার প্রতি বিদ্রুপ, দোষারোপ, অভিসম্পাত ও কটুবাক্য প্রয়োগ করে, সে ব্যক্তি সমগ্র সুন্নি সম্প্রদায়ের প্রতি দোষারোপ করিল।"

নিম্নোক্ত এমামগণ উক্ত ফৎওয়ায় স্বাক্ষর করিয়াছিলেন;-

যাহারা কাবা শরিফকে কেবলা করিয়া নামাজ পড়েন, তাহারাই আহলে কেবলা নামে খ্যাত হইয়াছেন।

(১) এমাম কোশায়রি, (২) এমাম মোহাম্মদ বেনে আলি, (৩) এমাম জোয়েনি, (৪)এমাম আবদুল্লা বেনে ইউসোফ, (৫) এমাম আবুল ফাতাহ, (৬) এমাম আলি বেনে আহমদ, (৭) এমাম নাসের (৮) এমাম আহমদ বেনে মোহাম্মদ (৯) এমাম আলি, (১০) এমাম সাবুনি (১১) এমাম আবু নসর, (১২) এমাম বিক্রি, (১৩) এমাম মোহাম্মাদ বেনে হাসান, (১৪) এমাম আবুল হাসান।

উক্ত গ্রন্থ, ২য় খণ্ড, ২৬০ পৃষ্ঠা;-

বগ্দাদের ফৎওয়ার নকল।

ما قول السادة ائمة الاجلة فى قوم اجتمعوا على

لعن فرقة الاشعرى و تكفيرهم ما الذى يجب عليهم

فاجاب قاضى القضاة ابو عبد الله الدامغانى

الحنفى قد ابتدع وارتكب ما لا يجوزوعلى الناظر

فى الامورعزالله انصاره الانكار عليه وتأدبه

بمايرتدع به هو وامثاله عن ارتكاب مثله وبعده كتب الشيخ ابو اسحاق الشيرازى رحمه اللهالاشعرية اعيان اهل السنةونصارالشريعة وانتصبوا للرد على المبتدعةمن القدرية والرفضةوغيرهم فمن طعن فيهم فقد طعنعلى اهل السنةواذا رفع امر من يفعل ذلك الى الناظر فى امر المسلمين وجب عليه تأديبه بما يرتدع به كل احد وكتب ابراهيم بن على الفيروزابادى وكتب محمدبن احمد الشاشى☆

"যে দল একত্রিত হইয়া আশয়ারি সম্প্রদায়ের প্রতি অভিসম্পাত করে বা তাঁহাদিগকে কাফের বলে, তাহাদের সম্বন্ধে অগ্রগণ্য, মহাত্মা এমামগণের মত কি? তাহাদের পক্ষে কি করা কর্ত্তব্য?

বিচারক দিগের বিচারক (কাজিউল কোজাত) আবু আবদুল্লাহ দামেগানি হান্‌ফি তদুত্তরে বলিয়াছেন যে, এরূপ ব্যক্তি বেদাতি হইয়াছে এবং যাহা করা সিদ্ধ নহে, তাহা অবলম্বন করিয়াছে। কর্ত্তৃপক্ষগণের পক্ষে عزالله انصاره তাহার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করা এবং এরূপ শাস্তিপ্রদান করা কর্ত্তব্য যাহাতে সে ব্যক্তি বা তত্তুল্য লোকেরা উক্ত কার্য্য হইতে বিরত হয়।

তৎপরে শেখ আবু ইসহাক শিরাজি লিখিয়াছেন এবং (এমাম) এবরাহিম বেনে আলি ফিরুজাবাদি ও মোহাম্মদ বেনে আহমদ শাশী সমর্থন করিয়াছেন; আশয়ারি সম্প্রদায় সুন্নত জামায়াতের অগ্রগণ্য, শারিয়তের সহায়তাকারী, তাঁহারা কাদ্‌রিয়া,

রাফিজি প্রভৃতি বেদাতি দলের কুমত খণ্ডনের জন্য দণ্ডায়মাণ হইয়াছিলেন। যে ব্যক্তি তাঁহাদের নিন্দাবাদ করিল, সে সুন্নি সম্প্রদায়ের নিন্দাবাদ করিল। যখন এইরূপ নিন্দুকের বিষয় কোন কর্ত্তৃপক্ষের নিকট উত্থাপিত হয়, তখন তাঁহার পক্ষে উক্ত লোককে এরূপ শাস্তি প্রদান করা কর্ত্তব্য যে প্রত্যেক ব্যক্তি যেন তজ্জন্য (উক্ত কার্য্য হইতে) বিরত থাকে।"

রওজায় বাহিয়া, ৭১ পৃষ্ঠা;-

وكذلك اصحاب ابى حنيفة معه ومع اهل الحديث فى اصول الاعتقاد الحق متفقون لا يكفر بعضهم بعضا ولا يبدعه والحاصل ان الاشاعره والماتريدية واهل الحديث من اهل السنة والجماعة لا يكفر بعضهم بعضا ولا يبدعه وما نقل عن الطاعن من بعضهم فى حق بعض فقير محقق وليس ذلك الطاعن ايضا من اساطينهم وعظمائهم و انما هو من المقصرين المتعصبين الذين لا اعتداد باقوالهم وروايتهم

"(এমাম) আবু হানিফার সহচরগণ, (এমাম) আশয়ারি, হাদিস তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ প্রকৃত মূল আকিদা সম্বন্ধে একমতাবলম্বী ছিলেন, তাঁহাদের একে অপরকে কাফের বা বেদাতি বলেন নাই। মূল মন্তব্য এই যে, আশয়ারি সম্প্রদায়, মাতুরিদি সম্প্রদায় ও হাদিস তত্ত্ববিদ্‌গণ সুন্নত জামায়াতভুক্ত ছিলেন, তঁহাদের কেহ অন্যকে কাফের ও বেদাতি বলেন নাই। তাঁহাদের পরস্পরের নিন্দাবাদের কথা যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা অমূলক।

আরও তাঁহাদের প্রধান ও অগ্রগণ্য দলের মধ্যে এরূপ নিন্দুক নাই, অবশ্য নিম্ন শ্রেণীস্থ হিংসুকদের দ্বারা ইহা সংঘটিত হইয়াছে যাহাদের কথা ও বর্ণনা গ্রাহ্য নহে।"

তাবাকাতে-কোবরা, ২য় খণ্ড, ২৬৫ পৃষ্ঠা ;-

(١) هذاعقائد مشائخ الاسلام وهو الدين فلتسمع له لاذنان

(٢) والاشعرى عليه ينصره ولا يألوجزاه بالاحسان

(٣) كذالك خالته مع النعمان لم ينقص عليه عقائد الايمان

(٤) يا صاح ان عقيدة النعمان والاشعرى حقيقة الاتقان

(٥) فكلاهماو الله صاحب سنة بهدى نبى الله مقتديان

(٦) لاذا يبدع ذا ولا هذا وان تحسب سواةوهمت فى الحسبان

(٧) من قال ان اباحنيفة مبدع رأيا فذلك قائل الهذيان

(٨) اوظن ان الاشعرى مبدع فلقد أساء وباء بالخسران

(٩) كل امام مقتدى ذو سنة كالسيف مسلولا على الشيطان

এমাম তাজদ্দিন সুবকি বলিয়াছেন ;-

"(১) ইহাই ইস্‌লামের মহাত্মাগণের আকিদা, ইহাই ধর্ম, কর্ণদ্বয়কে উহা শ্রবণ করা কর্ত্তব্য।

(২) এবং (এমাম) আশ্‌য়ারি এই মতাবলম্বী ছিলেন তিনি ইহার সহায়তা করিতেন ও (ইহাতে) ত্রুটী করিতেন না। আল্লাহতায়ালা তাঁহাকে সুফল প্রদান করুন।

(৩) এইরূপ তাঁহার (এমাম আশ্‌য়ারির) অবস্থা নো'মানের (এমাম আবু হানিফার) সহিতছিল, তিনি ইমান সংক্রান্ত বিশ্বাস (আকিদা) সমূহে তাঁহার বিরুদ্ধাচারণ করেন নাই।

(৪) হে শিষ্য, নিশ্চয় (এমাম) আবু হানিফা ও (এমাম) আশ্‌য়ারির আকিদা ইমানের (বিশ্বাসের) মূল।

(৫) খোদাতাঁয়ালার শফথ, তাঁহারা উভয়ে সুন্নতের অনুসরণকারী ও আল্লাহ্‌তায়ালার পয়গম্বরের পথের অগ্রণী (এমাম) ছিলেন।

(৬) নো'মান এমাম (আবু হানিফা) আশ্‌য়ারিকে বেদাতি বলেন না এবং ইনি (এমাম আশ্‌য়ারি) তাঁহাকে বেদাতি বলেন না। যদি তুমি (এতদ্ভিন্ন) অন্য ধারণা কর, তবে হিসাবে ভ্রম করিলে।

(৭-৮) যে ব্যক্তি বলে যে, নিশ্চয় (এমাম) আবু হানিফা (র) বেদাত মতাবলম্বী ছিলেন, সে ব্যক্তি প্রলাপোক্তিকারী, কিম্বা যে ব্যাক্তি ধারণা করিয়াছে যে, নিশ্চয় (এমাম) আশ্‌য়ারী বেদাতী, অবশ্য অবশ্য সে ব্যক্তি মন্দ কার্য্য করিয়াছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

(৯) (তাঁহাদের) প্রত্যেকে, এমাম, (ইস্‌লাম জগতের) নেতা, সুন্নতের অনুসরণকারী এবং শয়তানের উপর উলঙ্গ তরবারির তুল্য ছিলেন।"

তাবাকাতে-কোবরা, ২য় খণ্ড, ২৬৮ পৃষ্ঠা;-

(١) و ابو حنيفة هكذا مع شيخنا

لا شئ بينهما مع الكفران

(٢) كذالك اهل الرائ مع اهل الحد

يث فى الاعتقاد الحق متفقان

(٣) ما ان يكفر بعضهم بعضا ولا

اروى عليه وسامه بهوان

(٤) الا الذين تمعزلومنهم فبم

فيه تنحت عنهم الفتيان

(٥) هذا الصواب فلا تظنن غيره

واعقد عليه بخنصر وبنان

(٦) هذا صراط الله فاتبعه تجد

فى القلب برد حلارة الايما ن

(٧) وتراه يوم الحشر ابيض واضحا

يهدى اليك رسائل الغفران

(٨) وعليه كان سابقون عليهم

حل الثناء و ملبس الرضوان

(٩) والشافعى ومالك وابو حنيفة

وابن حنبل الكبير الشان

(١٠)ورجو عليه وخلفونا اثرهم

ان نتبعهم نجتمع بجنان

(١١) اونبدع فلسوف نصلى

النارمذمومين ماخوذين بالعصيان

এমাম সুবকি বলিয়াছেন ;-

(১) এবং এইরূপ (এমাম) আবু হানিফা (র) আমাদের নেতা (এমাম) আশ্‌য়ারির সহযোগী, উভয়ের মধ্যে এরূপ মতান্তর নাই যে, (একে অন্যের প্রতি) এনকার করেন। (২) ঐরূপ এজতেহাদ শক্তি (১) সম্পদ দল (আহলে রায়) ও হাদিস তত্ত্বজ্ঞ দল সত্য আকিদার (মতে) একমতাবলম্বী ছিলেন।

(৩) তাঁহাদের একে অন্যকে কাফের বলেন নাই, এবং একে অন্যের অবজ্ঞা করেন নাই এবং একে অন্যকে হেয় জ্ঞান করেন নাই।

(৪) কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে যাহারা হইয়াছিল, তাহার উক্ত মতে ছিল, যুবক সকল তাহাদের (মোতাজেলা মতাবলম্বীদের) সংশ্রব ত্যাগ করিয়াছিলেন। (১)

(৫) ইহা সত্য, অনন্তর তুমি ইহা ব্যতীত (অন্য প্রকার) ধারণা করিও না,. ইহা দৃঢ়রূপে ধারণ কর।'

(৬) ইহা খোদাতায়ালার পথ, অনন্থর তুমি উহার অনুসরণ কর, (তাহা) হইলে অন্তরে ইমানের মিষ্টতা, স্নিগ্ধতা অনুভব করিবে।

(৭) এবং পুনরথান দিবসে উহা শুভ্র, উজ্জ্বল দর্শন করিবে ,এবং তোমার দিকে ক্ষমা লিপি সকল প্রেরিত হইবে।

(৮) উহার উপর প্রাচীন (মহাত্মাগণ) ছিলেন, তাঁহাদের উপর প্রশংসার গাত্রাবরণী (চাদর) সমূহ ও সন্তোষের পরিচ্ছদ সমূহ (অবতীর্ণ) হউক।

(৯/১০) এবং (এমাম) শাফিয়ি, (এমাম) মালেক, (এমাম) আবু হানিফা ও মহা মর্য্যাদাধরী (এমাম) আহমদ (রহমতুল্লাহে আহায়হে) উহার অনুসরণ করিয়াছেন এবং আমাদিগকে তাঁহাদের পশ্চাতে ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, যদি আমরা তাঁহাদের অনুসরণ করি, তবে বেহেশ্‌তে একত্রিত হইব।

(১১) কিম্বা যদি আমরা নূতন (বেদাত) মতের সৃষ্টি করি তবে আমরা অচিরে লাঞ্চিত, পাপে ধৃত অবস্থায় দোজখে উপস্থিত হইব।"

উক্ত গ্রন্থ ২য় খণ্ড, ২৫৫ পৃষ্ঠা;-

وقد ذكر شيخ الاسلام عزالدين بن عبدالسلام ان عقيدته اجتمع عليه الشافعية والمالكية والحنفية وفضلاء الحنابلة☆

"নিশ্চয় শায়খোল-ইস্‌লাম এজ্জদিন এবনে আবদুস্ সালাম বর্ণনা করিয়াছেন যে, নিশ্চয় শাফিয়ি, মালেকি, হান্‌ফি মতাবলম্বিগণ ও প্রধান হাম্বলি(বিদ্বান) গণ একবাক্য

তাঁহার (এমাম আশ্য়ারির) মত সমর্থন করিয়াছেন।"

(১) হানাফিদের কতিপয় লোক মোতাজেলা মতাবলম্বন করিয়াছিল, কিন্তু সাধরণ হানাফিগণ তাহাদিগকে ও তাহাদের মতকে বর্জন করিয়াছিলেন।

উক্ত গ্রন্থ, ২/২৫৬-২৫৯ পৃষ্ঠা;-

এমাম সুব্কি লিখিয়াছেন যে, নিম্নোক্ত প্রবীণ প্রবীণ হাদিস তত্ত্ববিদ্ বিদ্বান্গণ শেখ আশ্য়ারির ন্যায় আকিদা অবলম্বী ছিলেন;-

১/ আবু সাহ্ল সো'লুকি, ২/ আবু ইসহাক এসফেরাইনি, ৩/ শেখ আবু বকর কাফ্ফাল, ৪/ শেখ আবু জয়েদ মরুজি, ৫/ আবু আবদুল্লা বেনে খফিফ, ৬/ জাহের বেনে আহদম সারাখ্সি, ৭/হাফেজ আবুবকর যোরযানি, ৮/ শেখ আবুবকর উদ্নি, ৯/ শেখ আবু মোহাম্মদ তিব্রি ১০/ আবুল হাসান আবদুল আজিজ তিব্রি, ১১/আবু জা'ফর সালামি, ১২/ আবু আবদুল্লা এস্বেহানি, ১৩/ আবু মোহাম্মাদ কারাশি; ১৪/ আবু মনসুর বেনে হাম্শাদ, ১৫/ শেখ এবনে সমউন, ১৬/ আবু আবদুর রহমান যোরযানি, ১৭/ আবু আবদুল্লা তায়ি, ১৮/ আবুল হাসান বাহিলি, ১৯/ বোন্দার, ২০/আবুল হাসান আলি তিব্রি, ২১/আবু সইদ এস্মায়িলি, ২২/আবু নসর, ২৩/ আবুত্তইয়েব সলুকি, ২৪/ আবুল হাসান এবনে দাউদ মকরি, ২৫/ কাজী আবুবকর বাকেল্লানি ২৬/ ওস্তাজ আবু ইস্হাক, ২৭/ ওস্তাজ আবুবকর এবনে ফওরক, ২৮/ ওস্তাজ আবু আলি দাক্কাক, ২৯ হাফেজ আবু আদুল্লাহ্ হাকেম, ৩০/ শেখ আবু সইদ হারকুছি, ৩১/ কাজি আবু আমর বোস্তামি, ৩২/ আবুল কাসেম বাযালি, ৩৩/ আবুল হাসান এবনে মাশাদাহ্, ৩৪/ শরিফ আবু তালেব বেনে মেহ্দী, ৩৫/ আবু মোয়াম্মার এস্মায়িলি, ৩৬/ আবু হাজেম আবদারি, ৩৭/ হাফেজ আ'রাজ, ৩৮/ আবু আলি এবনে শাজান, ৩৯/ হাফেজ আবু নইম এস্বেহানি, ৪০/ আবু হামেদ দেক্ওয়হে ৪১/ আবুল হাসান সুক্রি, ৪২/ আবু মনসুর নায়সাপুরি, ৪৩/কাজি আবদুল অহ্হাব মালেকি, ৪৪/ আবুল হাসান নয়িমি, ৪৫/ আবু তাহের বেনে খারশ, ৪৬/ ওস্তাজ আবু মনসুর বগ্দাদী, ৪৭/হাফেজ আবু জার হেরাবি, ৪৮ আবুবকর বেনে যোরামি, ৪৯/ শেখ আবু মোহাম্মদ জোয়েনি, ৫০/ আবুল কাসেম হাম্দানি, ৫১/আবু যা'ফর সম্নানি, ৫২ আবু হাতেম কজ্বিনি, ৫৩/এবনে লতিফ মক্কি, ৫৪/ আবু মোহাম্মদ এস্বেহানি, ৫৫/ সলিম রাজি, ৫৬/ আবু আব্দুল্লা খানান্দি; ৫৭/ আবু আবুল ফজল মালেকি ৫৮/ ওস্তাজ আবুল কাসেম এবনে আলি এস্ফেরায়েনি, ৫৯/ হাফেজআবুবকর বয়হকি, ৬০/ হাফেজ খতিব বগদাদী ৬১/

ওস্তাজ আবুল কাসেম কোশায়দি ৬২/আবু আলি হাম্দানী, ৬৩/আবুল মোজফ্ফার এস্ফরায়েনি, ৬৪/ শেখ আবু ইস্হাক শিরাজী, ৬৫/ এমামল হারামাএন, ৬৬/ নস্র মোকাদ্দেসি, ৬৭/ আবু আবদুল্লাহ্ তিব্রি, ৬৮/ আবু মোজাফ্ফার খাওয়াফি, ৬৯/ কায়াল হেরাসি, ৭০/ এমাম গাজালি, ৭১/ ফখ্রোল ইস্লাম শাশি, ৭২/ আবু নসর কোশায়রি, ৭৩/ শেখ আবু সা'য়াদ মোহানি, ৭৪/ শরিফ আবু আবদুল্লাহ্ দিবাজি, ৭৫/ কাজি আবুল আব্বাস, ৭৬/ আবু আবদুল্লা ফাক্রি, ৭৭/ আবু সায়া'দ বেনে আবু সালেহ্, ৭৮/ আবুল হাসান সালামি, ৭৯/ আবু মনসুর এস্বেহানি, ৮০/ আবুল ফতুহ্ এস্ফেরায়িনি, ৮১/ নস্রোল্লাহ্ মোসায়সি, ৮২/ আবুল হাসান মালেকি, ৮৩/ আবুল ফজল মালেকি, ৮৪/ আবুল কাসেম মক্কি, ৮৫/ আবুবকর আব্হোরি, ৮৬/ আবু মোহাম্মদ বেনে আবি জায়েদ, ৮৭/ আবু মোহাম্মদ বেনে তোব্বান, ৮৮/ আবু ইস্হাক কালানিসি, ৮৯/ আবু আম্র ফার্সি, ৯০/ আবু ইসহাক তন্সি মালেকি, ৯১/আবুল অফা এবনে আকিল হাম্বলি, ৯২/ কাজিউল-কোজাত দামেগানি হান্ফি, ৯৩/আবুবকর নাসেহ্ হানফি, ৯৪/আবুল অলিদ বাজি, ৯৫/হাফেজ এবনে আবদুল বার, ৯৬/ আবুল হাসান ফারেসি, ৯৭/ হাফেজ এবনে আসাকের, ৯৮/ হাফেজ আবুল হাসান মোরাদি, ৯৯/হাফেজ এবনোস সাময়ানি, ১০০। হফেজ আবু তাহর সালাফি, ১০১/ কাজি আয়্যাজ ১০২। এমাম আবুল ফাতাহ্ শাহ্রাস্তানি, ১০৩/ এমাম ফখরুদ্দিন রাজি, ১০৪/সয়ফদ্দিন আমাদি, ১০৫/ শায়খোল ইসলাম তাজদ্দিন এবনে সালাম, ১০৬/ শেখ এবনে হাজেব মালিকি, ১০৭/ শেখ জামালদ্দিন হান্ফি, ১০৮/ তহসিল ও হাসেল (গ্রন্থ) প্রণেতা ১০৯/ খোশরুশাহি, ১১০/ শায়খোল ইসলাম এবনে দকিকোল ঈদ, ১১১/ শেখ অলাউদ্দিন বাযী, ১১২/ শেখ এমাম ওয়ালেদ, ১১৩/ শেখ সফিউদ্দিন ;১১৪/ শেখ সদ্রদ্দিন, ১১৫/ শেখ জয়নদ্দিন, ১১৬/ শেখ সদ্রদ্দিন সোলায়মান মালেকি,১১৭/ শেখ সাম্সদ্দিন খতিব, ১১৮/ শেখ জামালদ্দিন জামলাকানি, ১১৯/কাজি জামালদ্দিন এবনে জোম্লা, ১২০/ শেখ শেহাবদ্দিন বেনে জামিল, ১২১/ কাজিউল কোজাত শাম্সদ্দিন হান্ফি,১২২/কাজি শামস্দ্দিন হারিরি, ১২৩/ কাজি আজ্দাদ্দিন শিরাজি।"

তাবাকাতে-কোবরা, ২য় খণ্ড, ২৫৮ পৃষ্ঠা;-

قال لولا خوفى من الا ملال فى الا سهاب لتبعت ذكر جميع الاصحاب و كما لا يمكن احصاء تجوم السماء لا اتمكن من استقصاء جمع العلماء مع انتشارهم فى الا قطار و الا فاق من المغرب و الشام و خراسان و العراق☆

"এমাম সুবকি বলিয়াছেন, যদি অধিক বর্ণনায় আমি বিরক্তির ভয় না করিতাম, তবে আশয়ারির সমস্থ আনুসরণ কারীর বিবরণ প্রকাশ করিতাম এবং যেরূপ আকাশ মণ্ডলের নক্ষত্র রাশি গণনা করা সম্ভব নহে, সেইরূপ মগরেব, শাম, খোরাসান ও এরাক ইত্যাদি (জগতের) প্রতিকর্ণে ও কেন্দ্রে যে বিদ্বান্ সম্প্রদায় বিচ্ছিন্ন ভাবে আছেন, (তাঁহাদের) গণনা করা আমার পক্ষে সহজ সাধ্য নহে।

পাঠক, ইহাতে প্রমাণিত হইল যে, জগতের অসংখ্য বিদ্বান্ আশয়ারির তুল্য মতাবলম্বী ছিলেন। এমাম আবু হানিফা (র) ও তাঁহার মজহাবাবলম্বিগণ ও তদনুরূপ মত ধারণ করিতেন, ইঁহারা সকলেই নাজী সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন।

তাবাকাতে-কোবরা, ১ম খণ্ড, ৬৬ পৃষ্ঠা;-

واما من يقول الايمان والتصديق كما هو رائى ابى حنيفة و الاشعرى ويقول مع ذلك انه غير الاسلام فالمشهور من مذهبه لا يقبل الزيادة و النقصان☆

"(এমাম) আবু হানিফা (র) ও (এমাম) আশয়ারির মত এই যে, ইমান মনের বিশ্বাসকে বলে, ইহা সত্ত্বেও তাঁহারা বলেন যে, ইমান পৃথক বস্তু ও ইসলাম পৃথক বস্তু। তাঁহার (এমাম আশয়ারির) প্রসিদ্ধ মত এই যে, ইমান কম বেশী হইতে পারে না।"

উক্ত গ্রন্থ, ২য় খণ্ড, ২৮৬ পৃষ্ঠা;-

وعند ابى الحسن الاشعرى الايمان هو التصديق وهو مذهب ابى حنيفة ☆

" (এমাম) আবুল হাসান আশ্‌য়ারির মতে অন্তরের বিশ্বাসকে ইমান বলা হয়, ইহাই(এমাম) আবু হানিফার (র) মত।"

গুনইয়াতোত্তালেবিন, ১৪৯ পৃষ্ঠা;-

وقد انكرت الاشعرية الايمان ونقصانه☆

"নিশ্চয় আশ্‌য়ারি সম্প্রদায় ইমানের কম বেশী হওয়া অস্বীকার করিয়াছেন।"

তফসির কবির, ১ম খণ্ড, ১৭২ পৃষ্ঠা;-

ان الايمان اقرار باللسان ومعرفته بالقلب وهو قول ابى حنيفة و عامة الفقهاء☆

"নিশ্চয় মৌখিক একরার ও অন্তরের বিশ্বাসকে ইমান বলে; ইহা (এমাম) আবু হানিফা ও অধিকাংশ ফেকহ তত্ত্ববিদ্ বিদ্বানের মত।"

আরও ১৭৩ পৃষ্ঠা;-

ان الايمان هو التصديق بالقلب واللسان معا وهو قول بشر بن عتاب المريثى وابى الحسن الاشعرى☆

"নিশ্চয় অন্তরের বিশ্বস ও মৌখিক স্বীকারকে ইমান বলে; ইহা বেশ্‌র বেনে এতাব মরিসি ও আবুল হাসান আশ্‌য়ারির মত।"

তাবাকাতে-কোবরা, ১ম খণ্ড, ৬৮ পৃষ্ঠা;-

واما الشافعى فلم يتحرر عنه فيهما نص واما مالك فعنه انه يزيد وينقص☆

"ইমাম শাফিয়ির এতদ্ সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট রেওয়াএত বর্ণিত নাই।"

এমাম মালেক বলেন, ইমান বেশী হইতে পারে এবং কম হইতে পারে না।

ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে যে, এমাম শাফিয়ি হাদিস তত্ত্ববিদ্ বিদ্বান্‌গণের তুল্য মত ধারণ করিতেন না, এবং এমাম মালেক তাঁহাদের বিরুদ্ধে ইমান কম হওয়া অস্বীকার করিয়াছেন। এক্ষনে যদি উক্ত এমাম আহমদের মত ভ্রান্তিমূলক বলিয়া স্বীকার না করা হয়, তবে এমাম আশ্‌য়ারি, বয়হকি, এজদ্দিন বেনে সালাম, সুব্‌কি, এবনে আসাকের, মালেক, শাফিয়ি ও অসংখ্য হাদিসও ফেক্‌হ তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত বেদাতি, পথভ্রষ্ট, ইস্‌লাম হইতে খারিজ হইয়া যাইবেন।

এমাম বোখারি, মোসলেম, আবু দাউদ, তেরমজি, নাসায়ী, এবনে মাজা ও আহমদ এইরূপ বহু সংখক লোকের হাদিস ও শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছেন যহারা ইমানের কম বেশী হওয়া অস্বীকার করিতেন, এমন কি এমাম বোখারি ও মোসলেম সাহেবদ্বয় উপরোক্ত মতাবলম্বী আইউব বেনে আ'এজ, বেশ্‌র বেনে মোহাম্মদ, খাল্লাদ বেনে এহইয়া, সালেম বেনে এয়লান, শাবাবা বেনে সেওয়ার, শোয়া'এব বেনে ইসহাক, আবদুল হামিদ বেনে আবদুর রহমান, ওসমান বেনে গেয়াস, আম্‌র বেনে মোর্রা, ওমার বেনে জার, কয়েস বেনে মোস্‌লেম প্রভৃতি বিদ্বান্‌গণের হাদিস বা শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছেন; এক্ষনে এমাম বোখারি, মোসলেম আহমদ প্রভৃতি হাদিস তত্ত্ববিদ্‌গণ মরজিয়া সুন্নত জামায়াত হইতে খারিজি ও সত্য পথ ভ্রষ্ট হইয়া যাইবেন কি না? আর যদি মোহাম্মদিগণ তাঁহাদের লিখিত হাদিস সকল মান্য করিবার দাবী করেন; তবে তাঁহারাও মরজিয়া, সুন্নত জামায়াত ও সত্য পথ ভ্রষ্ট হইবেন কি না?

পাঠক, ইহাতে প্রমাণিত হইল যে, কেবল ইমানের কম বেশী হওয়া অস্বীকার করিলে, মরজিয়া হয় না, বরং যাহারা বলে যে ইমান গ্রহণ করার পরে কোন পাপ ক্ষতিজনক হইবে না, বা ইমানদার ব্যক্তি পাপ করিলেও দোজখে প্রবেশ করিবে না, তাঁহারাই মরজিয়া হইবে, এমাম আহমদ (র) এই মর্মে উক্ত কথা বলিয়াছেন।

পাঠক, নিম্নোক্ত প্রমাণগুলি মনোনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিলে, ইহার সত্যতা বুঝিতে পারিবেন।

এমাম এবনে হাজার ফৎহোল-বারি'র উপক্রমণিকায় (৫৪০ পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন;-

فالارجاء بمعنى التاخير وهو عندهم على قسمين منهم من اراد به تاخير القول فى تصويب احدى الطائفتين الذين تقاتلوا بعد عثمان ومنهم

من اراد تاخير القول فى الحكم على من اتى الكبائروترك لفرائض بالنار لان الايمان عندهم الاقرار الاعتقاد ولا يضر العمل مع ذلك ☆

মরজিয়া হওয়ার অর্থ বিলম্ব করা এই মরজিয়া তাঁহাদের মতে দুই প্রকার, প্রথম প্রকারের ব্যাখ্যায় বলেন, হজরত ওসমানের (রা) পরে যে দুই দল সাহাবা পরস্পর যুদ্ধে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একদল সত্য পথে ছিলেন, (ইহা নির্দ্দেশ করিয়া) বলিতে যাহারা কুণ্ঠিত হয়, তাহারা মরজিয়া হইবে। দ্বিতীয় প্রকারের ব্যাখ্যায় বলেন, যে ব্যক্তি মহা মহা পাপ করিল ও ফরজ সকল ত্যাগ করিল, সে ব্যক্তি দোজখে প্রবেশ করিবে, যাহারা এই ব্যবস্থা অমান্য করে, তাহারাও মরজিয়া হইবে, ইহারা বলে যে, মনের বিশ্বাস ও মৌখিক একরারকে ইমান বলে, এই ইমান থাকিলে কোন কার্য্য ক্ষতিকর হইতে পারে না"

গুণ্ইয়াতোত্তালেবিন ২২৮ পৃষ্ঠা;-

زعمت ان الواحد من المكلفين اذا قال "لا اله الا الله محمد رسول الله" وفعل بعد ذلك سائر المعاصى لم يدخل النار وان الايمان قول بلا عمل ☆

"মরজিয়ারা ধারণা করিয়াছেন যে, যদি কোন সাবালক বুদ্ধিমান লোক কলেমা পাঠ করে এবং তৎপরে সমস্ত পাপের অনুষ্ঠান করে, তবে সে দোজখে প্রবেশ করিবে না। (ইমান মৌখিক একরার, কার্য্য (ইমান) নহে।"

মাওয়াকেফের টীকা, ৭৬ পৃষ্ঠা;-

انهم يقولون لا يضر مع الايمان معصية ☆

"নিশ্চয় উক্ত মরজিয়া দল বলিয়া থাকে যে, ইমান স্বীকার করিলে, কোন পাপ ক্ষতিকর হইবে না।".

তফছির আহমদি, ৪০৯ পৃষ্ঠা;-

والمرجية يقولون بان الله تعالى خلق آدم على صورته وبان له جسما وتخيرا والعرش مكانه وان العبد لا يضره ذنب بعد الايمان والمفروض على العباد هو الايمان فقط وينكرون الصلوة والزكوة وغيره من الفرائض والواجبات☆

"মরজিয়ারা বলিয়া থাকে যে, নিশ্চয় খোদাতায়ালা হজরত আদমকে (আঃ) নিজ আকৃতিতে সৃষ্টি করিয়াছেন, নিশ্চয় তাঁহার (খেদাতায়ালার) আবয়ব আছে; তিনি স্থানবিশেষে স্থিতি করেন; আরশ তাঁহার স্থান, নিশ্চয় মনুষ্য ইমান গ্রহণ করিলে, কোন পাপ তাহার পক্ষে ক্ষতিকর হইবে না; মনুষ্যের উপর কেবল ইমান গ্রহণ করা ফরজ। তাহারা নামাজ জাকাত ইত্যাদি ফরজ ওয়াজেব সমূহকে অস্বীকার করিয়া থাকে।"

পাঠক, এমাম আহমদ যে মরজিয়া দিগকে পথ ভ্রষ্ট বলিয়াছেন, তাঁহাদের লক্ষণ উল্লেখ করা হইল, এমাম আজম, তদীয় শিষ্যগণ ও আশ্য়ারি সম্প্রদায়

উপররোক্ত মতের প্রতিবাদ করিয়াছেন।

ফেক্‌হে আকবর, ৯২-৯৪ পৃষ্ঠা;-

وتقول ان المؤمن لا يضره الذنوب الخ☆

এমাম আজম বলিয়াছেন;-

"আমরা বলি না যে, নিশ্চয় পাপ সমুহ ইমানদারের ক্ষতিকর হইবে না এবং ঐ ইমানদার ইমান সহ জগত ত্যাগ করিতে পারিলে, যদিও সে পাপ করিয়া থাকে, তথাচ তাহাকে চিরজাহান্নামী বলি না।

আরও আমরা মরজিয়াদের ন্যায় বলি না যে, নিশ্চয় আমাদের সৎকার্য সকল গ্রহণীয় ও পাপ সকল মার্জ্জনা হইবে, বরং আমরা বলিয়া থাকি যে, যে ব্যাক্তি যাবতীয় সর্ত্ত সহ, বিনষ্টকারী সমূহ দোষ ও বাতীলকারী সমগ্র বিষয় হইতে নির্দ্দোষ অবস্থায় সৎকার্য করিয়া থাকে এবং জগত ত্যাগ করা অবধি উহা বাতীল না করিয়া থাকে, তবে নিশ্চয় খোদাতায়ালা উহা নষ্ট করিবেন না, বরং উহা গ্রহণ করিবেন এবং উহার সুফল প্রদান করিবেন। আর যদি শেরক, কোফর ব্যতীত অন্যান্য পাপ হয় এবং উহা হইতে তওবা না করিয়া থাকে, এমন কি ইমান সহ মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তবে সে খোদাতায়ালার ইচ্ছার অধীনে থাকে, যদি খোদা ইচ্ছা করেন, তবে তাহাকে শাস্তি প্রদান করিবেন, আর যদি ইচ্ছা করেন, তবে মার্জ্জনা করিবেন, কিন্তু চিরজাহান্নামী করিবেন না।"

যদি কেহ বলেন যে, যদি এমাম আজম মরজিয়া না হইবেন, তবে এব্‌নে কোতায়বা ও সোলায়মানি কেন তাঁহাকে মরজিয়া লিখিলেন, তদুত্তরে আমরা প্রশ্নকারীকে নিম্নোক্ত কথাগুলি পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

আল্লামা এবনে হাজার শাফিয়ি 'খয়রাতোল-হেসান' গ্রন্থের ৬৬। ৬৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;-

قد عد جماعة الامام ابا حنيفة رحمه الله من
المرجئة وليس الكلام على حقيقة الخ☆

একদল লোক এমাম আবু হানিফা (র) কে মরজিয়াদের মধ্যে গণ্য করিয়াছেন, কিন্তু উক্ত কথার প্রকৃত মর্ম্ম অন্য প্রকার, (উহার অর্থ তিন প্রকার হইতে পারে), প্রথম এই যে, মাওয়াকেফের টীকাকার বলিয়াছেন যে, মরজিয়া মতাবলম্বী গাসসান স্বীয় মরজিয়া মতকে (এমাম) আবু হানিফার মত বলিয়া প্রকাশ করিত

এবং তাঁহাকে মরজিয়ার মধ্যে গণ্য করিত, ইহা তাঁহার উপর মিথ্যা দোষারোপ করা ভিন্ন নহে। গাস্সান উক্ত মতকে এই মহিমান্বিত বিখ্যাত এমামের উপর আরোপ করিয়া স্বীয় মজহাবকে প্রসিদ্ধ করার প্রয়াস পাইয়াছিল।

দ্বিতীয় (আল্লামা) আমাদি বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি তাঁহাকে সুন্নত জমায়াত ভুক্ত মরজিয়ার মধ্যে গণ্য করিয়াছে, তাঁহার ওজোর (উদ্দেশ্য) এই যে, যে ব্যক্তি প্রথম সময়ে অদৃষ্ট সম্বন্ধে মোতাজেলা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধ মত ধারণ করিতেন, তাঁহারা তাঁহাকে মরজিয়া নামে অভিহিত করিত, কিম্বা তিনি যখন বলিয়াছেন যে,ইমান কম বেশি হয় না, তখন তিনি ইমান গ্রহণের পরে যে সৎ কার্য্যের আবশ্যক হইবে না, এই মরজিয়া মত ধরিবেন, এইরূপ কল্পনা করা হইয়াছে, কিন্তু প্রকৃত ঘটনা সেরূপ নহে, কারণ সৎকার্য্য অনুষ্ঠানে তাঁহার অতিরিক্ত সাধ্য সাধনা প্রমাণিত হইয়াছে।

তৃতীয় (এমাম) এবনে আব্দুল বার বলিয়াছেন, লোকে (এমাম) আবু হানিফার (র) উপর হিংসা করিত, তাঁহার উপর এরূপ দোষারোপ করিত যাহা হইতে তিনি নির্দ্দোষ ছিলেন এবং যাহা তাঁহার পক্ষে উপযুক্ত নহে, তাঁহার উপর এরূপ মিথ্যা কলঙ্কারোপ করিত। (এমাম) অকি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে অধোমস্তকে চিন্তান্বিত দর্শন করিলেন। তৎপরে তিনি (এমাম আজম) তাঁহাকে (এমাম অকিকে) বলিলেন, (আপনি) কোথা হইতে (আসিতেছেন ?) তদুত্তরে তিনি বলিলেন (আমি) শরিফের নিকট হইতে আসিতেছি। তখন তিনি (এমাম আজম) নিম্নোক্ত কবিতা রচনা করতঃ বলিলেন ;-

"যদি তাহারা আমার প্রতি বিদ্বেষ ভাব পোষণ করেন, তবে আমি তাহাদিগকে ভৎর্সনা করিব না, (কারণ) লোকে আমার পূর্ব্বকালীন গৌরবান্বিত ব্যক্তিদিগের প্রতি হিংসা করিতেন। অনন্তর আমার জন্যও তাহাদের জন্য যাহা আমার সহিত ও তাহাদের সহিত আছে, সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকিল, আমাদের অধিকাংশ হিংসানলে দগ্ধিভূত হইয়া ক্ষোভে মৃত্যুমুখে পতিত হইল।"

(এমাম) অকি বলিলেন, আমি ধারণা করি যে তাঁহার নিকট শরিফের কোন নিন্দাবাদ পৌঁছিয়াছিল।"

মিজানোঁল-এতেদাল ;৩য় খণ্ড ;১৬৩ পৃষ্ঠা,

مسعر بن كدام حجة امام ولا عبرة بقول السليماني كان من المرجئة مسعر و حمد بن ابى سليمان و النعمان و عمر و بن مرة و عبد العزيز بن ابى رواد و ابو معاوية وعمر و بن ذر و سرد جماعة قلت الا رجاء مذهب لعدة من جلة العلماء لا ينبغى التمامل على قائله☆

"এমাম জাহাবি বলেন, মেসয়া'র বেনে কেদাম প্রমান্য এমাম ছিলেন। সোলায়মানি মেছয়া'র হাম্মাদ বেনে আবি সোলায়মান, নো'মান, আম্‌র বেনে মোর্রাহ্‌, আবদুল অজিজ বেনে আবি রোয়াদ, আবু মোয়াবিয়া, আমর বেনে জার এবং আর একদলকে উল্লেখ করিয়া (তাঁহাদিগকে) মরজিয়া বলিয়াছেন, ইহা অগ্রাহ্য। গ্রন্থকার বলেন, ইমান কম বেশী না হওয়া কতক সংখ্যক প্রবীণ বিদ্বান্‌গণের মত, এই মত ধারীর প্রতি নিন্দাবাদ করা অনুচিত।"

অকুদোল-জওয়াহেরোল মনিফা, ১১ পৃষ্ঠা;-

واما نسبه الارجاء اليه فقير صحيح فان اصحاب الامام كلهم على خلاف رائى اصحاب الارجاء فلو كان ابو حنيفة مرجئا لكان اصحابه على رائه وهم الان الموجودون على خلاف ذلك واذا اجمع الناس على امر وخالفهم واحد او اثنان لم يلتفت الى قوله ولم يصدق فى دعواه حتى الصلاة عند ابى حنيفة خلف المرجئة لا تجوز ومن اجمع الامة على انه احد الائمة الاربعة المجمع عليهم لا يقدح فيه قول من لا يعرفه الا بعض المحدثين وقد روى عن حماد بن زيد يقول سمعت ايوب يعنى السختياني وقد ذكر عنده ابو حنيفة بنقص فقال يريدون ان يطفئوا نورالله بافواههم ويابى الله الا ان يتم نوره وقد رأينا مذاهب جماعة ممن تكلم فى ابى حنيفة قد ذهبت واضمحلت ومذهب ابى حنيفة باق الى يوم القيامة وكلما قدم ازداد نورا وبركته والناس الان مطبقون على ان اصحاب السنة والجماعة هم اهل المذاهب الاربعة مثل ابى حنيفة ومالك والشافعى احمد وكل من تكلم فى مذهب ابى حنيفة درس مذهبه حتى لا يعرف ومذهب ابى حنيفة باق ملأ الارض شرقها وغربها واكثر الناس عليه ☆

এমাম আজমের উপর মরজিয়া হওয়ার দোষারোপ করা সহিহ্ নহে, কারণ (উক্ত) এমামের সমগ্র শিষ্য মরজিয়াদের মতের বিরুদ্ধাবাদী; যদি (এমাম) আবু হানিফা (র) মরজিয়া হইতেন, তবে তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহার মতাবলম্বী হইতেন, এখনও তাঁহারা উক্ত মতের বিরুদ্ধে বর্ত্তমান আছেন। যদি লোকে কোন বিষয়ের প্রতি এজমা করেন এবং এক বা দুই জন তাহাদের বিরুদ্ধাচারণ করে তবে তাহার কথার দিকে ভ্রুক্ষেপ করা যায় না, তাহার দাবিকেসত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না, এমন কি (এমাম) আবু হানিফার (র) মতে মরজিয়াদের পাশ্চাতে নামাজ পাঠ জায়েজ হয় না। উম্মতেরা একবাক্যে যে চারিজন এমামের উপর এজমা করিয়াছেন, ইঁনি তাহাদের অন্যতম, যে ব্যক্তি তাঁহার সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ, তাহার বা কোন হাদিস তত্ত্ববিদের কথা উক্ত এমামের সম্বন্ধে ক্ষতিকর হইবে না। হাম্মদ বেনে জায়েদ হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি আইউব সুখ্‌তিয়ানির নিকট শ্রবণ করিয়াছি, তাঁহার সমক্ষে (এমাম) আবু হানিফার (র) প্রতি দোষারোপ করা হইয়াছিল, ইহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, তাহারা ইচ্ছা করেন যে, খোদা (প্রদত্ত) জ্যোতিকে মুখ দ্বারা নির্বাপিত করিবেন, (কিন্তু) খোদাতায়ালা নিশ্চয় তাঁহার উক্ত জ্যোতিকে পূর্ণ করিবেন।

যে দল (এমাম) আবু হানিফার (র) নিন্দাবাদ করিয়াছেন, আমরা তাহার মজহাবকে বিলুপ্ত ও বিনষ্ট হইতে দর্শন করিয়াছি, কিন্তু (এমাম) আবু হানিফার (র) মজহাব কেয়ামত অবধি স্থায়ী থাকিবে। যতই উহা পুরাতন হইতেছে, ততই উহার জ্যোতিঃ ও বরকত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। লোকে বর্ত্তমানে এজমা করিয়াছেন যে, (এমাম) আবু হানিফা, মালেক, শাফিয়ি ও আহমদ এই চারি (এমামের) মজহাবাবলম্বিগণই সুন্নত জামায়াত ভুক্ত। যে ব্যক্তি এমাম আবু হানিফার মজহাবের প্রতি দোষারোপ করিয়াছে, তাহার মজহাব ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে, এমন কি (কাহারও নিকট) উহা পরিচিত নহে

(এমাম) আবু হানিফার মজহাব পূর্ব্ব পশ্চিম সমগ্র ভূখণ্ডে বিদ্যমান এবং অধিকাংশ লোক এই মতাবলম্বী।"

তাবাকাতে-কোবরা, ১ম খণ্ড ৬৮ পৃষ্ঠা:-

قال ابن حزم فى كتابه الملل والنحل

التصديق بالتوحيد والنبوة لا يمكن ان يكون

فيه زيادة ولا نقص البتة ☆

"এবনে হাজম স্বীয় গ্রন্থ মেলাল অন্নেহালে বলিয়াছেন যে, (খোদাতায়ালার)

আহ্‌দানিয়ত (একত্ব) ও (পয়গম্বরগণের) প্রেরিতত্ব (নবুয়ত) এরউপর বিশ্বাস স্থাপন করা নিশ্চয় কম বেশী হইতে পারে না।"

পাঠক, এবনে হাজম মজহাব বিদ্বেষিদের নেতা, এক্ষণে তাঁহারাও বেদাতি, খারিজি ও পথভ্রষ্ঠ হইবেন কি না?

মজহাব বিদ্বেষিগণের দ্বিতীয় নেতা মৌলবি সিদ্দিক হাসান সাহেব এস্তেওয়া পুস্তকের ৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন:-

پهر بیٹھا عرش پر

"তৎপরে (খোদা) আরশের উপর বসিলেন।"

ইতিপূর্ব্বে তফসির আহমদি হইতে লিখিত হইয়াছে যে, বেদাতি মরজিয়া দলেরা খোদাতায়ালার আরশের উপর বসিবার মত ধারণ করিয়াছেন, মজহাব বিদ্বেষীদল এই হিসাবে বেদাতি মরজিয়া হইলেন কি না, তাহাই পাঠকের বিচারাধীন। আল্লামা এবনে জওজি 'তলবিসে ইবলিস' গ্রন্থের ২৬/২৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন:-

والظاهرية الذين لا يقولون بالقياس ☆

"(মরজিয়াদের সপ্তম দল) জাহেরিয়া যাহারা কেয়াসকে শরিয়তের দলীল বলিয়া গ্রাহ্য করেন না।"

ইহাতে স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে, এ দেশস্থ কেয়াস অমান্য কারী মজহাব বিদ্বেষী দল নিশ্চয় মরজিয়া দল ভুক্ত।

পাঠক, এক্ষণে আসুন, দলীলের তর্ক শ্রবণ করুন, মাওলানা শাহ আলিউল্লাহ দেহলবি সাহেব 'তফহিমাতে এলাহিয়া' গ্রন্থে লিখিয়াছেন

بل الدلائل متعارضة فكم من حديث وآية يدل على ان الايمان غير عمل وكم من دليل يدل على ان اطلاق الايمن على مجموع القول والعمل ☆

"বরং ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের দলীল সমূহ বর্ত্তমান আছে, কতক হাদিস ও আয়তে বুঝা যায় যে, সৎকার্য্য ইমান নহে এবং কতক দলীলে সাব্যস্ত হয় যে, একরার ও আমলকেও ইমান বলা হয়।"

এক্ষণে মজহাব বিদ্বেষিগণ কি শাহ্ আলিউল্লাহ্ মরহুমকেও মরজিয়া,

খারিজি, ও সত্যপথ ভ্রষ্ট বলিবেন?

কোরআন সুরা মে'যাদালাহ্:-

كتب فى قلوبهم الايمان ☆

"তিনি তাঁহাদের অন্তর সমূহে ইমান অঙ্কিত করিয়াছেন।"

কোরআন সুরা নহল:-

وقلبه مطمئن بالايمان ☆

"এবং তাহার হৃদয় ইমান দ্বারা শান্তি প্রাপ্ত হইয়াছে।"

কোরআন সুরা হোযরা'ত:-

ولما يدخل الايمان

"এবং তাহাদের অন্তর সমূহে কখনও ইমান প্রবেশ করে নাই।"

উপরোক্ত আয়তগুলিতে প্রমাণিত হয় যে, ইমান অন্তরের বিশ্বাসকে বলে, উহা সৎকার্য্য নহে।

মেশকাত, ১১ পৃষ্ঠা:-

وقال يا محمد اخبرنى عن الاسلام الخ ☆

"এবং তিনি (হজরত জিবরাইল আঃ) বলিলেন, হে মোহাম্মদ (সাঃ) আপনি আমাকে ইস্‌লাম সম্বন্ধে সংবাদ দিন, ইহাতে (হজরত) রসুলোল্লাহ্ (সাঃ) বলিলেন নিশ্চয় খোদাতায়'লা ব্যতীত প্রকৃত উপাস্য কেহ নাই ও নিশ্চয় (হজরত) মোহাম্মদ (সাঃ) খোদাতায়'লার প্রেরিত, ইহার সাক্ষ্য প্রদান করা, নামাজ সুসম্পন্ন করা, জাকাত প্রদান করা, রমজান মাসের রোজা করা এবং যদি তুমি পাথেয় সংগ্রহে সক্ষম হও, তবে কাবা গৃহে হজ্জ করা (এই পঞ্চ কার্য্য) কে ইসলাম বলে। তিনি (হজরত জিবরাইল আঃ) বলিলেন, আপনি সত্য বলিয়াছেন। তিনি তাঁহাকে (হজরতকে) জিজ্ঞাসা করিতেছেন এবং তাঁহার সত্যবাদিত্ব স্বীকার করিতেছেন, তাঁহার (এই কার্য্যের) জন্য আমরা অশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। তিনি বলিলেন, "আপনি আমাকে ইমানের সম্বন্ধে সংবাদ দিন।" হুজুর বলিলেন, "খোদা, ফেরেশ্‌তাগণ, ধর্ম্মগ্রন্থ সকল, পয়গম্বরগণ, শেষ দিবসের (কেয়ামতের দিবসের) প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা এবং অদৃষ্টের শুভ অশুভের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাকে ইমান বলে।" তিনি বলিলেন, "আপনি সত্য বলিয়াছেন।"

পাঠক, হজরত নবি করিম (সাঃ) ও হজরত জিবরাইল (আঃ) এই স্থলে অন্তরের বিশ্বাসকে ইমান বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, নামাজ, রোজা, হজ্জ ইত্যাদি সৎকার্য্যকে ইমান বলেন নাই। এই হাদিসের প্রমাণে আশয়ারি সম্প্রদায় ও এমাম আবু হানিফা (রঃ) প্রভৃতি বিদ্বানগণ সৎকার্য্যকে ইমান হইতে পৃথক বস্তু বলিয়া ধারণা করিয়াছেন, ইহাতে যদি তাঁহারা মজহাব বিদ্বেষিদের মতে খারিজি, মরজিয়া ও সত্যপথ ভ্রষ্ট হইয়া যান, তবে তাহাদের মতে হজরত নবিয়ে করিম (সাঃ) ও হজরত জিবরাইল (আঃ) খারিজি, মরজিয়া ও সত্য পথ ভ্রষ্ট হইবেন কিনা? তওবা, তওবা, এরূপ ব্যাধির কি ঔষধ আছে।

তফসির কবির, প্রথম খণ্ড, ১৭৩ পৃষ্ঠা :—

والذى نذهب اليه ان الايمان عبارة عن التصديق بالقلب الخ ☆

এমাম রাজি বলিয়াছেন, —

"আমাদের মত এই যে, অন্তরের বিশ্বাস স্থাপন করাকে ইমান বলে, ইহার কয়েক প্রকার প্রমান আছে :— প্রথম এই যে মূল অভিধানে ইমান বিশ্বাস স্থাপন করাকে বলা হইয়াছে, যদি উহা শরিয়তের ব্যবহারে বিশ্বাস স্থাপন করা ভিন্ন (অন্য অর্থে ব্যবহৃত) হয়, তবে উক্ত বাক্য প্রয়োগকারীর (খোদাতায়ালার) আরবি ভাষা ভিন্ন (অন্য ভাষার) বাক্য করা প্রমাণিত (লাজেম) হইবে, ইহা কোরআন শরিফের আরবি হওয়ার বিঘ্ন স্বরূপ হইবে।

দ্বিতীয় ইমান শব্দ মোসলমানদিগের মুখে অন্যান্য শব্দ অপেক্ষা অধিকতর উচ্চারিত হইয়া থাকে, যদি উহার (মূলার্থ পরিত্যক্ত হইয়া) অন্যার্থে ব্যবহৃত হইত, তবে উহা অবগত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক হইত, (জন সমাজে) উহা প্রসিদ্ধ হওয়া যাইত এবং (ইহার) অসংখ্য প্রমাণ থাকিত। যখন ইহার প্রমাণ নাই, তখন নিশ্চয় বুঝিলাম যে, উহার মূল মর্ম্ম বজায় আছে।

চতুর্থ নিশ্চয় খোদাতায়ালা কোরআন শরিফে যে স্থলে ইমানের বর্ণনা করিয়াছেন, (তৎসমুদয় স্থলে) অন্তরের সহিত ইমানের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন।

পঞ্চম নিশ্চয় খোদাতায়ালা যে স্থলে ইমানের বর্ণনা করিয়াছেন, সৎকার্য্যকে তাহার সহিত (পৃথকভাবে) বর্ণনা করিয়াছেন। যদি সৎকার্য্য ইমানের অংশ হইত, তবে ইহা পুনরুক্তি হইত।

বষ্ঠ নিশ্চয় খোদাতায়ালা অনেক সময় ইমানের বর্ণনা করিয়াছেন এবং উহার সহিত পাপ সমূহের যোগ করিয়াছেন (অর্থাৎ পাপানুষ্ঠানকারীকে ইমানদার বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, যদি সৎকার্য্য ইমানের অংশ হইত, তবে পাপী ব্যক্তি কাফের হইয়া যাইত)।"

এমাম আজম 'অসিয়ত' গ্রন্থের ৬/৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন:—

العمل غير الايمان والايمان غير العمل الخ

"সৎকার্য্য ইমান নহে, ইমান সৎকার্য নহে, কেননা অনেক সময় ইমানদার হইতে সৎকার্য্য পরিত্যক্ত হইয়া থাকে, (এস্থলে) তাহার ইমান পরিত্যক্ত হইয়াছে, ইহা বলা সিদ্ধ হইতে পারে না, খোদাতায়ালা ঋতুবতী ও সদাপ্রসূতি স্ত্রীলোককে নামাজ মুক্ত করিয়াছেন, (এস্থলে) ইহা বলা সিদ্ধ হইতে পারে না যে, খোদাতায়ালা তাহাদের উভয়কে ইমান মুক্ত করিয়াছেন, (অথবা ইমান ত্যাগ করিতে আদেশ করিয়াছেন)। শরিয়ত প্রবর্ত্তক (হজরত নবিয়ে করিম সাঃ) বলিয়াছেন যে, তুমি রোজা ত্যাগ কর, তৎপরে উহার কাজা করিও, (এস্থলে) ইহা বলা সিদ্ধ হয় না যে, তুমি ইমান ত্যাগ কর, তৎপরে উহার কাজা কর। দরিদ্রের প্রতি জাকাত ফরজ নহে, ইহা বলা সিদ্ধ হইতে পারে, ইহা বলা সিদ্ধ হইতে পারে না যে, দরিদ্রের উপর ইমান ফরজ নহে

(এমাম আজম বলিয়াছেন), কোরআন শরিফে বর্ণিত আছে, "বলুন (মোহাম্মদ) আমার উক্ত দাসগণকে যাহারা ইমান স্বীকার করিয়াছেন, (যেন) তাহারা নামাজ সম্পন্ন করেন" এই দলীলে প্রমাণিত হয় যে, ইমান পৃথক বস্তু ও নামাজ পৃথক বস্তু।"

আরও তিনি উক্ত গ্রন্থের ৪পৃষ্ঠার লিখিয়াছেন:—

الايمان لا يزيد ولا ينقص لانه لا يتصور نقصانه الا بزيادة الكفر ولا يتصورزيادته الا بنقصان الكفر وكيف يجوز ان يكون الشخص الواحدفى حالة واحدةمؤمنا وكافرا☆

'ইমান বেশী কম হইতে পারে না, কেননা কাফিরি বৃদ্ধি হওয়া ব্যতীত উক্ত ইমানের কম হওয়া সম্ভব নহে এবং কাফিরি হ্রাস হওয়া ব্যতীত ইমানের বেশী হওয়া সম্ভব নহে, এক ব্যক্তি একই অবস্থায় কিরূপে ইমানদার ও কাফের হইতে পারে?

ফেক্হ-আকবরের টীকা, ১০৫ পৃষ্ঠা:-

ইমান হ্রাস বৃদ্ধি হয় না, কেননা যে বস্তুর উপর বিশ্বাস স্থাপন করা হইয়াছে, যদি উহা হ্রাস প্রাপ্ত হয়, তবে সন্দেহ উপস্থিত হইবে;সন্ধেহ ইমান সংক্রান্ত বিষয়ে ফলদায়ক হইতে পারে না। খোদাতায়ালা কোরআন শরিফে বলিয়াছেন, "সত্যপ্রাপ্তির জন্য সন্ধেহমূলক ধারণা যথেষ্ট (ফলদায়ক) নহে।

এমাম রাজি বলিয়াছেন যে, ইমান কম বেশী হইতে পারে না, ইহা মূল বিশ্বাসের হিসাবে সত্য (স্বীকার্য্য), কিন্তু দৃঢ়তার হিসাবে শ্রেণীভেদ হইতে পারে, কেননা চাক্ষুষ জ্ঞান। শিক্ষাগত জ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। কোরআন শরিফে আছে, "(হজরত) এবরাহিম (আঃ) বলিয়াছেন যে, হে আমার প্রতিপালক, তুমি কিরূপে মৃত দিগকে জীবিত কর, (তাহা) আমাকে দেখাও, তিনি (খোদাতায়ালা) বলিলেন, তুমি কি বিশ্বাস কর না? তিনি (হজরত এবরাহিম) বলিলেন, হাঁ, কিন্তু এই হেতু যে, আমার অন্তরে শান্তি হইবে। এই দলীলে বুঝা যায় যে, বিশ্বাস দুর্ব্বল ও সবল এই দুইপ্রকার হইতে পারে। সিদ্দিকের ইমান ও সাধরণ লোকের ইমান সমান নহে। ইহার অর্থ এই যে, সিদ্দিকের ইমান সবল ও সাধারণ লোকের ইমান দুর্ব্বল, ইহাকে কম বেশী হওয়া বলা যাইতে পারে না। উপরোক্ত বর্ণনায় বিদ্বান্‌গণের ইমান সংক্রান্ত বিরোধ ভঞ্জন হইয়া গেল।"

আকায়েদে নাসাফি ও উহার পরটীকা (হাশিয়া), ৯৩ পৃষ্ঠা:—

قال بعض المحققين لا نسلم ان حقيقة التصديق لا تقبل الزيادة والنقصان الخ☆

কোন সূক্ষতত্ত্ববিদ বিদ্বান্ বলিয়াছেন যে, মূল ইমান বেশী কম হয় না ইহা স্বীকার্য্য নহে, বরং দুর্ব্বলতা ও সবলতার হিসাবে শ্রেণীভেদ হয়, কেননা সাধারন উম্মতের বিশ্বাস পয়গম্বর(সাঃ) এর বিশ্বাসের তুল্য নহে, ইহা সুনিশ্চিত। টীকাকার বলেন যে, ইহা (ইমানের দুর্ব্বল ও সবল হওয়া) স্বীকার্য্য বিষয়, কিন্তু এই তর্কে কোন ফল নাই কেননা ইমানের কম বেশী হওয়া লইয়াই মতভেদ হইয়াছে, সাধারণতঃ

সংখ্যাবাচক বিষয়ে কম বেশী হওয়া বলা হইয়া থাকে। (ইমানের) দুর্ব্বল ও সবল হওয়া তর্কস্থল হইতে স্বতন্ত্র। এই হেতু এমাম রাজি ও অনেক আকায়েদ তত্ত্ববিদ পণ্ডিত বলিয়াছেন যে, ইমানের ব্যাখ্যা লইয়াই এই মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে, মূলে কোন মতভেদ নাই। ইহাই প্রকৃত তত্ত্ব, ইহার উপর আস্থা স্থাপন করাই কর্ত্তব্য।"

আকায়েদে নাসাফি ও উহার পরটীকা, ৯০ পৃষ্ঠা:—

"এমাম আজম বলেন, যে সমস্ত আয়তে ইমানের বেশী হওয়ার কথা আছে, তৎসমস্তের তাৎপর্য্য এই যে, একজন একটী ফরজের কথা শুনিয়া বিশ্বাস স্থাপন করিল, তৎপরে অন্য একটি ফরজের হুকুম শুনিয়া উহার উপরও বিশ্বাস স্থাপন করিল, এরূপ ক্রমাগত একটি ফরজের পরে অপর একটি ফরজের উপর বিশ্বাস স্থাপন করার জন্য ইমানের বেশী হওয়া বলা হইয়াছে।"

এমাম নাবাবি এস্থলে এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন যে, অধিক তত্ত্বানুসন্ধান ও দলীল প্রকাশিত হওয়ার জন্য মূল ইমান বেশী হইতে পারে, যেহেতু সিদ্দিকগণের ইমান এত দৃঢ়, বরং তাঁহাদের হৃদয় এত প্রসারিত ও উজ্জ্বল যে, উহাতে সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে না বা কোন কারণে উহা নষ্ট হইতে পারে না, নব ইসলাম ধারিদের ইমান সেইরূপ দৃঢ় হইতে পারে না। ইহাতেও সন্দেহ নাই যে, সাধারণ লোকের ইমান হজরত আবুবকর সিদ্দিকের (রাঃ) ইমানের তুল্য হইতে পারে না তদুত্তরে আশয়ারিগণ বলেন যে, ইহাকে সবল ও দুর্ব্বল হওয়া বলা হয়, কম বেশী হওয়া বলা যাইতে পারে না।

সহি মোসলেমের টীকা, ১৩ পৃষ্ঠা:—

فاذا تقرر ما ذكرنا من مذهب السلف وائمة الخلف الخ☆

"প্রাচীন মহাত্মাগণের ও পরবর্ত্তী এমামগণের মত যাহা বর্ণনা করিয়াছি, উহাতে ইমানের কম বেশী হওয়া স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে, ইহা প্রাচীন মহাত্মাগণের, হাদিস তত্ত্ববিদগণের ও একদল আকায়েদ তত্ত্বজ্ঞের মজহব। অধিকাংশ আকায়েদ তত্ত্ববিদগণ ইমানের কম বেশী হওয়া অস্বীকার করিয়াছেন এবং তাহারা বলিয়াছেন যে, যদি উহা বৃদ্ধি হওয়ার যোগ্য হয়, তবে উহা (কম হইলে) সন্দেহ (উপস্থিত) ও কোফর (সাব্যস্ত) হইবে। আমাদের বিচক্ষণ আকায়েদ তত্ত্ববিদ বিদ্বানগণ বলিয়াছেন যে, মূল বিশ্বাসের হ্রাস বৃদ্ধি হয় না, শরয়ি (সৎকার্য্য সমন্বিত) ইমান সৎকার্য্যের (কম) বেশী হওয়ার জন্য কম বেশী হইতে পারে। ইহাতে প্রাচীন বিদ্বানগণের ও আকায়েদ তত্ত্ববিদ বিদ্বানগণের মতের মধ্যে এবং ইমানের বৃদ্ধি হওয়া সংক্রান্ত স্পষ্ট দলীল সমূহের ও ইমানের আভিধানিক মর্ম্মের মধ্যে যে বিরোধ ভাব পরিলক্ষিত হয়, তাহা ভঞ্জন হইয়া গেল।"

সহি বোখারির টীকা, আয়নি, প্রথম খণ্ড, ১২৭ পৃষ্ঠা;—

وقال الامام هذا البحث لفظى لان المراد بالايمان ان كان هو التصديق فلا يقبلهما الخ ☆

"এমাম (রাজি) বলিয়াছেন, এই তর্কের মূলে কোন মতান্তর নাই, কারণ ইমানের অর্থ বিশ্বাস স্থাপন করা হইলে, উহা কম বেশী হইতে পারে না। আর এবাদত সমূহকে ইমান বলিলে, উহা কম বেশী হইতে পারে। তৎপরে তিনি বলিয়াছেন, এবাদত সমূহ বিশ্বাসের পূর্ণকারী বিষয়। যে সমস্ত দলীল ইমানের কম বেশী না হওয়ার সম্বন্ধে আসিয়াছে, উহা মূল ইমানের জন্য কথিত হইয়াছে যাহাকে বিশ্বাস বলে। আর যে কোন দলীলে উহার কম বেশী হওয়া বুঝা যায়, উহা পূর্ণ (কামেল) ইমানের জন্য কথিত হইয়াছে, যাহার সহিত সৎকার্য্যকে গ্রহণ করা হইয়াছে।"

আরও ১২২ পৃষ্ঠা;—

قال الامام هذا فى غاية الصعوبة لان العمل اذا كان ركنا لا يتحقق الايمان بدونه الخ ☆

"এমাম (রাজি) বলিয়াছেন, উপরোক্ত মত (সৎকার্য্যের ইমানের অংশ হওয়া) প্রমাণ করা সহজ সাধ্য নহে, কেননা সৎকার্য্য ইমানের অঙ্গীভূত (রোকন) হইলে, উহা ব্যতীত ইমান সাব্যস্ত হইতে পারে না, (তাহা হইলে যাহারা সৎকার্য্যে ত্রুটিকরিবে, তাহারা ইমানদার থাকিবে না) উক্ত ইমান শূন্য ব্যক্তি কিরূপে দোজখ হইতে বহির্গত হইবে এবং বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবে?

এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হইয়াছে যে, ইমান শরিয়ত প্রবর্ত্তকের বাক্যে কখন মূল বিশ্বাস অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, সৎকার্য্য যাহার অংশ বলিয়া গণ্য হয় না, যেরূপ (হজরত জিবরাইলের (আঃ) হাদিসে) আছে, হজরত নবিয়ে করিম (সাঃ) আল্লাহ্‌তায়া'লা ও কয়েক বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করাকে ইমান বলিয়াছেন। কখনও কামেল ইমানের অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, সৎকার্য্যকে উহার অংশ বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে, যেরূপ আবদুল কয়েছের হাদিসে বর্ণিত আছে। এই মসলায় ইমানের ব্যখ্যায় ভিন্ন ভিন্ন মত হওয়ার কারণে মতভেদ হইয়াছে, প্রকৃত প্রস্তাবে এস্থলে মূলে কোন মতভেদ নাই।"

তাবাকাতে-কোবরা, প্রথম খণ্ড ৬৬ পৃষ্ঠা,—

اقول فی اثبات جزء یدخل فی المسمی ولا یلزم من نفیه نفی المسمی صعوبة☆

ইহার সার মর্ম্ম, "এমাম সুবকি বলিয়াছেন, যদি সৎকার্য্যকে ইমানের অংশ বলিয়া স্বীকার করা হয়, তবে সৎকার্য্য না করিলে ইমান বিনষ্ট হইবে, কিন্তু একবার সৎকার্য্যকে ইমানের অংশ বলা, পুনরায় সৎকার্য্য ত্যাগ করিলে, ইমান নষ্ট না হইবার দাবি করা, প্রমাণ বিরুদ্ধ মত, এইরূপ যুক্তি বিরুদ্ধ মতের প্রমাণ করা সহজ সাধ্য নহে।"

তাবাকাতে- কোবরা, ১ম খণ্ড ৬৭ পৃষ্ঠা:—

قول قائله لا یشک عاقل فی ان الایمان التصدیق لیس کایمان احد الناس حق الخ☆

"এমাম সুবকি বলিয়াছেন, সিদ্দিকের ইমান সাধারণ লোকের ইমানের তুল্য নহে, ইহা যে সত্য তদ্বিষয়ে কোন বুদ্ধিমানের সন্দেহ থাকিতে পারে না এবং যে ইমান পরিপক্ক ও দৃঢ় হইয়াছে ও নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা হইতে মুক্তি পাইয়াছে এবং যে ইমান উহার বিপরীত (অর্থাৎ পরিপক্ক ও দৃঢ় হয় নাই ও নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা হইতে মুক্তি পায় নাই, (এতদুভয়ের) মধ্যে প্রভেদ আছে, কিন্তু গাঢ় বিশ্বাস ব্যতীত অন্তরের এরূপ প্রসার, শান্তি ও দৃঢ়তা যে উহাতে সন্দেহ আসিতে পারে না, এই অতিরিক্ত বিষয়গুলি যদি ইমানের অংশ হয়, তবে যে ব্যক্তি উক্ত দরজা লাভ না করিয়াছে, তোমাদিগের পক্ষে (মোহাদ্দেসগণের পক্ষে) উক্ত ব্যক্তিকে কাফের বলা ও হত্যা করা ওয়াজেব হইবে।

কোন জ্ঞানী এইরূপ মত ধারণ করেন না এবং যে ব্যক্তি ইমানে সিদ্দিকের দরজায় উপস্থিত না হইয়াছে, কেহ তাহাকে কাফের বলেন নাই, বরং যদিও লোক উক্ত দরজায় না পৌঁছিয়া থাকেন, তথাচ তাহাদের গাঢ় বিশ্বাসকে যথেষ্ট মনে করেন, আর যদি উক্ত অতিরিক্ত বিষয়গুলি ইমানের অংশ না হয়, তবে উহা ইমান হইতে

পৃথক বিষয় হইবে এবং যে পরিমানটুকুতে ইমান ও প্রান রক্ষা লাভ হয়, উহা কম বেশি হইতে পারে না। ইহাতে প্রকাশিত হইল যে, কোন জ্ঞানী সন্দেহ করিবে না যে, অনেক ইমানদার মূল ইমান লাভ করিয়াছেন এবং সিদ্দিকের দরজা লাভ করিতে পারেন নাই। এমাম সুবকি বলিয়াছেন, ইহা নিশ্চয় কঠিন সন্দেহ, বিবেক এস্থলে হতবুদ্ধি হইয়া যায়। বোধ হয় খোদাতায়ালা আমাদিগকে এই আবরণ মুক্ত করিবেন এবং নিজ প্রশস্ত অনুগ্রহ ও অসীম দয়া গুনে আমদিগকে সত্য পথ প্রকাশ করিবেন।

পাঠক, ইহাতে বেশ বুঝিতে পারিলেন যে, সুক্ষ্মাজ্ঞান অনুসারে এমাম আশয়ারি ও এমাম আবু হানিফার (রঃ) মতই বেশি যুক্তিযুক্ত, আরও উপরোক্ত প্রমান সমূহে প্রমাণিত হইল যে, হাদিসতত্ত্ববিদ্গণের এবং আবু হানিফা ও এমাম আশয়ারির মধ্যে প্রকৃত পক্ষে মতান্তর নাই এবং প্রত্যেক পক্ষের মতের প্রমান কোরআন ও হাদিসে আছে, তাঁহারা সকলেই সুন্নত জামায়াত ভুক্ত ছিলেন, কিন্তু বেদাত মতাবলম্বী মজহাব বিদ্বেষী দল অন্যায় ভাবে তাঁহাদের কথার কুটার্থ গ্রহণ করতঃ প্রাচীন সাধুপুরুষদিগের নিন্দাবাদ করা ধর্ম্ম জ্ঞান করিয়া লইয়াছেন।

ছেয়ানাতোল- মোমেনিন, ৩৪/৫৩/৬৯ পৃষ্ঠা ;—

এমাম আহমদ 'আকায়েদ' পুস্তকে রায় ও কেয়াসওয়ালাগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন ;—

"রায়ওয়ালাগণের বেদাতি, গোমরা এবং সুন্নত ও আসারের শত্রু ইহারা হাদিসকে বাতিল করিয়া থাকে।

হানিফিদিগের উত্তর

এমাম আহমদ (রঃ) এমাম আজম (রঃ) ও তদরী শিষ্যগণকে এরূপ বলেন নাই, কিন্তু পরনিন্দুক লেখক গড়িয়া পিটিয়া তাঁহাদের উপর অযথা দোষারোপ করিতেছেন।

তজনির, ৪২/৪৩ পৃষ্ঠা :—

ولن يخفى على من تأمل فى كلمات من تكلم فى ابى حنيفةؒ من علماء الطبقة السابعة والثامنة من الثقات الخ ☆

সপ্তম ও অষ্টম শ্রেনীর (তব্কার) যে বিশ্বাসভাজন বিদ্বান্ এমাম আবু হানিফার (রঃ) সম্বন্ধে দোশারোপ করিয়াছেন, যে ব্যাক্তি তৎসমূদয় বাক্যে অনুধাবন করেন তাহার পক্ষে অবিদিত থাকিবে না যে, সে ব্যাক্তি তাঁহার এজতেহাদ(ব্যবস্থা আবিস্কার), উহাতে সূক্ষাদৃষ্টি ও পারদর্শিতা সম্বন্ধে অজ্ঞ হওয়ার জন্যই দোশারোপ করিয়াছেন।

যে ব্যক্তি মস্‌লা আবিস্কার করার নিয়মাবলী ও সূক্ষ্মাবিষয়গুলির জ্ঞান অর্জন করিয়াছেন; তিনিই উহা অবগত হইবেন। যে কেয়াস অমান্যকারী ও প্রত্যক্ষদর্শীরা যাহা স্পষ্ট জ্ঞানে প্রকাশিত হয় কেবল তাহাই দৃঢ় রূপে ধারণ করেণ, তাহারা (উক্ত কথা) অবগত হইতে পারেন না। তদুত্তরে বলি যে, তাঁহাদের হাফেজ, শীর্ষস্থানীয় পারদর্শী হওয়া সম্বন্ধে সন্দেহ নাই, কিন্তু বিবেক বলে কোরআন হাদিস ও এজ্‌মা এই দলীলত্রয়ের ব্যবহার সম্বন্ধে (পারদর্শী ছিলেন না)। তুমি কি এমাম আহমদের (রঃ) কথা শ্রবন কর নাই, এমাম আহমদ এমাম শাফিয়ির মজলিশে উপস্থিত থাকিতেন বলিয়া (হাদিস) সন্ধানে পশ্চাদপদ হইতেন, তজ্জন্য কেহ তাহাকে (এমাম আহমদকে) ভৎসনা করেন, (সেই সময়) তিনি ভৎসনাকারীর প্রতিবাদে বলিয়াছেন, যদি তুমি উচ্চ সনদের হাদিস হইতে বঞ্চিত হও, তবে নিম্ন সনদের (হাদিস) প্রাপ্ত হইবে, তদ্বিপরীতে এই যুবকের (এমাম শাফিয়ির) যে জ্ঞান হইতে তুমি বঞ্চিত হইবে, তাহা আর প্রাপ্ত হইবে না)। প্রচীন বিদ্বান্‌দিগের নিকট ইহাকে রায় বলা হইত, অর্থাৎ এজতেহাদ বলে কোরআন, হাদিসের প্রকৃত মর্ম্ম নির্ণয় করা (বা উহা হইতে মস্‌লা প্রকাশ করা) কে রায় নামে অভিহিত করিতেন, যেরূপ এলমে অসুলে বর্ণিত হইয়াছে।

নিশ্চয় (মোহাদ্দেস শ্রেষ্ঠ এমাম) ইসহাক বেনে রাহওয়ায়হে (এমাম) শাফিয়ির (রঃ) সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে,যে কেহ রায় দ্বারা ব্যবস্থা বিধান করিয়াছেন, তন্মধ্যে (এমাম) শাফিয়ি (রঃ) অল্প ভ্রমকারী ও অধিকতর হাদিসের অনুসরণকারী ছিলেন, যেমন (এমাম) জাহাবি 'তাজকেরা' (গ্রন্থে) বর্ণনা করিয়াছেন এ বং একদল ইহাতে ঐরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

(মোহাদ্দেস শ্রেষ্ঠ এমাম) এহ্ইয়া কাত্তান, (এমাম) আবু হানিফার (রঃ) রায়ের উৎকৃষ্ট হওয়ার সম্বন্ধে ঐরূপ বলিয়াছেন। তৎপরে পরবর্ত্তী বিদ্বানদিগের একদল প্রকাশিত হইয়া তাঁহাদের (প্রাচীন বিদ্বান্‌গণের) কথার মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া ধারনা করিলেন যে, ধর্ম্ম সম্মন্ধে স্বীয় কল্পনা দ্বারা মত প্রকাশ করাকে রায় বলা হয়(এইরূপ ধারনা) জ্ঞান ও প্রমাণে বাতীল। বোধ হয় ইহার (এইরূপ ধারণার) কারণ এই যে, মো'তাজেলা প্রভৃতি বেদাতি দল কোরআন; হাদিসের অব্যক্ত মর্ম্মবাচক (মোতাশাবেহ) অংশের মর্ম্ম নির্ণয়ে তৎপর হয়; এমন কি তাহাদের মতে ইহা স্থিরীকৃত

হয় যে, তাহারা নিজেদের রায়ের অনুরূপ আকিদা গঠন করে; প্রাচীন মহাত্মাদের অনুসরণ ত্যাগ করে এবং পয়গম্বরগণ (আঃ) যে একত্ববাদ (অহদানিয়ত) আনয়ন করিয়াছিলেন, তাহা হইতে বহির্গত হইয়া যায়; তাহার সংখ্যায় অধিক হইয়া যায়; এমন কি আব্বাসি খলিফা মামুনের বা তৎপরবর্ত্তি সময়ে তাহাদের বিভ্রাট চরম সীমায় উপনীত হয় এবং সুন্নত জামায়াতের উপর বর্ণনাতীত উৎপীড়ন করা হয়, এমন কি এমাম আহমদকে প্রহার করা হয়, আহমদ বেনে নসর খোজায়ি ও বহু সাধক (বিদ্বান) কে হত করা হয়, একদলকে উনানে ভস্মীভূত করা হয় ও একদলকে কারারুদ্ধ করা হয়। এই নির্যাতন অবসান হওয়ার পরে খোদাতায়ালা শান্তি আনয়ন করেন এবং খলিফা তর্ক করিতে নিষেধাজ্ঞা ও প্রাচীন বিদ্বানগণের অনুসরণ করিতে আদেশ করেন। তৎপরে লোকে হাদিস বিদ্যায় মনোনিবেশ করেন এবং সুন্নত জামায়াতের কার্য্য শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া পড়ে, তখন তাঁহারা (রায় করা নিষেধ করিতে গিয়া) রায় দ্বারা মসলা আবিষ্কার করিতে অযথাভাবে নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিলেন।

ইহাতে প্রমাণিত হইল যে, যে রায়ের অর্থ কোরআন, হাদিস ও এজমার দৃষ্টান্তে মসলা প্রকাশ করা, ইহা দোষনীয় নহে, আকায়েদ (ইমান সংক্রান্ত বিষয়ে) যে ব্যক্তি রায়ের অনুসরণ করে, তাহার পক্ষে রায় করা মহা দোষনীয় বস্তু।"

পাঠক, উপরোক্ত কথায় প্রমাণিত হইল যে, এমাম আজম (র) কোরআন, হাদিস ও এজমার দৃষ্টান্তে অপ্রকাশ্য মসলা প্রকাশ করিতে রায় করিতেন, ইহা দোষনীয় নহে, এবং এমাম আহমদ এইরূপ রায়ের নিন্দাবাদ করেন নাই। বরং এমাম আহমদ হাদিস শ্রবণ করা ত্যাগ করতঃ উক্ত রায় ও ফেকহ শিক্ষা করিয়াছেন, মোতাজেলা ইত্যাদি ভ্রান্ত সম্প্রদায়েরা রায় করিয়া আকিদা নির্ণয় করিত ইহা দোষনীয়; এমাম আহমদ এইরূপ ভ্রান্ত সম্প্রদায়কে বেদাতি, গোমরাহ, সুন্নত ও হাদিসের শত্রু বলিয়াছেন।

এমাম এবনে আবদুল বার 'জামেয়োল উলুম' গ্রন্থে লিখিয়াছেন;—

لا خلاف بين فقهاء الامصار وسائر اهل السنة فى نفى القياس فى التوحيد واثباته فى الاحكام☆

খোদাতায়ালার একত্ব (অহদানিয়ত) সম্বন্ধে কেয়াস করা সিদ্ধ নহে এবং শরিয়তের আহকাম সম্বন্ধে কেয়াস করা সিদ্ধ আছে, ইহাতে শহর সমূহের ফকিহ

বিদ্বান্গণ ও সমস্ত সুন্নি সম্প্রদায়ের মধ্যে মতভেদ নাই।"

ইহাতেও প্রমাণিত হয় যে, এমাম আহমদ আবারায়েস কেয়াসকারী মো'তাজেলা প্রভৃতি সম্প্রদায়ের নিন্দাবাদ করিয়াছেন, ফেকাহ্ মসলায় কেয়াস করা সমস্ত জগদ্বাসী বিদ্বানের মতে সিদ্ধ, কাজেই এমাম আহমদ (র) এইরূপ কেয়াসকারী এমাম আজম প্রভৃতি বিদ্বানগণের উপর দোষারোপ করিতে পারেন না। যদি তিনি এইরূপ কেয়াসের নিন্দাবাদ করেন, তবে তিনি নিজেই নিন্দনীয় হইয়া যাইবেন।

তবকাতে কোবরা, ১ম খণ্ড, ২২৮ পৃষ্ঠা :—

وقال ابو حاتم هو رجل يتكلم بالرأى ويخطئ ويصيب وليس محله محل المستمعين فى الحديث (قلت) هذا غلو من ابى حاتم وليس الكلام فى الرأى موجبا للقدح فلا التفات الى قول ابى حاتم هذا☆

"আবু হাতেম বলেন, তিনি (এমাম আবু ইউসুফ) একজন রায়কারী ছিলেন, (কখন) ভ্রম করিয়াছেন, (কখন) সত্য মত প্রকাশ করিয়াছেন, তিনি হাদিস বর্ণনাকারীগণের স্থান অধিকার করিতে পারেন নাই। এমাম সুবকি বলিয়াছেন, ইহা আবু হাতেমের অযথা দোষারোপ করা মাত্র। রায় দ্বারা মত প্রকাশ করা দোষের কারণ নহে। অতএব আবু হাতেমের এই কথা অগ্রাহ্য।

এমাম এবনে হাজার 'ফৎহোল-বারি' টীকার উপক্রমণিকার। (মোকাদ্দমার) ৫৪২/৪৪৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

القسم الثانى فى من ضعف بامر مردود ــ(الى) ربيعة بن ابى عبد الرحمن تكلم فيه بسبب الافتاء بالرأى☆

"দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ উক্ত ব্যক্তির বিবরণ যাহাকে অযথা কারণে জইফ (হাদিসে অযোগ্য) বলা হইয়াছে, (উহার দৃষ্টান্ত বর্ণনায় তিনি বলিয়াছেন), রবিয়া বেনে আবি আবদুর রহমান, ইনি রায় দ্বারা ফৎওয়া দিতেন এজন্য তাঁহার উপর দোষারোপ করা হইয়াছে, (ইহা বাতীল দোষোরোপ)।"

এবনে কোতয়বা দিনুরি 'মায়ারেফ' গ্রন্থের ১৬৯/১৭০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন:—

اصحاب الرأى ابو حنيفةؒ ،ربيعة الرائىؒ

،الاوزاعىؒ، سفيان الثورىؒ ،مالك بن انسؓ ☆

"আবু হানিফা, রবিয়া রায়ি, আওজায়ি, সুফইয়ান সওরি ও মালেক বেনে আনাস রায়কারী ছিলেন।"

পাঠক, জগতের সহস্রাধিক হাদিস তত্বজ্ঞ পণ্ডিত, এমাম বোখারি, মোসলেম প্রভৃতি সেহাহ্ লেখকগণ এমাম রবিয়া, মালেক, সুফইয়ান ও আওজায়ির শিষ্য বা প্রশিষ্য ছিলেন, তাঁহাদের বহু সহস্র হাদিস গ্রন্থে আছে, তাঁহাদের হাদিস তত্ত্ব গ্রহণ পূর্ব্বক এমাম বোখারি, মোসলেম প্রভৃতি বিদ্বানগণ হাদিস তত্ত্ববিদ্ হইয়াছেন; এক্ষণে যদি আহলে রায়গণ বেদাতি, গোমরাহ, সুন্নত ও হাদিসের শত্রু হন, তবে জগতের সমস্ত হাদিস তত্ত্ববিদ্গণ বিশেষতঃ এমাম বোখারি, মোসলেম, আবু দাউদ, তেরমজি প্রভৃতি বিদ্বানগণ উক্ত আহলে রায়গণের মত গ্রহণ করতঃ বেদাতি, গোমরাহ্ সুন্নত ও হাদিসের শত্রু হইবেন কিনা, ইহাই জিজ্ঞাস্য। মোহাম্মদিগণ তাঁহাদের হাদিস তত্ত্ব গ্রহণ করিয়া উক্ত প্রকার ভ্রান্ত হইবেন কিনা?

এমাম নাবাবী "তহজিবোল-আসমা" গ্রন্থের ৭৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন:-

وقال اسحاق بن راهويه الشافعىؒ امام العلماء وما

يتكلم احدبالرأى الا و الشافعىؒ اقل خطأ منه وقال

عبد اللهوما رجلا احسن استنباطا منه☆

"ইসহাক বেনে রাহওয়ায়হে বলেন, শাফিয়ি বিদ্বানগণের এমাম, যে কেহ রায় দ্বারা মত প্রকাশ করেন, তন্মধ্যে শাফিয়ি অল্পতর ভ্রমকারী ছিলেন, আব্দুল্লাহ

বলিয়াছেন,আমি শাফিয়ি অপেক্ষা কোন ব্যক্তিকে উৎকৃষ্ট কেয়াসকারী দর্শন করি নাই।''

আরও ৭৭ পৃষ্ঠা:—

قال محفوظ بن ابى توبة كنا بمكةواحمد بن حنبلؒ جالس عند الشافعىؒ فحدث بن عيينة فقال هذا يفوت وذا لايفوت وجلس عند الشافعىؒ ☆

''মহাফুজ এবনে আবি তওবা বলিয়াছেন, আমরা মক্কা (শরিফে) ছিলাম এবং (এমাম) আহমদ বেনে হাম্বল, (এমাম) শাফিয়ির নিকট উপবিষ্ট ছিলেন, এমতাবস্থায় এবনে ওয়ায়না হাদিস বর্ণনা করিতে লাগিলেন, ইহাতে ইনি (এমাম আহমদ) বলিলেন, ইহা (এমাম শাফিয়ির রায়) দুষ্প্রাপ্য হইবে এবং উহা (এবনে ওয়ায়নার হাদিস) দুষ্প্রাপ্য হইবে না এবং তিনি (এমাম আহমদ) শাফিয়ির নিকট উপবেশন করিয়া থাকিলেন।''

পাঠক, দেখিলেন ত, এমাম আহমদ স্বয়ং হাদিস শ্রবণ ত্যাগ করতঃ এমাম শাফিয়ির রায় শিক্ষা করিতে রত থাকিলেন। ইহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, এমাম আহমদ আহলে রায় ও আহলে কেয়াস ছিলেন।

আরও ৭৮ পৃষ্ঠা:—

قال احمدؒ لا يستغنى صاحب الحديث من كتب الشافعىؒ وقالؒ ماكان اصحاب الحديث يعرفون معانى اصحاب رسول اللهﷺ فبينها لهم ☆

(''এমাম) আহমদ বলিয়াছেন, হাদিস তত্ত্ববিদ্ ব্যক্তি (এমাম)শাফিয়ির গ্রন্থ সমূহের সাহায্য গ্রহণ করিতে বাধ্য। আরও বলিয়াছেন, হাদিস তত্ত্ববিদ্‌গণ (হজরত)

নবি করিম (সাঃ) এর হাদিস সমূহের মর্ম্ম অবগত ছিলেন না, তৎপরে তিনি (এমাম শাফিয়ি) তাঁহাদের জন্য উহা প্রকাশ করিলেন।"

পাঠক, দেখিলেন ত, মোহাদ্দেসগণ আহলে রায় ভুক্ত এমাম শাফিয়ির অনুসরণকারী ছিলেন।

এবনে খলদুন, ১ম খণ্ড, ৪৯০ পৃষ্ঠা:—

فاما اهل العراق فا مامهم الذى استقرت عنده مذاهبهم ابو حنيفةا لنعمان بن ثابت ومقامه فى الفقه لا يلحق شهد له بذلك اهل جلدته وخصوصا مالكؒ والشافعىؒ واما اهل الحجاز فكان امامهم مالك بن انسؒ الخ☆

"এরাকপ্রদেশবাসিদের এমাম সাবেতের পুত্র আবু হানিফা নো'মান ছিলেন, তাঁহাদের মজহাব সমূহ তাঁহা কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়াছিল, ফেকহ তত্ত্বে (কোরআন ও হাদিসের মর্ম্মানুসন্ধানে) তিনি শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া ছিলেন, তাঁহার মতাবলম্বীগণ বিশেষতঃ (এমাম) মালেক ও শাফিয়ি ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন। হেজাজ প্রদেশ বাসিদের এমাম, মালেক বেনে আনাস ছিলেন।"

আরও ৪৯০/৪৯১ পৃষ্ঠা:—

ثم كان من بعد مالك بن انس،محمد بن ادريس المطلبى الشافعى رحمهما الله تعالى رحل الى العراق من بعد مالك ولقى اصحاب الامام ابى حنيفة واخذ عنهم ومزج طريق اهل الحجازاختص بمذهب

وخالف مالك رحمه الله تعالى في كثير من مذهبه و جاء من بعدهما احمد بن حنبل رحمه الله تعالى وكان من علية المحدثين وقرأ اصحابه على اصحاب الامام ابي حنيفة مع وفور بضاعتهم من الحديث فاختصوا بمذهب آخر و وقف التقليد في الامصار عند هؤلاء الاربعة ودرس المقلدون لمن سواهم☆

"তৎপরে এমাম মালেক (রঃ) তাঁহাদের পরে (এমাম) মোহাম্মদ বেনে ইদরিস মোত্তালাবি শাফিয়ি হইলেন, ইনি (এমাম) মালেকের পরে এরাকে গমন করিলেন, এমাম আবু হানিফার (রাঃ) শিষ্যগণের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, তাঁহাদের নিকট শিক্ষা করিলেন এবং [illegible] মজহাবের সহিত সংযোগ করিলেন ও স্বতন্ত্র এক মজহাবের সৃষ্টি করিলেন এবং বহুমতে এমাম মালেকের বিরুদ্ধাচরণ করিলেন। তৎপরে [illegible] এমাম আহমাদ বেনে হাম্বল (রাঃ) আসিলেন, তিনি হাদিস তত্ত্বজ্ঞদিগের উচ্চশ্রেণী ছিলেন, তাঁহার শিষ্যগণ বহু হাদিস বিশারদ হওয়া সত্ত্বেও এমাম আবু হানিফার শিষ্যগণের নিকট অধ্যয়ন করিলেন এবং অন্য একটি মজহাবের সৃষ্টি করিলেন। সমস্ত শহরে এই চারি এমামের মজহাব গ্রহণ করা নির্দ্ধারিত হইয়া গেল এবং ইঁহাদের ব্যতীত অন্যের মজহাবাবলম্বী বিলুপ্ত হইয়া গেল।"

তাজকেরাতোল-হোফফাজ, ১ম খণ্ড ২৬৭

وعند احمد بن حنبل وبشر بن الوليد ويحيى بن معين وعلي بن الجعد وعلي بن مسلم الطوسي وعمرو بن ابي عمرو خلق سواه☆

"এমাম আহমদ বেনে হাম্বল, বেশর বেনে অলিদ, এইহিয়া বেনে মইন, আলি বেনে জাদ, আলি বেনে মোসলেম তুসি, আমর বেনে আবিওমার ও তদ্ভিন্ন বহুলোক (এমাম) আবু ইউসোফের নিকট হাদিস শিক্ষা করিয়াছিলেন।"

এবনে খালকানল, ২য় খণ্ড, ৩০৩ পৃষ্ঠা;-

روی عنه احمد بن حنبلؒ ويحيى بن معين فی آخرين ☆

"এমাম আহমদ বেনে হাম্বল, এইহিয়া বেনে মইন ও অন্যান্য বিদ্বান এমাম আবু ইউসোফের নিকট হাদিস শিক্ষা করিয়াছিলেন।"

এমাম নাবাবি, তহজিবোল আসমার ৬৯৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, এমাম আবদুল্লাহ্ বেনে মোবারক, অকি বেনেল জাররাহ, এজিদ বেনে হারুণ ও আবদুর রজ্জাক প্রভৃতি হাদিস তত্ত্ববিদগণ এমাম আবু হানিফার নিকট হাদিস শিক্ষা করিয়াছিলেন।

পাঠক, দেখিলেন ত, এমাম শাফিয়ি, আহমদ, এইহিয়া মইন প্রভৃতি এমাম আজমের শিষ্যদিগের নিকট শিক্ষা করিয়াছেন, প্রধান প্রধান হাদিস তত্ত্ববিদগণ এমাম আজমের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, এক্ষণে যদি আহলে রায়গণ বেদাতি, ভ্রান্ত ও হাদিসের শত্রু হয়েন, তবে এমাম শাফিয়ি, আহমদ ও অন্যান্য বহু হাদিস তত্ত্ববিদ ভ্রান্ত ও সত্যপথ ভ্রষ্ট হইয়া যাইবেন।

মনাকেবে-কোরদরি, ১ম খণ্ড, ১০৩ পৃষ্ঠা;—

عنه قال لا تقولوا رأی ابی حنيفة ولكن قولوا انه تفسير الحديث ☆

"(মোহাদ্দেস শ্রেষ্ঠ) আবদুল্লাহ্ বেনে মোবারক বলিয়াছেন, তোমরা আবু হানিফার রায় বলিও না বরং উহাকে হাদিসের ব্যাখ্যা বল।"

আরও ৯৭ পৃষ্ঠা;—

يقول يا قوم تطلبون الحديث ولا تطلبون تأويله ومعناه وفی ذلک يضيع عمركم ودينكم وددت ان يجتمع لی عشر فقه ابی حنيفة ☆

عن محمدبن طريف قال كنا عند وكيع فقرأ فقال يا ايها الناس لا ينفعكم سماع الحديث بلا فقه ولا تفقهون حتى تجالسوا اصحاب ابى حنيفة فيفسروا لكم اقاويله☆

"এমাম অকি বলিতেছেন, হে (হাদিস তত্ত্বজ্ঞ) দল, তোমরা হাদিস সন্ধান করিয়া থাক এবং উহার প্রকৃত তত্ত্ব ও অর্থ অনুসন্ধান কর না, ইহাতে তোমাদের জীবন ও ধর্ম্ম বিনষ্ট হইয়া যাইবে, আমি বাসনা রাখি যে, আমার পক্ষে (এমাম) আবু হানিফার দশমাংশ কোরআন ও হাদিস জ্ঞান সংগৃহিত হয়।

মোহাম্মদ বেনে তরিফ বলেন, আমরা (এমাম) অকির নিকট ছিলাম, তিনি (হাদিস) পাঠ করিলেন, তৎপরে বলিলেন হে লোক সকল, তোমাদের পক্ষে বিনা মর্ম্মজ্ঞানে হাদিস শ্রবণ ফলকার হইবে না, তোমরা যতক্ষণ (না) আবু হানিফার শিষ্যদের নিকট উপবেশন কর এবং তাঁহারা তোমাদিগকে তাঁহার বাক্য সমূহের ব্যাখ্যা প্রকাশ (না) করেন, ততক্ষণ তোমরা (উহার) মার্ম্মজ্ঞান লাভ করিতে পারিবে না।

পাঠক, উপরোক্ত এমামদ্বয়ের কথায় প্রমাণিত হয় যে, এমাম আজম কোরআন ও হাদিসের বিপরীত রায় প্রকাশ করেন নাই, তবে কোরআন ও হাদিসের নিগূঢ় তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, বিপক্ষদল উক্ত নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝিতে অক্ষম হওয়ায় উহাকে রায় বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

এমাম শায়া'রানি শাফিয়ি 'তাবাকাতে-কোবরা'র ৪৯/৫০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

وكان احمد بن حنبلٌ اذا ذكر ذلك بكى وتر حم عليه ☆

("এমাম) অহমদ বেনে হাম্বল (র) যখন তাঁহার (এমাম আবু হানিফার) বিষয় উল্লেখ করিতেন, তখন ক্রন্দন করিতেন এবং বলিতেন যে, খোদাতায়ালা তাঁহার প্রতি রহমত (অনুগ্রহ) বর্ষণ করুন।"

পাঠক, যদি এমাম আহমদ, এমাম আবু হানিফার প্রতি লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে বেদাতি ও ভ্রান্ত বলিতেন, তবে কখন তাঁহার নির্য্যাতনের কথা স্বরণ করিয়া রোদন

করিতেন না এবং তাঁহার প্রতি অনুগ্রহ বর্ষণের দোয়া করিতেন না।

বিপ্নিন্দুক লেখকের তুল্য ব্যক্তিই এক কথার অন্য প্রকার অর্থ প্রকাশ করতঃ একজন জগত বিক্ষ্যাত এমামের উপর দোষারোপ করিয়া থাকে। লেখক সাহেবের ন্যায় একজন হিংসুক এমাম আহমদ (রঃ) কে কি বলিয়াছেন, তাহাও শুনুন।

এমাম অবদুল অহবাব শা'রানি তাবাকাতে-কোবরার ১ম খণ্ডে, (২১১ পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন;—

وكان ابن ابى داود هو الذى تولى جدال احمد عن الخليفة وقال لخليفة ان احمد ضال مبتدع ☆

"এবনে আবি দাউদ, খলিফার পক্ষ হইতে (এমাম) আহমদের (রঃ) সহিত বাদানুবাদ করার অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং খলিফাকে বলিয়াছিলেন যে, নিশ্চয় (এমাম) আহমদ পথভ্রান্ত (গোমরাহ্), বেদাতি।"

এমাম জাহাবি তাজকেরাতোল-হোফোজের ২য় খণ্ডে (৩২৮ পৃষ্ঠায়) উক্ত এবনে আবি দাউদকে হাদিসের হাফেজ ও হাদিস তত্ত্ববিদ্গণের অগ্রণী লিখিয়াছেন। এখন দেখি, লেখক ইহার কি সদুত্তর প্রদান করেন।

ছেয়ানতল-মোমেনিন, ৩৪ পৃষ্ঠা;—

"এমাম বোখারি সাহেব এমাম আবু হানিফাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন;-

قال بعض الناس.. "বাজে লোক বলে।" হাদিসের খেলাফ কথা বলায় ইঁহাকে বাজে লোকের মধ্যে গণ্য ও ইঁহার কথা গ্রহণের অযোগ্য বলিতেছেন।"

হানিফিদিগের উত্তর;—

অরবি বাজ بعض শব্দের অর্থ কতক লোক বা কোন "লোক বলিয়াছেন,' লেখক হজরত উহার অর্থ বাজে লোক' লিখিয়াছেন, বাজে লোক বলিলে বঙ্গভাষায় নগণ্য লোক বুঝা যায়, এস্থলে লেখকের জাল কোন বিদ্বানের নিকট অব্যক্ত নহে। এক্ষণে হজরত লেখককে জিজ্ঞাসা করি, আরবি বাজ بعض শব্দের ঐরূপ অর্থ তাঁতিবাগানের অভিধানে পাইয়াছেন? কিম্বা মিসরিগঞ্জের ভাণ্ডারে পাইয়াছেন?

এমাম বোখারি সাহেব কেবল এমাম আবু হানিফা (রঃ) কে এ কথা বলেন নাই, এমাম শাফিয়ি (র) কে একস্থলে بعض الناس 'বাজোন্নাস'

বলিয়াছেন যথা ;—

আল্লামা আয়নি 'সহি বোখারির টীকার ১১শ খণ্ডে (২৬৬ পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন যদি এমাম বোখারির بعض الناس 'বাজোন্নাস' বলায় এমাম আজম অযোগ্য ও হাদিসের বিরুদ্ধবাদী হইয়া যান, তবে যে এমাম শাফিয়ির শিষ্য হোমায়দির শিষ্যত্ব গ্রহণ পূর্বক 'এমাম বোখারি কোরআন ও হাদিসের মর্ম্ম অবগত হইয়াছেন, সেই এমাম শাফিয়ি অযোগ্য ও হাদিসের বিরুদ্ধবাদী হইয়া যাইবেন।

এমাম তের-মজি সহি তেরমজি'র ৩৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

ورای بعضهم ان یضعهما فوق السرة ورای بعضهم ان یضعهما تحت السرة ☆

"এবং তাঁহাদের কতক (সাহবা, তাবিয়ি তাবা তাবিয়িগণের মধ্যে কতক) রায় করিয়াছেন যে, উক্ত হস্তদ্বয়কে নাভির উপরিস্থলে রাখিবে এবং তাঁহাদের কতক মত দিয়াছেন যে, উক্ত হস্তদ্বয়কে নাভির নিম্নদেশে রাখিবে।"

পাঠক, লেখক হজরত আরবি বা'জে শব্দের যেরূপ মর্ম্মোদ্ঘাটন করিয়াছেন, তদনুযায়ী উপরোক্ত স্থলে এইরূপ বিকৃত মর্ম্ম হইবে, বাজে (নগন্য) সাহাবা, তাবিয়ি ও তাবা তা'বিয়ি নাভির উপরিস্থলে হস্তদ্বয় রাখিবার ফৎওয়া দিয়াছেন এবং অন্য বাজে সাহাবা, তাবিয়ি ও তাবা তাবিয়ি হস্তদ্বয় নাভির তলদেশে রাখিতে ফৎওয়া দিয়াছেন। এক্ষেত্রে সমগ্র সাহাবা, তাবিয়ি, তাবা-তাবিয়ি শ্রেণী লেখক সাহেবের মতে অযোগ্য হইয়া যাইবেন, পাঠক মনে রাখিবেন, কেহ কাহারও প্রতি আরবি বাজে শব্দ প্রয়োগ করিলে শেষোক্ত ব্যাক্তি অযোগ্য ও হাদিসের খেলাপ কারী হইয়া যাইবেন, ইহা খাস তাঁতিবাগানের অহি।

এমাম মোসলেম সহি মোসলেমের ২১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

بعض منتحل الحديث ☆

এ স্থলে তিনি এমাম বোখারিকে লক্ষ্য করিয়া আরবি বাজে শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, লেখকের মতানুযায়ী উহার অর্থ এইরূপ হইবে, "বাজে হাদিসের দাবিকারী বলিয়াছেন," এ ক্ষেত্রে উক্ত লেখক সাহেবের মতানুযায়ী এমাম বোখারিও অযোগ্য ও হাদিসের বিরুদ্ধবাদী হইয়া গেলেন। ভাই লেখক, এমাম বোখারি বেঙ, কচ্ছপ হালাল বলিয়া চতুষ্পদের বিষ্ঠা পবিত্র বলিয়া, স্ত্রীসঙ্গম কালে রেতপাত না হইলে

গোছল মোস্তাহাব বলিয়া, কুকুরের এটো পানিকে পবিত্র বলিয়া এবং ইদের দিবস ভিন্ন অন্য দিবসে কোরবাণী নাজায়েজ বলিয়া হাদিসের খেলাফ করিয়াছেন, এক্ষনে তিনিও বাজে লোক ও অযোগ্য হইবেন কিনা?

জনাব, এমাম বোখারি সাহেব এমাম আজমকে হাদিসের বিরূদ্ধাচরণকারী বলিলেই যে তিনি তাহাই হইবেন, এরূপ কোন পরওয়ানা আল্লাহ ও রসুল আপনাদের আহলে হাদিস কার্য্যালয়ে প্রেরণ করিয়াছেন কি? এমাম বোখারির প্রত্যেক কথাকে অভ্রান্ত জানিলে, আপনাদের অভিনব মতে শেরখ সমন্বিত তকলিদ হইবে কি না?

তহজিবোত্তহ্জিব, ৯ম খণ্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা :—

قال صالح جزرة قال لى ابو زرعة الرازى يا ابا على نظرت فى كتاب محمد بن اسمعيل هذا اسماء الرجال يعنى التاريخ فاذا فيه خطأ كثير☆

"(এমাম) সালেহ্ যাজরা বলেন, আমাকে (এমাম) আবু জোরয়া রাজি বলিয়াছেন, হে আবুআলি, আমি (এমাম) মোহাম্মাদ বেনে ইসমাইল (বোখারির) এই রাবিদের ইতিবৃত্ত গ্রন্থে দৃষ্টিপাত করিয়াছি, উহাতে বহু ভ্রম আছে।

বোস্তানোল-মোহাদ্দেসিন :

بخارى را دراهل شام غلط مى افتد☆

"শামবাসিদের সম্বন্ধে এমাম বোখারির ভ্রম হইয়া থাকে।

এমাম বোখারি 'কেতাবোজ্জোয়াফা' গ্রন্থে কতকগুলি বিশ্বাসভাজন রাবিকে দুর্ব্বল (জইফ) বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার শিক্ষকগণ অথবা বিদ্বান্‌গণ তাঁহার এই মতের প্রতিবাদ করিয়াছেন, নিম্নে কয়েকটি উদাহারণ প্রদত্ত হইতেছে :—

তিনি উক্ত গ্রন্থের ২১ পৃষ্ঠায় আবদুর রহমান বেনে আতাকে অযোগ্য লিখিয়াছেন, কিন্তু খোলাসায়-তহ্ জিবোল কামাল গ্রন্থে লিখিত আছে যে, এমাম নাসায়ী ও এবনে সা'দ তাঁহাকে বিশ্বাসভাজন বলিয়াছেন। মিজানোল এতেদালে আছে, আবু হাতেম তাহাকে যোগ্য বলিয়াছেন। তিনি উক্ত গ্রন্থের ২৭ পৃষ্ঠায় এমাম আতা বেনে আবদুল্লাহকে জইফ শ্রেণী ভুক্ত করিয়াছেন, কিন্তু মিজানোল এতেদালের ২য়

খণ্ডে ১৯৯ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে ;—

قال احمد ويحيى والعجلى وغيرهم ثقة وقال يعقوب بن شيبة ثقة وقال ابو حاتم لا بأس به وقال الدار قطنى ثقة فى نفسه و قال الترمذى عطاء ثقة روى عنه مثل مالك ومعمر ولم تسمع ان احدا من المتقدمين تكلم فيه☆

এমাম আহমদ, এহ্ইয়া, আজালি প্রভৃতি (আতাকে) বিশ্বাস ভাজন বলিয়াছেন। ইয়াকুব বেনে শায়বা (তাঁহাকে) নির্দ্দোষ বলিয়াছেন। দারকুৎনি বলিয়াছেন, (তিনি) স্বয়ং বিশ্বাসভাজন ছিলেন। (এমাম) তেরমজি বলেন, আতা বিশ্বাসভাজন, এমাম মালেক ও মোয়াম্মার তাঁহার নিকট হাদিস গ্রহণ করিয়াছেন। আমি শ্রবণ করি নাই যে, প্রাচীন বিদ্বানগণের মধ্যে কেহ তাঁহার উপর দোষারোপ করিয়াছেন।

তিনি উক্ত গ্রন্থের ৩৩ পৃষ্ঠায় মোয়াবিয়া বেনে আবদুল করিমকে অযোগ্য বলিয়াছেন, কিন্তু মিজানোল এতেদালের ৩য় খণ্ডে (১৮০ পৃষ্ঠায়) লিখিত আছে;—

وثقه احمد وابن معين وقال ابو حاتم صالح الحديث و انكر ابو حاتم على البخارى ذكره فى الضعفاء وقال النسائى ليس به بأس☆

এমাম আহমদ ও এবনে মইন উপরোক্ত ব্যক্তিকে বিশ্বাসভাজন বলিয়াছেন, আবু হাতেম (তাঁহাকে) হাদিসে যোগ্য বলিয়াছেন এবং এমাম বোখারি তাঁহাকে জইফ শ্রেণীর মধ্যে বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া (এমাম) আবু হাতেম তাঁহার (বোখারির) উপর দোষারোপ করিয়াছেন। এমাম নাসায়ি তাহাকে নির্দ্দোষ বলিয়াছেন। তিনি উক্ত গ্রন্থের ৩৭ পৃষ্ঠায় এজিদ বেনে হারমোজকে অপরিচিত অযোগ্য শ্রেণী ভুক্ত করিয়াছেন, কিন্তু মিজানোল-এ'তেদালের উক্ত খণ্ডে (৩১৮ পৃষ্ঠায়) লিখিত আছে;—

وثقه ابن معين وابى زرعة☆

এমাম এহ্ইয়া মইন ও আবু জোরায়া তাঁহাকে বিশ্বাসভাজন বলিয়াছেন।

পাঠক্ এমাম বোখারি অনেক মসলায় এজতেহাদ করিয়াছেন, এমাম আবু হানিফা ও অন্যান্য এমামগণও এজতেহাদ করিয়াছেন, ইহাতে কোন মস্‌লায় এমাম বোখারি, এমাম আজমের খেলাফ করিলে কি তিনি অযোগ্য ও হাদিসের বিরুদ্ধবাদী হইয়া যাইবেন?

মজহাব বিদ্বেষিগণ বহু মস্‌লায় এমাম বোখারির খেলাফ করিয়াছেন, নিম্নে উহার কয়েকটী দৃষ্টান্ত লিখিত হইতেছে:—

এমাম বোখারি বেঙ, কচ্ছপ হালাল বলিয়াছেন, মিস্রি ছাপা সহি বোখারি, ৩য় খণ্ড, ১৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

মজহাব অমান্যকারীদল উক্ত জীবদ্বয়কে হারাম বলিয়াছেন।

এমাম বোখারি ইদের দিবস ব্যতীত অন্য দিবসে কোরবাণী জায়েজ বলেন না, সহি বোখারি ৩য় খণ্ড, ১৯৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

লেখকের দল ইদের পর তিন দিবস অবধি কোরবাণী জায়েজ বলেন। এমাম বোখারি বলেন, একসময়ে তিন তালাক দিলে তিন তালাক হইবে এবং স্ত্রীলোকটী একেবারে হারাম হইয়া যাইবে, উক্ত গ্রন্থ, ৩য় খণ্ড, ১৬৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

লেখকের দল উহাতে এক তালাক হওয়ার এবং উক্ত স্ত্রীলোকটী হালাল হওয়ার ফৎওয়া দেন। এমাম বোখারি কুকুরের এঁটো পানি পাক বলেন উক্ত গ্রন্থ ১ম খণ্ড ২৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

লেখকের দল উহা নাপাক বলেন। এমাম বোখরির মতে সুরা হইতে সিরকা প্রস্তুত করা হালাল, উক্ত গ্রন্থ, ৩য় খণ্ড, ১৯১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

মজহাব বিদ্বেষিগণ মদ হইতে সিরকা প্রস্তুত করা হারাম বলেন। এমাম বোখারি বাণিজ্য দ্রব্যের জাকাত ফরজ বলেন, উক্ত গ্রন্থে, ১ম খণ্ড, ১৬০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

লেখকের দল উহার জাকাত ফরজ বলিয়া স্বীকার করেন না। এমাম বোখারি বলেন, স্ত্রীসঙ্গম কালে বীর্য্য স্খলিত না হইলে, গোসল ফরজ হইবে না, উক্ত গ্রন্থ, ১ম খণ্ড, ৪০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

লেখকের দল উহা ফরজ বলিয়া থাকেন। এমাম বোখারি বলেন, সমস্ত মস্তক মোসহ্ করা ফরজ। উক্ত খণ্ড, ৩০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

লেখকের দল মস্তকের কিছু অংশ মোসহ্ করা ফরজ বলেন। এমাম বোখারি বলেন সোবেহ্ সাদেক হওয়ার পরে দিবসেও ফরজ রোজার নিয়ত করা জায়েজ হইবে, উক্ত খণ্ড, ২৫৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

লেখকের দল বলেন, সোবেহ্ সাদেকের পূর্ব্বে নিয়ত না করিলে, রোজা হইবে না। এমাম বোখারি নাপাকি অবস্থায় কোরআন পাঠ জায়েজ বলেন, উক্ত খণ্ড, ৪২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

লেখকের দল উহা নাজায়েজ বলেন।

এমাম বোখারি বলেন, কেহ আপন স্ত্রীলোককে হারাম বলিলে, উহাতে তালাক হইবে, উক্ত গ্রন্থ, ৩য় খণ্ড, ১৬৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। লেখকের দল বলেন, উহাতে তালাক হইবে না, বরং শপথ হইবে।

এমাম বোখারি বলেন; তিন তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীলোক এদ্দত অবধি বাসস্থান ও খোরাক পাইবে, উক্ত গ্রন্থ, ১৭৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। লেখকের দল বলেন: খোরাক ওয়াজেব হইবে না।

এক্ষণে আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে; মজাহাব অমান্যকারী দল বহু স্থলে এমাম বোখারির বিরুদ্ধাচরণ করিয়া অযোগ্য, হাদিস অমান্যকারী ও বেদাতি হইবেন কি না? যদি তাঁহারা নিজেদের অযোগ্য, হাদিস অমান্যকারী ও বেদাতি হওয়া অস্বীকার করেন, তবে তাঁহারা এমাম আজমের কোন মুখে অযোগ্য ও হাদিসের বিরুদ্ধবাদী বলিয়া দাবি করেন? তাঁহাদের এরূপ একচেটিয়া বিচারে শত ধিক।

ছেয়ানতল মোমেনিন, ৬০ পৃষ্ঠা—

'সুফিয়ান সওরি (এমাম) আবু হানিফাকে (র) বলিতেন, নব বয়স্ক যুবক আমার সম্মুখে কি বলে?

এমাম বোখারি 'তারিখ-সগিরে লিখিয়াছেন;- এমাম সুফইয়ান আবু হানিফার মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া বলিলেন., আল্‌হাম্‌দো-লিল্লাহ, এই ব্যক্তি ইস্‌লামকে রাশি রাশি ধ্বংস করিয়াছে; ইহার মত কুলক্ষণে ছেলে ইস্‌লামে আর পয়দা হয় নাই।

হানিফিদিগের উত্তর;—

এমাম সুফইয়ান এরূপ কথা বলেন নাই, ইহা নইম বেনে হাম্মাদের জাল কথা। এমাম বোখারি (র) নাজানা বশতঃ একটী জাল কথা স্বীয় তারিখে-সগির গ্রন্থে লিখিয়া আপনার যশঃরাশির উপর কলঙ্কের কালিমা লেপন করিয়াছেন।

তিনি সহি গ্রন্থেও এরূপ কতগুলি লোকের হাদিস বর্ণনা করিয়াছেন; অন্যান্য এমামগণ যাহাদিগকে মিথ্যাবাদী, জাল হাদিস প্রচারক বা পরিত্যক্ত বলিয়াছেন।

তিনি মোহাম্মাদ বেনে তালহার হাদিস গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু ফতহোল বারির মোকাদ্দমায় (৫১৫ পৃষ্ঠায়) বর্ণিত আছে:—

وكان الناس كانهم يكذبونه☆

"লোকে যেন তাঁহাকে মিথ্যাবাদী ধারণা করিতেন।"

তিনি ওসায়েদ বেনে জায়েদের হাদিস গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু উক্ত 'মোকদ্দমার' ৪৫৩ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে:—

قال النسائى متروك وقال ابن معين حدث باحاديث كذب☆

(এমাম) নাসায়ী (ওসায়েদকে) পরিত্যক্ত বলিয়াছেন। এমাম এবনে মইন বলিয়াছেন, ওসায়েদ কতকগুলি জাল হাদিস প্রকাশ করিয়াছেন।

এমাম বোখারি তারিখে সগিরের ১৭২ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত সুফইয়ানের কথা নিম্নোক্ত সনদে বর্ণনা করিয়াছেন:—

حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا الفزارى قال كنت عند سفيان فنعى النعمان فقال الحمد لله كان ينقض الاسلام عروة عروة ما ولد فى الاسلام اشأم منه ☆

"(এমাম, বোখারি বলেন,) আমার নিকট নইম বেনে হাম্বাদ বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, ফাজারি আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, আমি সুফইয়ানের নিকট ছিলাম, এমতাবস্থায় তিনি নো'মানের (এমাম আবু হানিফার মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন, তৎপরে তিনি বলিলেন, সমস্ত প্রশংসা খোদাতায়ালার নিমিত্ত; তিনি (এমাম আবু হানিফার) ইস্‌লামকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ভগ্ন করিয়াছেন, ইস্‌লামে তদপেক্ষা অধিকতর কুলক্ষনেজন্ম লাভ করে নাই।"

এই সনদে যে নইম বেনে হাম্বাদের নাম উল্লেখ আছে, তাহার অবস্থা শুনুন;—

মিজানোল-এ'তেদাল, ৩য় খণ্ড, ২৪১ পৃষ্ঠা;—

قال الازدى كان نعيم يضع الحديث فى تقوية السنة وحكايات مزورة فى ثلب النعمان كلها كذب☆

(এমাম) আজদি বলিয়াছেন, নইম (বেনে হাম্বাদ) সুন্নত বলবৎ করার মানসে জাল হাদিস প্রস্তুত করিতেন এবং নোমানের (এমাম আবু হানিফার (র) আপবাদের জন্য অমূলক গল্প সমুহ প্রস্তুত করিতেন, উহা সমস্তই মিথ্যা।

মিজানোল এতেদাল, ৩য় খণ্ড, ২৩৮/২৪১ পৃষ্ঠা;—

قال ابو داود كان عند نعيم بن حماد نحو عشرين حديثا عن النبى ﷺ ليس لها اصل وقال النسائى فصار فى حد من لا يحتج به☆

(এমাম) আবু দাউদ বলিয়াছেন, নইম বেনে হাম্বাদের নিকট প্রায় ২০ টা হাদিস নবি করিম (সাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, (সমস্তই) অমূলক। এমাম নেসায়ী বলিয়াছেন, নইম হাদিসের অযোগ্য হইয়াছেন।

পাঠক নইমের দুইটি জাল হাদিসের কথা এস্থলে উল্লেখ যোগ্য। মজহাববিদ্বেগণ যে গুণইয়াতোত্তালেবিন কেতাবকে হানিফিগণের বিরুদ্ধে পেশ করিয়া

থাকেন, উহাতেও নইমের একটী জাল হাদিস আছে। মজহাব বিদ্বেষী মৌলবি এলাহি বখশ সাহেব দোররায় মোহাম্মদীর ১৪৫/১৪৬ পৃষ্ঠায় নইমের বর্ণিত উক্ত জাল হাদিসটী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, হাদিসটী এই, "হজরত বলিয়াছেন, আমার উম্মত ৭৩ ফেরকা হইবে, তন্মধ্যে আমার উম্মাতের মধ্যে প্রধান বিভ্রাটকারী উহারা হইবে যাহারা আপন আপন রায়ে কার্য্যসমূহে কেয়াস করিবে এবং হালালকে হারাম করিবে ও হারামকে হালাল করিবে।"

মিজানোল-এ'তেদাল, ৩য় খণ্ড ২৩৮ পৃষ্ঠা:—

قال محمد بن على سألت يحيى معين عن هذا فقال ليس له اصل ☆

"মোহাম্মাদ বেনে আলি বলেন, আমি এই হাদিসের সম্বন্ধে এহ্‌ইয়া বেনে মইনের নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহাতে তিনি বলিলেন, উহার কোন মূল নাই (অর্থাৎ উহা বাতীল হাদিস)।"

নইমের দ্বিতীয় জাল হাদিসের কথা শুনুন;—

উক্ত গ্রন্থ, ২৪১ পৃষ্ঠা;—

سمعت النبى ﷺ يقول رأيت ربى فى احسن صورة شابا موقرا رجلاه فى خفر عليه نعلان من ذهب ☆

"আমি শ্রবণ করিয়াছি, (হজরত) নবি (সাঃ) বলিতেছিলেন, আমি আমার প্রতিপালককে মহিমান্বিত যুবকের ন্যায় উৎকৃষ্ট আকৃতিতে দর্শন করিয়াছি, তাঁহার পদদ্বয় সবুজ রং এবং বিশিষ্ট ফলকের উপর ছিল, উক্ত পদদ্বয়ে সুবর্ণের দুখানি পাদুকা ছিল।"

পাঠক, ইহা নইম বর্ণিত একটী বাতীল হাদিস। ইনিই সুফ্‌ইয়ান হইতে এমাম আজমের সম্বন্ধে একটী বাতীল গল্প জাল করিয়া জনসমাজে প্রকাশ করিয়াছেন, মিজান গ্রন্থে এমাম আজদি হইতে ইহার চূড়ান্ত প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে। এমাম বোখারি এই প্রতারক লোকের প্রতারণায় প্রতারিত হইয়া উক্ত বাতীল মত স্বীয় গ্রন্থে স্থান দিয়াছেন। যদি মজহাব বিদ্বেষিগণ তারিখে সগিরের নইম বর্ণিত অমূলক গল্পকে

আস্মানি অহির তুল্য জ্ঞান করেন, তবে উপরোক্ত হাদিসটি গ্রহণ পূর্ব্বক সাকার পাদুকাধারী যুবকের তুল্য কল্পিত উপাস্যের উপাসনা করিবেন কিনা ?

মানাক্বেব-কোরদুরি, ২য় খণ্ড, ১১ পৃষ্ঠা:—

عن ابى عاصم النبيل قال سبب وقوع العداوة بين الامام وسفيان ان سفيان خالف الامام فى مسئلة فقال الامام ما لذلك الصبى ومثل هذا فبلغ ذلك سفيان فوقع ما وقع☆

আবু আসেম নাবল বলিয়াছেন, এমাম(আবু হানিফা) ও সুফ্ইয়ানের মধ্যে শত্রুতা ঘটিবার কারণ এই যে, সুফ্ইয়ানের কোন মস্লায় এমাম (আবু হানিফার) খেলাফ করিয়াছিলেন, ইহাতে এমাম (আজম) বলিয়াছিলেন, এই বালক এই মস্লার কি যানে? ইহা সুফ্ইয়ান অবগত হন, এই কারনে তাহাদের মধ্যে মোনমালিন্য ঘটিয়াছিল।"

আরও ১০ পৃষ্ঠা :—

كان الامام اذا بلغه عن سفيان مقال قال هو حديث السن والاحداث لهم حدة فاذا بلغ سفيان قال هو اكبر منى حتى يصغر فيكان لايستهل ان يقول فيه شيأ غير انه يقول هو حديث السن☆

"এমাম (আজম) যে সময় সুফ্ইয়ানের কোন কথা শুনিতেন, তখন বলিতেন, সে (সুফ্ইয়ান) অল্প বয়স্ক, নব্য বয়স্কদের ক্রোধ আছে। যে সময় সুফ্ইয়ান ইহা অবগত হইতেন, বলিতেন তিনি আমা অপেক্ষা প্রবীণ, এই হেতু আমাকে অবজ্ঞা করেন। এমাম (আজম) বলিতেন সে অল্পবয়স্ক, ইহা ব্যতিত তাঁহার সম্বন্ধে অন্য কিছু বলা সঙ্গত মনে করিতেন না।"

ইহাতে প্রমানিত হইতেছে যে, এমাম আজম, সুফইয়ান অপেক্ষা বয়সে প্রবীণ ছিলেন।

তকরিবোত্তহজিব, ৩৮৪ পৃষ্ঠা :—

"এমাম আবু হানিফার মৃত্যু হিজরী ১৫০ সালে, তাঁহার বয়স ৭০ বৎসর ছিল।" অর্থাৎ ৮০ হিজরিতে তিনি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আরও ১৫ পৃষ্ঠা :—

"সুফইয়ান সওরির মৃত্যু হিজরির ৬১ সালে, তাঁহার বয়স ৬৪ বৎসর ছিল।" অর্থাৎ হিজরির ৯৭ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে যে, এমাম আজম, এমাম সুফইয়ান অপেক্ষা ১৭ বৎসর জ্যেষ্ঠ ছিলেন। এমাম সুফইয়ান আপনা অপেক্ষা জ্যেষ্ঠব্যক্তিকে নব বয়স্ক যুবক বলিতে পারেন না, কাজেই উক্ত কথার বাতিল হওয়া প্রমাণিত হইল।

মানাকাবে- মোয়াফেক, ২য় খণ্ড, ১৪ পৃষ্ঠা :—

كان الثورى اذا سئل عن مسئلة دقيقة يقول ما كان احد يحسن ان يتكلم فى هذا الامر الا رجل قد حسدناه ثم يسئل اصحاب ابى حنيفة ما يقول صاحبكم فيحفظ الجواب ثم يفتى به ☆

"(এমাম সুফইয়ান) সওরি কোন কঠিন মস্‌লা জিজ্ঞাসিত হইলে, বলিতেন, এই সম্বন্ধে এক ব্যক্তি ব্যতীত কেহই সদুত্তর প্রদান করিতে পারিবে না, নিশ্চই আমরা তাহার প্রতি বিদ্বেষ ভাব পোষণ করিয়াছি, (অর্থাৎ এমাম আবু হানিফা ভিন্ন আর কেও ইহার সদুত্তর দিতে পারিবে না)। তৎপরে তিনি (এমাম) আবু হানিফার (রহঃ) শিষ্যগণকে জিজ্ঞাসা করিতেন, তোমাদের শিক্ষক (আবু হানিফা এ বিষয়ে) কি বলেন ? তৎপরে (তাহাদের) উত্তর স্মরণ করিয়া লইতেন, অবশেষে তদনুযায়ী ফৎওয়া দিতেন।"

পাঠক, দেখিলেনত, এমাম সুফইয়ান, এমাম আজমের মতানুযায়ী ফৎওয়া দিতেন।

মানাকেবে কোর্দরি, ২য় খণ্ড, ৪/১০ পৃষ্ঠা ;—

قلت ابو حنيفة يقول فيها ما بلغك فنكس رأسه الخ☆

(এমাম এবনোল মোবারক, সুফইয়ানকে বলিলেন) আবু হানিফা এ সম্বন্ধে যাহা বলেন, তাহা আপনি কি অবগত হইয়াছেন? তৎশ্রবণে সুফইয়ান মস্তক অবনত করিলেন, তৎপরে উহা উত্তোলন করতঃ (তথায় অন্য কেহ ছিলেন না) বলিলেন, আবু হানিফা বল্লভের কলি অপেক্ষা অধিকতর সূক্ষ্ম মসলা আবিষ্কার করেন, খোদাতায়ালার শপথ, তিনি এলম গ্রহণ করিতে দৃঢ় (দক্ষ), হারাম সমূহ হইতে প্রতিবন্ধক, (হজরত) নবি (আঃ) হইতে যাহা সহি প্রমাণিত হইয়াছে, তদ্ব্যতীত (অন্য কিছু) গ্রহণ করেন না, নাসেখ, মনসুখের অনুসন্ধানে অতি নিপুণ, বিশ্বাসভাজন লোকের হাদিস সমূহ ও হজরত নবি (আঃ) এর শেষ কার্য্য অনুসন্ধান করিতেন, অধিকাংশ কুফার বিদ্বানগণকে যে মতাবলম্বন করিতে দেখিতেন, তিনি তাহাই গ্রহণ করিতেন এবং তাহাই স্বীয় ধর্ম স্থির করিতেন। একদল লোক তাঁহার নিন্দাবাদ করিয়াছেন, আমরা তাহাদের এই নিন্দাবাদ হইতে মৌনাবলম্বন করিয়াছি, খোদাতায়ালার নিকট উহা হইতে মার্জ্জনা চাহিতেছি, বরং অবশ্য আমাদের পক্ষ হইতে পরস্পর কতক বাদানুবাদ হইয়াছিল, (এমাম) এবনোল মোবারক বলিলেন, আমি আকাঙ্ক্ষা করি যে, খোদাতায়ালা আপনাকে উহা মার্জ্জনা করিবেন।

পাঠক, ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে যে, প্রথমতঃ উক্ত এমামদ্বয়ের মধ্যে বাদানুবাদ হইয়াছিল, অবশেষে উক্ত মনোমালিন্য দূরীভূত হইয়াছিল, এমাম সুফইয়ান এ স্থলে পরিতাপ করতঃ এমাম আজমের সুখ্যাতি প্রকাশ করিয়াছেন।

মানাকেবে-কোরদুরি, ২য় খণ্ড, ৯ পৃষ্ঠা ;—

وكان شريك الامام قال حججت الخ☆

"তিনি (এশার) এমামের সঙ্গী ছিলেন, তিনি বলিয়াছেন, আমি এমাম (আবু হানিফা) ও (সুফইয়ান) সওরির সঙ্গে হজ্জ করিতে গিয়াছিলাম, অনন্তর যে সময় আমরা কোন শহরে বা বিশ্রাম স্থলে অবতরণ করিতাম, (তখন) লোকে বলিতেন, (ইহারা) এরাক (প্রদেশের) দুইজন ফকিহ এবং তাহারা উঁহাদের উভয়ের নিকট সমবেত হইতেন। (এমাম) সুফইয়ান এমাম (আবু হানিফা) কে অগ্রে করিয়া তাঁহার পশ্চাতে গমন করিতেন এবং তিনি এমাম (আজমের) সাক্ষাতে কোন মসলা জিজ্ঞাসিত

হইলে, তিনি উত্তর দিতেন না, অগত্যা এমাম (আবু হানিফা) উত্তর দিতেন।"

পাঠক, ইহাতে এমাম সুফ্ইয়ানের এমাম আজমের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা জ্বলন্ত ভাবে প্রমাণিত হইল।

আরও উক্ত পৃষ্ঠা,—

قال اتيت الامام سفيان الخ☆

"তিনি (আবু জ'য়েদা) বলিয়াছেন, আমি এমাম সুফ্ইয়ানের নিকট আগমন করতঃ (দর্শন করিলাম যে) তাঁহার মস্তকের নিম্নে একখানি কেতাব রহিয়াছে, তিনি উক্ত কেতাবে দৃষ্টিপাত করিতেছেন অনন্তর আমি তাঁহার অনুমতিতে (উক্ত) কেতাবে দৃষ্টিপাত করিয়া (জানিলাম যে,) উহা (এমাম) আবু হানিফার (র) বন্দক সংক্রান্ত পুস্তক। ইহাতে আমি বলিলাম, আপনি কি তাঁহার পুস্তক দেখিয়া থাকেন, তিনি বলিলেন, আমি বাসনা করি যে, তাঁহার সমস্ত কেতাব আমার নিকট থাকে, নিশ্চয় তিনি (এমাম আবু হানিফা) এল্‌মের ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং তদ্বিষয়ে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন, কিন্তু আমরা ন্যায়ের মর্য্যাদা করি না।"

পাঠক, এমাম সুফ্ইয়ান কিরূপ এমাম আজমের প্রশংসা করিলেন, তাহা বুঝিতে পারিলেন।

মানাকেবে কোর্দরি, ২য় খণ্ড, ১১ পৃষ্ঠা;—

عن محمد المنتشر الصنعانى قال كنت اختلف الخ☆

"মোহাম্মদ বেনে মোন্তাশের সানয়ানি হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, আমি তাঁহাদের উভয়ের (এমাম আবু হানিফা ও এমাম সুফ্ইয়ানের) নিকট যাতায়াত করিতাম, যখন আমি (এমাম) আবু হানিফার (র) নিকট আগমণ করিতাম, তখন তিনি বলিতেন, তুমি কোথা হইতে আসিতেছ? আমি বলিতাম, সুফইয়ানের নিকট হইতে আসিতেছি, তৎশ্রবণে (এমাম) আবু হানিফা (র) বলিতেন, তুমি এরূপ ব্যক্তির নিকট হইতে আসিতেছ যে, যদি আল্‌কামা ও আস্‌ওয়াদ জীবিত থাকিতেন, তবে তাঁহারা উভয়ে ইহার মুখাপেক্ষী হইতেন। আর যে সময় আমি (এমাম) সুফইয়ানের নিকট যাইতাম, (তখন) তিনি বলিতেন, তুমি কোথা হইতে আসিতেছ? আমি বলিতাম, আমি (এমাম) আবু হানিফার (র) নিকট হইতে আসিতেছি, (তৎশ্রবণে) তিনি বলিতেন, তুমি জগদ্বাসিদের শ্রেষ্ঠতম ফকিহের (কোরআন ও

হাদিসের মর্ম্মজ্ঞের) নিকট হইতে আসিতেছ। এমাম হারিসি. মোহাম্মদ বেনে মোস্তাশের হইতে ইহাও বর্ণনা করিয়াছেন যে, আমি এমাম (আজমের) সঙ্গ লাভ করিতাম. তিনি (এমাম সুফ্ইয়ান) ইহা অবগত ছিলেন, সেই হেতু তিনি বলিতেন, অদ্য কোন্ কোন্ মসলার সমালোচনা হইয়াছে, আমি বলিতাম. অমুক অমুক মসলার (সমালোচনা হইয়াছে), ইহাতে তিনি বলিতেন, ইহাই এল্‌ম. ইহাই কল্যাণ। তৎপরে আমি একদিবস তাঁহার নিকট আগমন পূর্ব্বক যে যে বিষয়ের উত্থাপন হইয়াছিল. তন্মধ্য হইতে কিছু অংশ প্রকাশ করিলাম, ইহা তাঁহাকে বিমোহিত করিল এবং তিনি বলিলেন, খোদাতায়া'লা তোমার শিক্ষকের প্রতি কল্যাণকর বিষয়ের ও তত্ত্বজ্ঞানের পথ সমুহ উন্মোচন করিয়াছেন।"

পাঠক, উক্ত এমামদ্বয়ের মধ্যে যে গাঢ় সদ্ভাব ছিল, ইহাই তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ।

মানাকেবে-করদুরি, ১২ পৃষ্ঠা :—

☆ عن عبدالصمد قال كنت عند سفيان الخ ☆

আবদুস-সামাদ বলিয়াছেন, আমি (এমাম) সুফইয়ানের নিকট ছিলাম. এমতাবস্থায় একজন লোক তাঁহার নিকট (এমাম আবু হানিফার) বিষয় উত্থাপন করিয়া বলিল যে, তিনি তর্ক বিদ্যায় বুৎপন্ন হইয়াছেন। তৎশ্রবণে তিনি (এমাম সুফ্ইয়ান) বলিলেন. যদি তুমি তাঁহার (এমাম আবু হানিফার) নিকট উপবিষ্ট হইতে, তবে বুঝিতে যে. তুমি তাঁহার তুল্য কাহারও নিকট উপবেশন কর নাই, তৎপরে উক্ত এমামদ্বয় একস্থানে সমবেত হইলেন। যে সময় তাঁহারা পৃথক হইয়া গেলেন, ইনি (এমাম সুফইয়ান) বলিলেন, যে কেহ এই এমামের নিকট বসিয়াছে, তাহার পক্ষে উক্ত এমামের ফেক্‌হ পরহেজগারি ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টির পথ প্রসারিত হইয়াছে এবং আমি যে পরিমাণ তাঁহার নিকট বসিয়াছি, (সেই পরিমাণ) আমার সুনাম বর্দ্ধিত হইয়াছে তৎপরে তাঁহার কথা উত্থাপিত হইলে, ইনি তাঁহার সুযশ প্রচার করিতেন এবং কাহাকেও নিন্দাবাদ করিতে দিতেন না।"

তহ্‌জিবোল আসমা, ৬৯৯পৃষ্ঠা :—

☆ عن ابن المبارك قال قلت سفيان الثورى الخ ☆

"(এমাম আবদুল্লাহ) বেনে মোবারক বলিয়াছেন. আমি (এমাম) সুফইয়ানকে বলিলাম, (এমাম) আবু হানিফাকে কিসে পরনিন্দা হইতে বিরত

রাখিয়াছে? আমি তাহাকে কখনও কোন শত্রুর নিন্দাবাদ করিতে শ্রবণ করি নাই। তিনি (এমাম সুফিইয়ান) বলিলেন, খোদাতায়া'লার শপথ, তিনি এরূপ প্রবীণ জ্ঞানী যে, তাঁহার সৎকার্য্য সমূহ বিনষ্ট করে এইরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারেন না।"

তহজিবোল-আসমা, ৬৯৮ পৃষ্ঠা ;—

وعن ابی بکر بن عیاش قال مات اخو سفیان الثوری الخ☆

"আবুবকর বেনে আইয়াশ বলিয়াছেন, (এমাম) সুফইয়ান সওরির এক ভ্রাতা মৃত্যুপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, লোকে শান্তনা প্রদানের জন্য তাঁহার নিকট সমবেত হইয়াছিল, তৎপরে (এমাম) আবু হানিফা আগমণ করিলেন, ইহাতে (এমাম) সুফইয়ান তাঁহার জন্য দণ্ডায়মান হইলেন, তাঁহার সমাদর করিলেন, নিজস্থানে তাঁহাকে বসাইলেন এবং তাঁহার সম্মুখে বসিলেন। সে সময় লোক অসন্তুষ্ট হইল, সুফইয়ানের শিষ্যগণ বলিলেন, আমারা আপনাকে আশ্চর্য্যজনক বিষয় করিতে দেখিলাম, (তদুত্তরে) তিনি বলিলেন, ইনি একজন উচ্চদরজের বিদ্বান, যদি আমি তাঁহার বিদ্যার জন্য দণ্ডায়মান না হই, তবে তাঁহার বয়সের জন্য দণ্ডায়মান হইয়াছি। যদি আমি তাঁহার বয়সের জন্য দণ্ডায়মান না হইয়া থাকি, তবে আমি ও হাদিস জ্ঞানের (ফেকহ তত্ত্বের) জন্য দণ্ডায়মান হইয়াছি। আর যদি আমি তাঁহার ফেকহ তত্ত্বের জন্য দণ্ডায়মান না হইয়া থাকি, তবে তাঁহার পরহেজগারির জন্য দণ্ডায়মান হইয়াছি।

তহজিবোত্তহজিব, ১০ম খণ্ড, ৪৫১ পৃষ্ঠা ;—

عن ابن معین سمعت عبید بن ابی قرة یقول سمعت یحیی بن المریس یقول شهدت سفیان الخ

"(এমাম) এহইয়া বেনে মইন বলিয়াছেন, আমি ওবাএদ বেনে আবি কোর্রাকে বলিতে শুনিয়াছি, তিনি বলিয়াছেন, আমি এহইয়া বেনে জরিসকে বলিতে শুনিয়াছি যে, আমি সুফইয়ানের নিকট উপস্থিত ছিলাম, এবং একব্যক্তি তাঁহার নিকট আসিয়া বলিল, আপনি আবু হানিফার জন্য শত্রুতা করেন? তিনি বলিলেন, উহা কি? তখন সে ব্যক্তি বলিল, আমি (এমাম) আবু হানিফা (র) কে বলিতে শুনিয়াছি যে, আমি (প্রথম) কোরআন শরিফ গ্রহণ করি, আর যদি (উহাতে) না পাই, তবে

(হজরত) নবি করিম (সাঃ) এর হাদিস গ্রহণ করি, আর যদি (উহাতে) না পাই, তবে সাহাবাগণের মত (গ্রহণ করি), তন্মধ্যে আমি, যাহাঁর ইচ্ছা হয় (তাঁহার) মত গ্রহণ করি, তাহাদের মত ত্যাগ করতঃ অন্যের মত গ্রহণ করি না, কিন্তু যদি এবরাহিম, শায়াবি, এবনে সিরিন ও আতার দিকে বিষয়টী উপস্থিত হয়, তবে (তাঁহারা) এক দল কেয়াস করিয়াছিলেন, তাঁহারা যেরূপ কেয়াস করিয়াছেন, আমিও সেইরূপ কেয়াস করিব।"

পাঠক, ইহাতে প্রমাণিত হইল যে, এমাম সুফ্ইয়ান এমাম আজমের কার্য্য সমর্থন করিয়া লইয়াছেন।

এমাম আব্দুল অহবাব শায়ারানি শাফিয়ি 'মিজান-শায়ারানির' ৫৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—

وكان ابو مطيع يقول كنت يوما عند الامام ابى حنيفة جامع فى جامع الكوفة فدخل عليه سفيان الخ☆

"আবু মতি বলিতেন, আমি একদিবস কুফার জোমার মস্‌জিদে এমাম আবু হানিফা (র) নিকট (উপবিষ্ট) ছিলাম, এমতাবস্থায় সুফইয়ান সওরি, মোকাতেল বেনে হেয়ান, হাম্মাদ বেনে সালমা, জা'ফর সাদেক প্রভৃতি ফকিহ্‌গণ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। তৎপরে তাঁহারা এমাম আবু হানিফার সহিত বাদানুবাদ করিয়া বলিলেন, নিশ্চয় আমরা অবগত হইয়াছি যে, আপনি ধর্ম্ম সম্বন্ধেবহু কেয়াস করিয়া থাকেন, নিশ্চয় আমরা তজ্জন্য আপনার সম্বন্ধে আশঙ্কা করি, কারণ ইব্‌লিস প্রথমেই কেয়াস করিয়াছিল। তৎশ্রবণে এমাম (আবু হানিফা) শুক্রবারের প্রভাত হইতে দ্বি প্রহরের পর পর্য্যন্ত তাঁহাদের সহিত তর্ক করিলেন এবং স্বীয় মজহাবকে তাঁহাদের সমক্ষে পেশ করিলেন এবং বলিলেন, নিশ্চয় আমি প্রথমতঃ কোরআন শরিফ অনুযায়ী কার্য্য করি, তৎপরে হাদিস অনুযায়ী, তৎপরে সাহাবাগণের ফতওয়া (ব্যবস্থা) অনুযায়ী (কার্য করি) তাঁহাদের মতভেদ ঘটিত ব্যবস্থা অপেক্ষা তাঁহাদের একমতে স্বীকৃত ব্যবস্থাকে অগ্রগণ্য ধারণা করি। এবং এই সময়ে (কোরআন, হাদিস, সাহাবাদের ফৎওয়ায় কোন মস্‌লার উত্তর দুষ্প্রাপ্য হইলে) কেয়াস করিয়া থাকি। তৎশ্রবণে তাঁহারা সকলে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার হস্ত ও উরু চুম্বন করিলেন এবং তাঁহাকে

বলিলেন, আপনি বিদ্বানকুলের শিরোমণি। নাজানা বশতঃ আমাদের কর্তৃক আপনার নিন্দাবাদ যাহা কিছু প্রকাশিত হইয়াছে, আপনি তজ্জন্য আমাদিগকে মার্জ্জনা করুন। তৎশ্রবণে তিনি বলিলেন, খোদাতায়া'লা আমাদিগের ও আপনাদিগের সকলকেই মার্জ্জনা করুন।

নিরপেক্ষ পাঠক, যে এমাম সুফইয়ান উক্ত বাদানুবাদ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ তাহাকে বিদ্বানকুলের শিরোভূষণ বলিয়া স্বীকার পূর্ব্বক তাঁহার নিকট ক্ষমা চাহিয়াছিলেন, তিনিই কি তাঁহার মৃত্যু সংবাদ শ্রবণে তাঁহাকে ইসলাম ধ্বংসকর ও কুলক্ষণে ব্যক্তি বলিতে পারেন?

উপরোক্ত প্রমাণ সমূহে প্রমাণিত হইল যে, এমাম বোখারি 'তারিখে-সগির' গ্রন্থে নইম বর্ণিত এমাম সুফইয়ানের যে গল্পটী লিখিয়াছেন, উহা নিশ্চয় ভ্রম কথা।

যদি স্বীকার করাও হয় যে, এমাম সুফইয়ান এমাম আজমকে উক্তরূপ বলিয়াছেন, তবে আমাদের বক্তব্য এই যে, এমাম সুফইয়ান কি আল্লাহ্ ব রসুল? তাঁহার কথা কি আসমানি অহি? তিনি কি অভ্রান্ত? আমরা তাঁহাকে একজন ভ্রমপূর্ণ মানুষ বলিয়া ধারণা করি, তিনি কতকগুলি স্থলে ভ্রম করিয়াছেন, তাহার উদাহরণ এই; তাজকেরাতোল-হোফাফাজ, ১ম খণ্ড, ১৮৬ পৃষ্ঠা:—

قال ابن مهدی قال لی سفیان جئنی بمن اذا کره فجئته بیحیی فذا کره فلما خرج قال یا عبد الرحمن قلت لک جئنی بانسان جئتنی بشیطان یعنی اندهش سفیان من حفظه ☆

"এবনে মেহ্দি বলিয়াছেন, আমাকে সুফইয়ান সওরি বলিলেন, তুমি আমার নিকট এরূপ এক ব্যক্তিকে আনয়ন কর যে, আমি তাঁহার সহিত বাদানুবাদ করি, তৎপরে আমি তাঁহার নিকট এহ্ইয়া (কাত্তান) কে আনয়ন করিলাম, তিনি তাঁহার সহিত তর্ক বিতর্ক করিলেন। তিনি (এহ্ইয়া তথা হইতে) বহির্গত হইলে, সুফইয়ান বলিলেন, হে আবদুর রহমান, আমি আপনাকে বলিয়াছিলাম যে, আমার নিকট একটী মানুষ আনয়ন করুন, আপনি আমার নিকট একটা শয়তানকে আনয়ন করিয়াছেন,

অর্থাৎ সুফ্ইয়ান তাঁহার স্মৃতিশক্তিতে বিমোহিত হইয়াছিলেন।"

পাঠক, এমাম এহ্ইয়া বেনে সইদ কাত্তান একজন প্রবীণ মোহাদ্দেস ছিলেন, তাঁহার এমামত্ব, হাদিসের দক্ষতা ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে কাহারও মতভেদ নাই, কিন্তু এমাম সুফ্ইয়ান হিংসা বশতঃ তাঁহাকে শয়তান বলিয়াছেন, যদি মজহাব বিদ্বেষিগণ সুফ্ইয়ানের প্রত্যেক কথা সত্য বলিয়া মানেন, তবে কি তাঁহারা উপরোক্ত এমামকে শয়তান বলিবেন?

সহি তেরমজি, ৩৫ পৃষ্ঠা:-

قال ابو عيسى حديث ابن مسعود حديث حسن وبه يقول غير واحد من اصحاب النبى ﷺ والتابعين وهو قول سفيان واهل الكوفة☆

"(এমাম) আবু ইসা (তেরমজি) বলিয়াছেন, (হজরত) এবনে মসউদের (রাফাইয়াদাএন ত্যাগ করা সংক্রান্ত) হাদিসটী উৎকৃষ্ট (হাসান), হজরত নবি করিম (সাঃ) এর অনেক সাহাবা ও অনেক তাবিয়ি উক্ত মতাবলম্বন করিয়াছিলেন। ইহা সুফ্ইয়ান ও কুফা অধিবাসীদিগের মত।" হে মজহাব বিদ্বেষি লেখক, আপনার মানিত সুফ্ইয়ান রফাইয়াদাএন ত্যাগ করিয়াছিলেন, আপনারা তাহার এই মতটী গ্রহণ করিবেন কি?

এবনে খালকান, ১ম খণ্ড, ২১০ পৃষ্ঠা:-

قال سفيان ان تحكم فى يحكم فيك ملك قادر يفرق بين الحق والباطل فقال له الربيع يا امير المؤمنين الهذاالجاهل ان يستقبلك بمثل هذا ائذن لى ان يضرب عنقه☆

"(এমাম) সুফইয়ান বলিলেন, যদি আপনি আমার সম্বন্ধে আদেশ প্রদান করেন, তবে সর্ব্বশক্তিমান, ন্যায় অন্যায়ের প্রভেদকারী বাদশাহ্ আপনার সম্বন্ধে আদেশ প্রদান করিবেন। ইহাতে (কাজি) রবি (তাঁহাকে) বলিলেন, হে আমিরোল-মোমেনিন, (খলিফা,) কি এই নিরক্ষর (জাহেল) আপনার সম্মুখে এইরূপ বাক্যালাপ করে? আপনি আমাকে অনুমতি দিন, আমি ইহার মুণ্ডপাত করি।" এ স্থলে কাজি রবি, এমাম সুফইয়ানকে জাহেল বলিয়াছেন, এখন দেখি, লেখক ইহার কি উত্তর দেন।

তাবাকাতে-কোবরা, ১ম খণ্ড, ৪১ পৃষ্ঠা,—

فرأيت السفيان الثورى قدمات على بدعتين لم يتب الى اللهمنهما ☆

"(আবদুল আজিজ মক্কি বলিয়াছেন,) আমি সুফইয়ান সওরিকে দর্শন রিয়াছি যে, নিশ্চয় তিনি দুইটা বেদাতের উপর মৃত্যুপ্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি উক্ত -দাতদ্বয় হইতে তওবা করেন নাই।"

যদি এমাম সুফইয়ানের এমাম আজমের প্রতি দোষারোপ করিলে, তাহা ধর্তব্য হয়, তবে তাঁহার প্রতি অন্যের দোষারোপ কেন ধর্তব্য হইবে না?

তদ্‌রিবোর রাবি, ৭৭/৭৯ পৃষ্ঠা,—

الاول تدلس الاسناد بان يروى عمن عاصره مالم يسعه منه مو هما لسما عه فا ئلا قال فلان او عن فلان ونحوه وربما يسقط شيهة او اسقط عيره معيقا او صغيرا تهسينا للحديث و فبه غرورا شد قال الخطيب وكان الاعمش

سفيان الثورى يفعلون مثل هذا وقال شيخ الاسلام لا شك انه جرح وان وصف الثورى والا عمش اما الاول فمكروه جد ادمه اكثر العلماء وبالغ شعبة فى ذمه فقال لان ازمى احب الى من ان ادلس قال قاالتدليس اخو الكذب انتهى ملخصا بقدر الحاجة ☆

"প্রথম, ইস্‌নাদ গোপন করার অর্থ এই যে, একজন সমসাময়িক লোকের নিকট হাদিস না শুনিয়া ও তাঁহা হইতে উহা এরূপ ভাবে বর্ণনা করা যেন তাঁহার নিকট শুনিবার ধারণা জন্মিতে পারে, যেমন 'অমুকে বলিয়াছে' 'অমুক হইতে' ইত্যাদি। কখন কখন নিজের শিক্ষকের নামে বর্ণনা করিয়া শিক্ষকের শিক্ষক বা তদূর্দ্ধ কোন রাবি অযোগ্য বা নাবালক বোধে হাদিসটী উত্তম প্রমাণ মানসে তাহার নামোল্লেখ না করা, ইহা মহা প্রতারণা। খতিব বলিয়াছেন, আ'মাশ ও সুফ্‌ইয়ান সওরি এইরূপ কার্য্য করিতেন। শায়খোল ইসলাম বলিয়াছেন, যদিও সওরি ও আমাশ এরূপ কার্য্যে প্রসিদ্ধ হয়েন, তথাপি নিশ্চয় উহা দোষিত কার্য্য। (এমাম নাবাবি বলিলেন,) এই প্রথম শ্রেণীর তদ্‌লিস নিশ্চয় মকরুহ্ অধিকাংশ বিদ্বান ইহার নিন্দাবাদ করিয়াছেন। (এমাম সিওতি বলিয়াছেন,) এমাম শো'বা ইহার অতিরিক্ত নিন্দাবাদ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, হাদিসের সনদ গোপন করা অপেক্ষা ব্যাভিচার করা ভাল। সনদ গোপন করা মিথ্যার সমতুল্য।"

হে লেখক সাহেব, আপনার সুফ্‌ইয়ান (হাদিসের সনদ গোপন করতঃ) মহা দোষে দোষান্বিত হইলেন, এখন তাঁহাকে উদ্ধার করুন।

এমাম এবনে হাজার 'লেসানোল মিজান' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে ২০১/২০২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

فلام الاقران بعضهم فى بعض لا يعبأ ولا سيما اذا لاح لك انه لعدارة او لمذهب او لحسد لا ينجوا الا من عصم الله وما علمت ان عصرا من ال اعصار سلم اهله من ذلك سوى النبيين والصديقين ولو شئت سردت من ذلك كراديس فلا تجعل فى قلوبنا غلا للذين آمنوا☆

সমসাময়িক একজনার কথা অন্যের সম্বন্ধে, বিশেষতঃ যখন তোমার নিকট উহার শত্রুতা, মজহাবী (বিদ্বেষ) ও হিংসার জন্য বলিয়া প্রকাশিত হয়, অগ্রাহ্য হইবে। খোদাতায়ালা যাহাকে রক্ষা করিয়াছেন, তদ্ব্যতীত (কেহ উক্ত শত্রুতা, মজহাবী বিদ্বেষ ও হিংসা হইতে) নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হইবে না।

পয়গম্বরগণ ও সিদ্দিকগণ ব্যতীত কোন কালের লোক যে উক্ত বিষয় হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে, ইহা আমি অবগত নহি। যদি আমি ইচ্ছা করি, তবে উক্ত বিষয়ে বহু পৃষ্ঠা লিপিবদ্ধ করিতে পারি।

"(হে খোদাতায়ালা,) যাঁহারা ইমান গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি বিদ্বেষ আমাদের অন্তরে নিক্ষেপ করিও না।

অকুদোল জাওয়াহেরোল মনিফা ১১ পৃষ্ঠা;---

ثم ساق باسناد الى حديث الزبير بن العوام رضى الله عنه الخ☆

"তৎপরে তিনি (এমাম এবনে আব্দুল বার) সনদ সহ জোবায়ের বেনে আওয়ামের (রাঃ) হাদিসটি উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি উহা হজরত নবি করিমের কথা বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, হাদিসটি এই; তোমাদের পূর্ব্ববর্তী উম্মতদের ব্যাধি হিংসা, শত্রুতা তোমাদিগের দিকে সংক্রামিত হইয়াছে, উহা কর্ত্তন কারী, আমি বলিনা যে, উহা কেশ কর্ত্তন করে, বরং উহা ধর্ম্ম কর্ত্তন করে।"

উক্ত গ্রন্থ, উক্ত পৃষ্ঠা;---

واخرج من طريق سعيد بن جبير الخ☆

সইদ বেনে জোবাএরের সনদে (হজরত) এবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন, তোমরা বিদ্বান্‌গণের এল্‌ম (ধর্ম্মজ্ঞান) মনোনিবেশ পূর্ব্বক শ্রবণ কর, এবং তাঁহাদের একের কথা অন্যের সম্বন্ধে বিশ্বাস করিও না, যাহার আয়ত্তাধীনে আমার প্রাণ আছে তাহার শপথ পুং ছাগ উহার দলের মধ্যে (যেরূপ পরিবর্ত্তনশীল), নিশ্চয় তাঁহারা (বিদ্বানগণ) তদপেক্ষা অধিক পরির্ত্তনশীল।"

উক্ত গ্রন্থ, উক্ত পৃষ্ঠা;---

وقد تكلم الشعبى فى النخعى والزهرى فى ربيعة وابى الزناد والاعمش وغيره فى ابى حنيفة ومالك فى ابن اسحاق ويحيى ابن معين فى الشافعى وابن ذئب وغيره فى مالك فان اهل العلم والفهم لا يقبلون قول بعضهم فى بعض ☆

"(আরও এমাম এবনে আবদুল বার্‌র বলিয়াছেন,) নিশ্চয় (এমাম) শা'বি, (এমাম) নখয়ির, (এমাম) জুহ্‌রি, (এমাম) রবিয়ার ও (এমাম) আবু জেনাদের, (এমাম) আ'মাশ প্রভৃতি (এমাম) আবু হানিফার, (এমাম) মালেক, এবনে ইসহাকের, (এমাম) এহ্‌ইয়া বেনে মইন, (এমাম) শাফিয়ির ও (এমাম) এবনে জেবের প্রভৃতি (এমাম) মালেকের নিন্দাবাদ করিয়াছেন, কিন্তু বিদ্বানগণ ও বিবেচকগণ তাঁহাদের একজনার কথা অন্যের সম্বন্ধে গ্রাহ্য করেন নাই।"

এমাম সুবকি তবকাতে-কোবরা'র প্রথম খণ্ডে (১৮৮ পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন,

فإياك ثم إياك و الحذر كل الحذر من هذا الحسبان الخ ☆

"তুমি সাবধান! সাবধান! এরূপ ধারণা হইতে বিরত থাক, বরং আমাদের নিকট সত্য মত এই যে, যাহার এমামত্ব ও ধার্ম্মিকতা (পরহেজগারী) প্রমাণিত হইয়াছে, যাহার প্রশংসাকারী ও সুযশ প্রচারকগণের সংখ্যা অধিক ও নিন্দুকের সংখ্যা কম হয় এবং তথায় এরূপ প্রমাণ থাকে যাহাতে বুঝা যায় যে, তাঁহার নিন্দনীয় হওয়ার কারণ মজাহাবি বা অন্য কোন বিদ্বেষ হয়, তবে নিশ্চয় আমরা তাঁহার নিন্দাবাদের দিকে ভ্রুক্ষেপ করি না এবং তাঁহার সম্বন্ধে ধর্মপরায়ণতা অনুযায়ী কার্য করি, অন্যথা যদি আমরা এই দ্বার উদঘাটন করি কিম্বা সর্ব্বতোভাবে নিন্দাবাদকে অগ্রগণ্য বলিয়া গ্রহণ করি, তবে কোনই এমাম আমাদের নিকট পরিত্রাণ পাইবেন না, কেননা যে কোন এমাম হউন না কেন, তাঁহার সম্বন্ধে অপবাদকগণ অপবাদ করিয়াছে এবং উহাতে ধ্বংসশালিগণ বিনষ্ট হইয়াছে।"

আরও উক্ত পৃষ্ঠা;--

وقع فى المبسوطة من قول عبد الله بن وهب الخ☆

"মবসুতা গ্রন্থে আবদুল্লা বেনে অহাবের কথা (বর্ণিত) আছে যে একজন বিদ্বানের সাক্ষ্য অন্য বিদ্বানের বিরুদ্ধে সিদ্ধ নহে, যেহেতু নিশ্চয় তাঁহারা লোকের মধ্যে অধিকতর হিংসা ও বিদ্বেষকারী, সুফ্ইয়ান সওরি ও মালেক বেনে দিনার এই মত অবলম্বন করিয়াছেন।

কিন্তু তুমি জানিয়া রাখিও যে, নিশ্চয় আমরা যে মতাবলম্বন করিতেছি, তাহাই মূল নিয়ম অর্থাৎ ধার্ম্মিকতা সপ্রমাণিত লোকের সম্বন্ধে উক্ত ব্যাক্তির কথা গ্রহণীয় নহে, যিনি মজহাবি বা অন্য কোন বিদ্বেষ মূলে ইঁহার প্রতি আক্রমণ করিয়াছে বলিয়া বহু প্রমাণ সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।"

আরও উক্ত গ্রন্থ, উক্ত খণ্ড,১৮৮/১৮৯ পৃষ্ঠা।

قال ابو عمر بعد ذلك الصحيح فى هذا الباب ان من ثبتت عدالة وصحت فى العلم امامته وبالعلم عناية لم يلتفت الى قول احد الخ☆

"(এমাম) এবনে আবদুল বার, তৎপরে বলিয়াছেন, এ সম্বন্ধে সহি মত এই যে, যাহার ধর্ম্মপরায়ণতা প্রমানিত হইয়াছে, বিদ্বায় যাহারা এমামত্ব ও প্রবীণতা সহি সাব্যস্ত হইয়াছে, (তাঁহার সম্বন্ধে) কাহারও কথা গ্রাহ হইবে না, কিন্তু যদি তাঁহার নিন্দাবাদের ন্যায় সঙ্গত প্রমাণ অনয়ন করিতে পারে, (তবে স্বতন্ত্র কথা)। তিনি প্রমাণ স্বরূপ পেশ করিয়াছেন যে, প্রাচীন বিদ্বান্‌গণের মধ্যে একে অন্যের প্রতি যে দোষারোপ করিয়াছেন, উহার কতক স্থলে মজহাবি বিদ্বেষ কিম্বা হিংসা (তাঁহাদিগকে) এই কার্য্যে উত্তেজিত করিয়াছে এবং কতকের মূলে এরূপ (কোরআন ও হাদিসের) অর্থ নির্ণয় ব্যাপার ও এজতেহাদি মতভেদ রহিয়াছে যে, দোষারোপকারী ব্যক্তি দোষার্পিত ব্যক্তির উপর যাহা দোষ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন তাহা দোষ বলিয়া প্রমাণিত হয় না। এই অর্থ নির্ণয় ও এজতেহাদি ব্যাপারের জন্য তাঁহাদের একে অন্যের প্রতি তরবারি দ্বারা আক্রমণ করিয়াছেন। তৎপরে (এমাম) এবনে আবদুল বার একদল সমশ্রেণীর

পরস্পরের বাদ প্রতিবাদের এবং উহা অগ্রাহ্য হওয়ার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে অগ্রসর হইয়াছেন, এমন কি (এমাম) এবনে মইনের (এমাম) শাফিয়ির সম্বন্ধে দোষারোপ করিয়া বলিয়াছেন যে, ইহাতে লোকে (এমাম) এবনে মইনের প্রতি বিদ্বেষ ভাব পোষণ ও কলঙ্কারোপ করিয়াছেন।

আরও এমাম আহমদের কথা বর্ণনা করিয়াছেন যে, (এমাম) এহইয়া মইন (এমাম) শাফিয়িকে কোথা হইতে জানিবেন? তিনি (এমাম) শাফিয়িকে জানেন না এবং (এমাম) শাফিয়ি যে মতাবলম্বন করিতেন, তাহাও তিনি জানেন না। যিনি কোন বিষয় জানিতে না পারেন, তিনি উহার শত্রুতাভাব পোষণ করেন। (এমাম) এবনে মইন (খলিফ) মামুনের (বিতাড়ণে পড়িয়া) কোরআনকে সৃষ্ট পদার্থ বলিয়া স্বীকার করার জন্য ক্রন্দন করিয়াছিলেন এবং অসঙ্গত ভাবে এমাম শাফিয়ির প্রতি দোষারোপ করার ক্রটী করিয়াছিলেন, তজ্জন্য পরিতাপ করিয়াছিলেন।"

আরও ১৮৯ পৃষ্ঠা;—

وقيل لابن المبارك فلان يتكلم فى ابى حنيفة فانشد حسدا ان رأوك فضلك الله بما فضلت به النجباء وقيل لابى عاصم النبيل فلان يتكلم فى ابى حنيفة فقال هو كما قال نصى سلمت وهل حى على الناس يسلم و قال ابو الاسود الدئلى حسد والفتى اذالم ينولوا سعيه فالقوم اعداء له خصوم ☆

(এমাম) এবনে মোবারককে বলা হইয়াছিল যে, অমুক ব্যক্তি (এমাম) আবু হানিফার (র) প্রতি দোষারোপ করে, তখন তিনি (নিম্নোক্ত শ্লোকটী) আবৃত্তি করিলেন;— " শরিফ লোকেরা যে গুণাবলী দ্বারা বিভূষিত হইয়াছেন, খোদাতায়ালা

(সেই গুণাবলী দ্বারা) তোমাকে বিভূষিত করিয়াছেন, তাহারা (শত্রুগণ) তোমাকে (এই অবস্থায়) দর্শন করিয়া হিংসা করিয়াছে।"

(এমাম) আবু আ'সেম নাবিলকে বলা হইয়াছিল যে, অমুক ব্যক্তি (এমাম) আবু হানিফার (র) প্রতি দোষারোপ করে, তদুত্তরে তিনি বলিলেন, ইহা যেরূপ (কবিবর) নাসিব বলিয়াছেন, তুমি কি (পরনিন্দা হইতে) নিষ্কৃতি পাইয়াছ? কোন জীবিত (ব্যক্তি) লোকের নিকট কি পরিত্রাণ পাইবে?"

আরও (কবিবর) আবুল আসওয়াদ দেয়োলি বলিয়াছেন;- "তাহারা (শত্রুগণ) যুবকের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করিয়াছে, কেননা উহারা তাঁহার পদ প্রাপ্ত হইতে পারে নাই, এইহেতু স্বজাতিগণ তাঁহার শত্রু ও বিদ্বেষী হইয়াছে।"

উক্ত পৃষ্ঠা;-

ثم ذكر ابن عبد البر كلام ابن ابى ذيب الخ☆

"তৎপরে (এমাম) এবনে আবদুল বার, এবনে আবি জিবের ও এবরাহিম বেনে সা'দের (এমাম) মালেকের (র) উপর দোষারোপ করার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। আরও নিশ্চয় আবদুল আজিজ বেনে আবিসালমা আবদুর রহমান বেনে যায়েদ বেনে আসলাম, মহম্মদ বেনে ইসহাক, এবনে আবি ইয়াহইয়া ও এবনে আবি জেনাদও (এমাম) মালেকের উপর দোষারোপ করিয়াছেন ও তাঁহার মজহাবের কতকগুলি বিষয়ের নিন্দাবাদ করিয়াছেন। নিশ্চয় মহিমান্বিত খোদাতায়ালা তাঁহার যে দোষারোপ করিয়াছেন, তাহা হইতে (এমাম) মালেককে পবিত্র করিয়াছেন এবং তিনি খোদাতায়ালার নিকট গৌরবান্বিত ছিলেন।"

উক্ত পৃষ্ঠা;-

ثم قال ابن عبد البر حين اراد قبول قول العلماء الثقات الخ☆

"তৎপরে (এমাম) এবনে আবদুল বার বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি একজন বিশ্বাসভাজনের কথা অন্যের সম্বন্ধে গ্রহণ করিতে চাহেন, তিনি যেন একজন সাহাবার কথা অপর সাহাবার সম্বন্ধে গ্রহণ করেন। যদি সে এরূপ করে, তবে মহা পথভ্রংশ ও স্পষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। আর যদি না করে, তবে আমরা যাহা শর্ত্ত স্থির করিয়াছি, তাহাই গ্রহণ পূর্ব্বক মৌনালম্বন করিবে, (শর্ত্ত এই যে,) ধার্ম্মিকতা সপ্র... ও

ধর্মজ্ঞানে সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তির সম্বন্ধে কোন দোষারোপ কারীর বিনা প্রমাণের দোষারোপ গ্রাহ্য হইবে না। যদি খোদাতায়া'লা তাহাকে সৎপথপ্রদর্শন করেন ও সৎজ্ঞান দান করেন, তবে সে ব্যক্তি কদাচ ঐরূপ (তাঁহাদের উপর দোষারোপ) করিবে না।''

উক্ত গ্রন্থ, উক্ত খণ্ড, ১৯০ পৃষ্ঠা;—

ومما ينبغى ان يتفقد عند الجرح حال العقائد

واختلا فها بالنسبة الى الجارح والمجروح الخ ☆

''জারাহ্ করার (দোষ বর্ণনা করার) সময় দোষারোপকারী ও দোষার্পিত ব্যক্তির আকিদা সমূহ ও মতানৈক্যের সম্বন্ধে অনুসরণ করা উচিত, কারণ অনেক সময় দোষারোপকারী ব্যক্তি দোষার্পিত ব্যক্তির বিরুদ্ধ আকিদা ধারণ করে বলিয়া তাহার প্রতি দোষারোপ করিয়াছে। এমাম শাফিয়ি তদ্বিষয়ে ইঙ্গিত করিয়া বলিয়াছেন, (দোষ ও) গুণবর্ণনাকারিগণের হিংসা ও মজহাবি বিদ্বেষ হইতে পবিত্র হওয়া একান্ত আবশ্যক, কারণ উহা (উক্ত বিদ্বেষ) তাঁহাদিগকে ধার্ম্মিক ব্যক্তির নিন্দাবাদ ও পাপী ব্যক্তির গুণ কীর্ত্তন করিতে উত্তেজিত করিতে পারে, এই আশঙ্কা আছে। বহু এমামের পক্ষে ইহা সংঘটিত হইয়াছে যে, তাঁহারা তাঁহাদের আকিদার (অনৈক্য) হওয়ার কারণে দোষারোপ করিয়াছেন, কিন্তু (প্রকৃতপক্ষে) তাঁহারাই (দোষারোপকারীগণ) ভ্রান্ত এবং দোষার্পিত ব্যক্তিই সত্যপরায়ণ হইয়া থাকে। নিশ্চয় শায়খোল-ইস্‌লাম, সইয়েদল মোতায়াক্কেরিণ, তকিউদ্দিন এবনে দকিকোল-ইদ স্বীয় 'এক্‌তেরাহ্' গ্রন্থে তদ্বিষয়ে ইঙ্গিত করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, মোসলমানগণের সম্ভ্রম দোজখের গহবর সমূহের মধ্যে একটী গহবর, উহার সীমায় হাদিস তত্ত্ববিদ্‌গণ ও বিচারকগণ এই দুই দল দণ্ডায়মান হইয়া আছেন।''

তাবাকাতে-কোবরা, দ্বিতীয় খণ্ড, ৩৯ পৃষ্ঠা;—

ينبغيلك ايها المسترشدان تسلك سبيل الادب

مع الائمة جلماضين الخ☆

''হে সত্যান্বেষী, তোমাকে প্রাচীন এমামগণের সহিত আদব করা এবং স্পষ্ট প্রমাণ ব্যতীত তাঁহাদের পরস্পরের নিন্দাবাদের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করা একান্ত কর্ত্তব্য। তৎপরে যদি (উক্ত বাদানুবাদের) সদার্থ ও সৎধারণা পোষণ করিতে পার,

তবে তাহাই কর্ত্তব্য ধারণা কর নচেৎ তাঁহাদের পরস্পরের নিন্দাবাদের কথা উত্থাপন করিও না, কেননা তুমি ইহার জন্য সৃষ্টি প্রাপ্ত হও নাই, অতএব যাহা তোমার পক্ষে ফলদায়ক তাহাতে মননিবেশ কর এবং যাহা তোমার পক্ষে ফল দায়ক নহে, তাহা পরিত্যাগ কর। যতক্ষণ শিক্ষার্থী প্রাচীন মহাত্মাগণের পরস্পরের বাদানুবাদ উত্থাপন (না) করে এবং একের অনুকূলে অপরের প্রতিকুলেমত প্রকাশ (না) করে, (ততক্ষণ) আমার নিকট শ্রেষ্ঠ বিবেচিত) হয়। সাবধান! তৎপরে সাবধান! (এমাম) আবু হানিফা ও (এমাম) সুফ্‌ইয়ান সওরির মধ্যে, (এমাম) মালেক ও এবনে আবি জিবের মধ্যে, আহমদ বেনে সালেহ ও নেসায়ির মধ্যে, আহমদ বেনে হাম্বাল ও হারেস মোহাসেবীর মধ্যে, এইরূপ শেখ এজ্জদিন বেনে আবদুস সালাম ও শেখ তকিউদ্দিন এবনে সালাহের সময় পর্যান্ত যাহা সংঘটিত হইয়াছিল, উহার দিকে কর্ণপাত করিও না, যদি তুমি উহাতে সংলিপ্ত হও, তবে আমি তোমার বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কা করি, কেননা (উক্ত) দল প্রবীণ এমাম ছিলেন ও তাঁহাদের কথাগুলির সদর্থও আছে, অনেক সময় উহার কতকাংশ বুঝাও দুষ্কর হয়। তাঁহাদের উপর আমাদের সন্তুষ্ট থাকা এবং তাঁহাদের পরস্পরের বাক্ বিতণ্ডা হইতে মৌনাবলম্বন করা ব্যতীত উপায়ন্তর নাই; যেরূপ সাহাবাগণের পরস্পরের বাক্‌বিতণ্ডা সম্বন্ধে করা হইয়া থাকে।"

এবনে খালকান, ১ম খণ্ড, ৪৪৭ পৃষ্ঠা,--

قال يحيى بن معين كان احمد بن حنبل ينهانا عن الشافعى الخ☆

"(এমাম) এহ্‌ইয়া বেনে মইন বলিয়াছেন, (এমাম) অহমদ বেনে হাম্বাল আমাদ্দিগকে (এমাম) শাফিয়ির নিকট (যাতায়াত করিতে) নিষেধ করিতেন, তৎপরে একদিবস তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া (দেখিলাম যে,) শাফিয়ি অশ্বতরের উপরে আরোহণ পূর্ব্বক যাইতেছেন) এবং তিনি (এমাম আহমদ) তাঁহার পশ্চাতে গমণ করিতেছেন, তখন আমি বলিলাম, হে আবদুল্লাহ্, আপনি আমাদিগকে তাঁহার (শাফিয়ির) নিকট (যাইতে) নিষেধ করেন, অথচ আপনি তাঁহার পশ্চাতে ধাবিত হইতেছেন, তদুত্তরে তিনি বলিলেন, তুমি মৌনাবলম্বন কর, যদি তুমি অশ্বতরের সঙ্গ হইতে, তবে লাভবান হইতে।"

পাঠক, এমাম আহমদ প্রথমে ভ্রম বশতঃ এমাম শাফিয়ির উপর দোষারোপ করিতেন, তৎপরে নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া উক্ত দোষারোপ হইতে বিরত

হইয়াছিলেন।

এমাম সুব্‌কি 'তাবাকাতে কোবরা'র প্রথম খণ্ডে (১৯৩ পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন;-

امامان ابتلاهم الله باصحابهما وهما بريان منهم احمد بن حنبل ابتلى بالمجسمة وجعفر الصادق ابتلى بالرافضية☆

"খোদাতায়ালা দুইজন এমামকে তাঁহাদের শিষ্যগণ কর্তৃক বিপন্ন করিয়াছেন, তথাচ তাঁহারা উভয়েই তাহাদের (কুমত) হইতে পবিত্র ছিলেন, এমাম আহমদ বেনে হাম্বল মোজাচ্ছামা (ভ্রান্ত সম্প্রদায়) কর্তৃক বিপন্ন হইয়াছিলেন এবং (এমাম) যায়'ফর সাদেক রাফিজি (ভ্রান্তদল) কর্তৃক বিপন্ন হইয়াছিলেন।"

এমাম আব্দুল আহহাব শায়রানি 'তাবাকাতে-কোবরা'র ২১১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;-

فيقول يا امير المؤمنين هو والله ضال مضل مبتدع☆

"তৎপরে এবনে আবি দাউদ বলিতেছেন, হে বিশ্বাসিগণের প্রতিনিধি (খলিফা), খোদাতায়ালার শপথ, তিনি (এমাম আহমদ) ভ্রান্ত, ভ্রন্তকারী ও বেদাত মতাবলম্বী।"

পাঠক, এবনে আবি দাউদ বিদ্বেষবশতঃ এমাম আহমদের নিন্দাবাদ করিয়াছেন।

তাজকেরাতোল-হোফ্যাজ, ৪র্থ খণ্ড, ৬৯ পৃষ্ঠা;—

ذكر الامام مالك فقال جاف جافى ضرب هشاما بالدرة☆

"এমাম মালেকের কথা উত্থাপিত হইয়াছিল, ইহাতে তিনি (আবু আমের) বলিলেন, (এমাম মালেক) অত্যাচারী; উৎপীড়ক ছিলেন, হেশামকে কশাঘাত

করিয়াছিলেন।"

এ স্থলে আবু আমের বিদ্বেষবশতঃ এমাম মালেকের নিন্দাবাদ করিয়াছেন।

এমাম মোসলেম, এমাম বোখারি ও আলি বেনে মদিনির উপর মহা দোষারোপ করিয়াছেন;—

সহি মোসলেম, ২১ পৃষ্ঠা;—

وقد تكلم بعض منتحلى الحديث من اهل عصرنا فى تصحيح الاسانيد وتسقيمها الخ☆

"আমার সমসাময়িক বাজে (কতক) হাদিসের দাবিকারী সনদ সহিহ্ ও জইফ প্রমাণ করিতে এরূপ মত প্রচার করিয়াছেন যে, যদি আমরা উহার সমালোচনা ও ফাসাদ বর্ণনা না করি, তবে যুক্তিযুক্ত মত ও উপযুক্ত ব্যবস্থা হয়, কেননা পরিত্যক্ত মত প্রচার না করা উহার বিলুপ্ত হওয়ার ও উক্ত মতাধারীর অপ্রকাশিত হওয়ার পক্ষে যুক্তি সঙ্গত এবং নিরক্ষর লোকদের উহা অনবগত থাকার পক্ষে উপযুক্ত, কিন্তু পরিণাম মন্দের, নিরক্ষরদের বেদাত মতে প্রতারিত হওয়ার, ভ্রমকারিদের ভ্রমের উপর এবং বিদ্বানদের বাতীল নিদ্ধারিত মতের উপর তাহাদের দ্রুত আস্থা স্থাপনের ভয়ে তাঁহার মতের অসারতা প্রকাশ করা ও উপযুক্ত রূপে তাঁহার প্রতিবাদ করা মানবের হিতকর ও পরিণামের শুভজনক বোধ করিলাম। (যদি খোদাতায়ালা ইচ্ছা করেন)। যাহার মত অসৎ রায়ের সমালোচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছি, তাঁহার মত এই যে, যে কোন হাদিসের সনদ, অমুক অমুক হইতে' বলিয়া উল্লেখ হয় (ইহাকে মোয়া'নয়ান বলে) ও প্রমাণিত হয় যে, তাহারা উভয়ে (শিষ্য ও শিক্ষক) সমসাময়িক ছিলেন এবং যে হাদিসটী শিষ্য তাহার শিক্ষক হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা তাহার নিকট শুনিয়াছেন বা এক অন্যের মোকাবেলায় উহা শিক্ষা করিয়াছেন, ইহা সম্ভব বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু শিষ্য শিক্ষকের নিকট শুনিয়াছেন, ইহা নিশ্চিতরূপে নাজানি এবং তাহারা পরস্পর কখনও সাক্ষাৎ করিয়াছেন বা এক অন্যের মোকাবিলায় হাদিস শিক্ষা করিয়াছেন, কোন রেওয়ায়েতে ইহা অবগত না হই, তবে তাহার মতে এই প্রকারের বর্ণিত কোন হাদিস দলীল হইবে না। (অবশ্য) তাঁহারা তাহাদের জীবনে একবার বা একাধিকবার সমবেত হইয়াছেন বা তাহারা পরস্পর মোকাবেলায় হাদিস শিক্ষা গ্রহণ ও প্রদান করিয়াছেন, ইহা নিশ্চিত রূপে জানিতে পারিলে, কিম্বা তাহাদের উভয়ের এক বা একাধিক বার একস্থলে সমবেত হওয়া বা পরস্পরে সাক্ষাৎ করা কোন

হাদিসে বর্ণিত হইলে উহা দলীল হইবে।''---

অরও সহি মোসলেম ২২ পৃষ্ঠা;---

وهذاالقول يرحمك فى الله الطعن فى الاسانيد قول مخترع مستحدث غير مسبوق صاحبه اليه ولا مساعد له من اهل العلم عليه الخ☆

(হেপাঠক,) খোদাতায়ালা তোমার উপর অনুগ্রহ করুন। সনদ সমূহে দোষারোপ করার সম্বন্ধে উক্ত মত স্বকপোল কল্পিত, বেদাত, অপূর্ব্বমত, ইহা কোন বিদ্বানের অনুমোদিত নহে, বিদ্বান্‌গণের মধ্যে কেহ ইহার সমর্থনকারী নহেন। কেননা। প্রাচীন ও বর্ত্তমানের হাদিস তত্ত্ববিদ্ বিদ্বান্‌গণের প্রসিদ্ধ ও সর্ব্ববাদী সম্মত মত এই যে, যদি কোন বিশ্বাসভাজন ব্যাক্তি তত্তুল্য কোন ব্যক্তি হইতে হাদিস বর্ণনা করেন, তাঁহারা উভয়ে সমসাময়িক ছিলেন বলিয়া এক অন্যের সাক্ষাৎ করা তাহা হইতে (হাদিস) শ্রবণ করা সম্ভব বোধ হয়। যদিও তাঁহারা উভয়ে সমবেত হইয়াছেন এবং পরস্পর সাক্ষাৎ ভাবে কথোপকথন করিয়াছেন,ইহা কোন হাদিসে বর্ণিত না হয়, তথাচ উক্ত হাদিস সহি এবং (উহার) দলীল হওয়া অনিবার্য্য, কিন্তু যদি শিষ্য শিক্ষকের সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই বা তাহার নিকট কিছু শ্রবণ করেন নাই, ইহার স্পষ্ট প্রমাণ থাকে, তবে (উহা দলীল হইবে না)।''

এমাম মোসলেম, এমাম বোখারি ও আ'লি বেনে মদিনির মতটী বেদাত ও বাতিল প্রমাণ করার পরে উক্ত গ্রন্থের ২৪ পৃষ্ঠায় লিখিতেছেন;---

وكان هذا القول الذى احدثه القائل الذى حكيناه فى توهين الحديث بالولة التى وصفت اقل من ان يعرج عليه ويثار ذكره اذ كان قولا محدثا وكلاما خلقا لم يقله احد من اهل العلم سلف ويشتنكره من بعدهم خلف فلا حا جة فى رده باكثر مما شرحنا ☆

"উপরোক্ত মতধারী ব্যক্তি উল্লিখিত কারণ দর্শইয়া হাদিস বাতীল করিবার যে নূতন মত প্রকাশ করিয়াছেন, উহা প্রতিবাদ ও সমালোচনা করার যোগ্য নহে, যেহেতু উহা বেদাত ও বাতীল মত প্রাচীন কোন বিদ্বান্ উক্ত মতাবলম্বন করেন নাই ও পরবর্ত্তী বিদ্বান্‌গণ উহার প্রতি অবজ্ঞা করিবেন, কাজেই আমরা যাহা বর্ণনা করিয়াছি, তদপেক্ষা অধিক প্রতিবাদ করার আবশ্যক নাই;—

এমাম নাবাবি উহার টীকায় ২১পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

(قل مسلم و هذا القول ساقط مخترع مستحدث لم يسبق فائله اليه ولا مساعد مه من اهل العلم عليه فلن القول به بدعة) و اطنب مسلم فى الشناعة على قاأله۔ (الى) و الذى رده هو المختار الصحيح الذي عليه ائمة هذا الفن علي بن المدينى و البخارى و غيرهم۱☆

"এমাম মোসলেম বলিয়াছেন, এই মত বাতীল, স্বকপোল কল্পিত, নাবাবৃত (বেদাত), উহা কোন প্রাচীন বিদ্বানের মত নহে, বিদ্বান্‌গণের মধ্যে কেহ উহার সমর্থনকারী নহেন, কেননা উক্ত মত ধারণ করা বাতীল বেদাত। এমাম মোসলেম উক্ত মতাবলম্বীর উপর অতিরিক্ত দোষারোপ করিয়াছেন। এমাম মোস্‌লেম যাহা রদ করিয়াছেন তাহই সহিহ্ মনোনীত মত, ইহা আলি বেনে মদিনি, বোখারি প্রভৃতির মত।"

তজনিব, ৫ পৃষ্ঠা;—

يرد عايه قول المزى رح بان البخارى رد كثيرا من الصحاح بذلك الشرط ☆

"উহার উপর এই প্রশ্ন উথাপিত হয় যে, (এমাম) মোজাই (র) বলিয়াছেন, (এমাম) বোখারি (র) এই শর্ত অনুযায়ী বহু সহি হাদিস রদ করিয়াছেন।"

পাঠক, উপরোক্ত প্রমাণে প্রমাণিত হইতেছে যে, এমাম মোসলেম, এমাম বোখারিকে বেদাতি ও হাদিস বাতীলকারী বলিয়াছেন, এখন দেখি, লেখক সাহেব ইহার কি উত্তর দেন?

শেখ জামালদ্দিন দেমাশকি 'লেতাবোল যারহ্ অত্তক্‌মিলে'র ৩৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

وقد عد الشعراني من الاعلام الذين اكفرهم الجامدون المتعصبون ما يقرب من لثلاثين فمنهم القاضى عياض اتهموه باله يهودى ومنهم الامام الغزالى كفره قضاة المغرب و منهم التاج السبكى رموه بالكفر مرارا ☆

"(এমাম) শায়রানি গণনা করিয়া বলিয়াছেন যে, গোঁড়া হিংসুকেরা প্রায় ৩০ জন প্রধান প্রধান বিদ্বান্‌কে কাফের বলিয়াছেন, তন্মধ্যে কাজি আয়াজ একজন, উক্ত হিংসুকেরা তাঁহাকে ইহুদি বলিয়া অপবাদ দিয়াছেন। তন্মধ্যে এমাম গাজালি একজন, মগরেবের কাজিগণ তাঁহাকে কাফের বলিয়াছিলেন। তন্মধ্যে এমাম সুবকি অন্যতম, উক্ত লোকেরা তাঁহাকে কয়েকবার কাফের বলিয়াছেন।"

লেখক সাহেব যখন হিংসুকদের কথায় কর্ণপাত করতঃ প্রবীণ এমাম আজমের (র) নিন্দাবাদ করিয়া থাকেন, তখন উল্লিখিত বিশ জন মহা মহা বিদ্বান্‌কে হিংসুকদের কথা মত কাফের বলিবেন কি?

তাজাকেরাতোল-হোফ্যাজ, ২য় খণ্ড, ৩০৩ পৃষ্ঠা;—

وقد حسدوه في اخر عمره فتكلموا فيه بشي لايقدح فيه ☆

"এবং লোকে উক্ত এমাম বাগাবির উপর তাঁহার শেষ বয়সে হিংসা

করিয়াছিল, তৎপরে তাঁহার উপর এরূপ দোষারোপ করিয়াছিল, যাহাতে তাঁহার ক্ষতি হইতে পারে না।"

উক্ত গ্রন্থের উক্ত খণ্ড, ২৭৯ পৃষ্ঠা;----

وكانت الحنا بلة تمنع الدخول عليه قال بئسما صنعت الخ ☆

"হাম্বলিগণ তাঁহার নিকট (এমাম এবনে জারিরের নিকট) লোককে যাইতে নিষেধ করিতেন, ইহা তাঁহারা অন্যায় কার্য্য করিয়াছিলেন। আবুবকর বলিয়াছেন, আমি এমামগণের অগ্রণী এবনে খোজায়মাকে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, আমি ভূপৃষ্ঠে (এমাম) এবনে জরির অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম বিদ্বান্ কাহাকেও জানি না।"

আরও ২৪৩ পৃষ্ঠা;---

ولابي جعفر عبسى كلام فى مطين الخ ☆

"আবু যাফর আব্‌সি (হাফেজ) মোতাইয়েনের উপর দোষারোপ করিয়াছেন এবং তাঁহার প্রায় তিনটী ভ্রম গণনা (প্রকাশ) করিয়াছেন। (এমাম জাহাবি বলিয়াছেন,) সমশ্রেণী লোকদের পরস্পরের দোষারোপ অগ্রাহ্য এবং প্রত্যেক অবস্থায় (এমাম) মোতাইয়েন বিশ্বাসভাজন লোক ছিলেন।"

তাজকেরাতোল হোফ্‌ফাজ ১ম খণ্ড ৩১১ পৃষ্ঠা;-

قال بهز اري يحيى بن سعيد حسده الخ ☆

" বাহ্‌জ বলিয়াছেন, আমি ধারণা করি যে, এহ্ইয়া বেনে সইদ তাঁহার উপর (এমাম ওমার বেনে হারুণের উপর) বিদ্বেষভাব পোষণ করিয়াছিলেন। তৎপরে তাঁহাকে (এমাম আহমদকে) বলা হইল যে, নিশ্চয় (এমাম) ওমার বেনে হারুণের (এমাম আব্দুর রহমান) এবনে মেহদির সহিত বাদানুবাদের কথা আছে, তদুত্তরে তিনি বলিলেন যে, আমি অবগত হইয়াছি যে, নিশ্চয় তিনি (এবনে মেহদি) তাঁহার (ওমার বেনে হারুণের) উপর অযথা আক্রমণ করিতেন।"

আরও ৩১৯ পৃষ্ঠা;--

قل احمد بن فرات طعن على روح اثنا عشر فلم ينفذ قولهم فيه ☆

"আহমদ বেনে ফোরাত বলিয়াছেন, বারজন (বিদ্বান) রুহ (বেনে ওবাদার) প্রতি দোষারোপ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের কথা ইঁহার সম্বন্ধে অগ্রাহ্য হইয়াছে।"

তহ্জিবোত্তহ্জিব, ৭ম খণ্ড, ২৩২ পৃষ্ঠা;—

قال الاجرى قلت لابى داؤد بلعك عن عفان انه يكذب بن جريو فقال حدثنى عباس العنبرى سمعت عليا يقول ابو نعيم وعفان صدوقان لااقبل كلامهما فى الرجال هؤلاء لايدعون احدا الا وقعوا فيه ☆

"আযুরি বলিয়াছেন, আমি আবু দাউদকে বলিলাম, আপনি কি আফ্ফানের সংবাদ রাখেন? নিশ্চয় তিনি অহাব বেনে জরিরকে মিথ্যাবাদী বলেন, তদুত্তরে তিনি বলিলেন যে, আব্বাস আম্বরি আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি আলি (বেনে মদিনি) কে বলিতে শুনিয়াছেন যে, আবু নইম ও আফ্ফান সত্যবাদী, (কিন্তু) আমি রাবিদের (হাদিস প্রচারকদের) সম্বন্ধে তাঁহাদের উভয়ের কথা গ্রহণ করি না, (কেননা) ইঁহারা কাহারও নিন্দাবাদ করিতে কুণ্ঠিত হন না।"

তাজ কেরাতোল-হোফ্ফাজ, তৃতীয় খণ্ড, ৪১/৪২ পৃষ্ঠা;—

قال السلمى سالت الدار قطني عن ابى حامد بن الشرقي فقال ثقة الخ ☆

"সালমি বলিয়াছেন, আমি (এমাম) দারকুৎনির নিকট আবু হামেদ বেনেশ শারকির সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলাম, তদুত্তরে তিনি বলিলেন, (তিনি) বিশ্বাসভাজন নির্দ্দোষ ছিলেন, আমি বলিলাম, এবনে ওক্দাহ্ কি জন্য তাঁহার উপর দোষারোপ করিয়াছেন?

তিনি বলিলেন, সোব্হানাল্লাহ (খোদাতায়ালার পবিত্রতা প্রকাশ করিতেছি) তুমি কি ধারণা কর যে, তত্তুল্য কথা ইঁহার সম্বন্ধে ধর্ত্তব্য? যদিও এবনে ওক্দাহ্ স্থলে এহ্ইয়া বেনে মইন হইতেন, (তথাচ উহা অগ্রাহ্য হইবে)। আমি বলিলাম, (যদি) আবু আলি হন, তিনি বলিলেন, আবু আলি কে যে ইঁহার সম্বন্ধে তাঁহার কথা গ্রাহ্য হইবে?"

আরও ১৭৪ পৃষ্ঠা;---

كان ثقة لكنهم حسدره وتكلموا فيه ☆

"তিনি (হাফেজ এবনে বোকাএর) বিশ্বাসভাজন ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা (বিদ্বানগণ) তাঁহার উপর হিংসা করিয়া তাঁহার নিন্দাবাদ করিয়াছেন।"

লেসানোল-মিজান, ২য় খণ্ড, ৪৮৮ পৃষ্ঠা;--

لايغتر احد بقول ابن القطان قد جازف بهذه المقالة وما ضعف ذكريا الساجى احد☆

"(হাফেজ এবনে হাযার বলিয়াছেন,) কেহ যেন এবনে কাত্তনের কথায় প্রতারিত না হন, নিশ্চয় ইনি ইহা বাতীল কথা বলিয়াছেন।" এবং কেহই (হাফেজ) জিক্‌রিয়া সাযিকে অযোগ্য বলেন নাই।" অর্থাৎ এবনে কাত্তান যে হাফেজ জিকরিয়াকে অযোগ্য প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহা অমূলক।

তাজকেরাতোল-হোফ্‌ফাজ, ৩য় খণ্ড, ২০০/২০২ পৃষ্ঠা;--

انه كان يحفظ ديوان السيد الحميرى و لمذا نسب الى التسيع قال ابن طاهر للدارقطنى مذهب خفي فى التدليس☆

"নিশ্চয় এমাম দারকুৎনি, সৈয়দ হোমায়রির দিওয়ান (কবিতা মালা) কণ্ঠস্থ করিতেন, সেই হেতু তাঁহার উপর শিয়া মতের আরোপ করা হইয়াছে। এবনে তাহের বলিয়াছেন, ইসনাদ গোপন করিতে দারকুৎনির গুপ্ত মত ছিল।"

আরও ২২৩ পৃষ্ঠা;--

قال ابن طاهر سألت ابا اسمعيل الانصارى عن الحاكم فقال ثقة فى الحديث راقضى خبيث☆

"এবনে তাহের বলিয়াছেন, আমি আবু ইস্‌মাইল আনসারির নিকট (এমাম) হাকেমের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলাম, তদুত্তরে তিনি বলিলেন, (ইনি) হাদিসে

বিশ্বাসভাজন ছিলেন, (কিন্তু) কদর্য্য রাফিজি ছিলেন।"

আরও ২৯৫ পৃষ্ঠা;—

ولابى عبد الله بن مندة حط على ابي نعيم صعب من قبل المذهب كما للاخر حط عليه ينبغي ان يلتفت الى ذلك للوافع الذي بينهما☆

"(এমাম) আবু আবদুল্লাহ্ বেনে মোন্দাহ্ মজহাব বিষয়ে (এমাম) আবু নইমের প্রতি কঠিন দোষারোপ করিয়াছেন, যেরূপ শেষোক্ত (এমাম আবু নইম) তাঁহার উপর (এমাম আবু আবদুল্লাহ্ বেনে মোন্দাহের উপর) দোষারোপ করিয়াছেন, ইহার দিকে (এই নিন্দাবাদের দিকে) ভ্রূক্ষেপ করা উচিত নহে, যেহেতু তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে (মজহাবি) কলহ ছিল।"

আরও ১৩০ পৃষ্ঠা;—

كان ابن مردوديه يسيئ الرائ فى الطبز اني☆

"(এমাম) এবনে মারদওয়াহে (এমাম) তেবরানির সম্বন্ধে মন্দ ধারণা রাখিতেন।"

আরও ১৩৪ পৃষ্ঠা;—

قال ابو اسمعيل الهروى سألت يحيي بن عمار عنه فقال نحن اخرجناه من سجستان كان له كبير علم ولم يكن له قبير دين☆

"আবু ইস্‌মাইল হেরাবি বলিয়াছেন, আমি এহ্ইয়া বেনে আম্মারের নিকট তাঁহার সম্বন্ধে (এমাম এবনে হাব্বানের সম্বন্ধে) জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তদুত্তরে তিনি বলিলেন, আমরা তাঁহাকে (এমাম এবনে হাব্বানকে) সে যেস্থান হইতে বাহির করিয়া দিয়াছি, তাঁহার এল্‌ম অধিক ছিল এবং তাঁহার ধর্ম্ম বড় বেশী ছিল না।

পাঠক এমাম এবনে হাযার, ফৎহোল বারির উপক্রমণিকায় লিখিয়াছেন, "মজহাবি বিদ্বেষ, হিংসা বা অযথা কারণে বহু এমামের উপর দোষারোপ করা

হইয়াছে, কিন্তু তৎসমুদয় বাতীল।" যদি এইরূপ বাতীল দোষারোপ গ্রহণীয় হয়, তবে জগতের সমস্ত এমাম পরিত্যক্ত হইবেন। ইহাতে প্রমাণিত হইল যে, এমাম আজমের উপর যে সমস্ত দোষারোপ করা হইয়াছে, সমস্তই বাতীল; হিংসাপরায়ণ ব্যক্তি ভিন্ন কেহই উহা উল্লেখ করিতে চেষ্টাবান হয় না; বোধ হয় ইহাতেই প্রলাপোক্তিকারিদের জ্ঞান চক্ষু উন্মিলিত হইবে, নতুবা গোর ব্যতীত তাহাদের মূঢ়তার অন্ধকার বিমোচন হইবে না।

ছেয়ানাতোল-মোমেনিন, ৫৪ পৃষ্ঠা;—

" এমাম বোখারি সাহেব এমাম আবু হানিফা সাহেবকে হাদিস বিদ্যায় জইফ বলিয়াছেন, তাহার বিষয়ে স্বীয় তারিখ গ্রন্থে লিখিয়াছেন;—

نعمن بن ثابت الكوفى كان مرجيا سكتوا عن رايه و عن حديثه ☆

"নো'মান বেনে সাবেত (আবু হানিফা) কুফী মরজিয়া ছিলেন, লোকে তাঁহার রায় ও হাদিসকে ত্যাগ করিয়াছেন।"

হানিফিদিগের উত্তর।;—

এমাম বোখারি 'তারিখ-সগির' গ্রন্থে এরূপ লেখেন নাই, কিন্তু লেখক সাহেব একজন প্রবীণ এমামের উপর কলঙ্কের কালিমা লেপন করণেচ্ছায় এইরূপ জালসাজি করিয়াছেন, ইহা তাঁহাদের চির প্রচলিত নিয়ম। তাঁহাদের মৌলবি মহিউদ্দিন বাতনীর পুত্র শেখ আবদুল হক্ক সাহেব গুণইয়াতত্তালেবিন গ্রন্থে জাল করিয়াছেন, ১৩২৭ সালের লাহোরের মুদ্রিত উক্ত গ্রন্থের ২০৮ পৃষ্ঠায় -

بعض اصحاب ابي حنيفة স্থলে اصحاب ابي حنيفة লিখিয়াছেন।

তাঁহাদের মৌলবি এলাহি বখ্শ সাহেব দোর্রবায় মোহাম্মদীর ১০৬ পৃষ্ঠায় ও মৌলবি রহিমদ্দিন সাহেব রদ্দোত্তক্‌লিদের ১৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

یحیی بن معین نے کہا ابوحنیفہؒ سے حدیث لکر انکی حدیث لائق اعتماد نہیں ☆

"এহ্ইয়া বেনে মইন বলিয়াছেন, আবু হানিফার (র) হাদিস গ্রহণ করিও না, তাঁহার হাদিস গ্রহণীয় নহে।"

ছিলেন। মোহাম্মদ বেনে মোজাহেম বলিয়াছেন, তিনি (এমাম আবদুল্লাহ্ বেনে মোবারক) বলিয়াছেন, যদি খোদাতায়ালা আমাকে (এমাম) আবু হানিফা ও (এমাম) সুফ্ইয়ান দ্বারা সাহায্য না করিতেন, তবে আমি সাধারণ লোকের ন্যায় থাকিতাম। রুহ্ বেনে ওবাদা বলেন, আমি ১৫০ হিজরিতে (এমাম) এবনে জোরাএজের নিকট ছিলাম, তৎপরে তাঁহার নিকট (এমাম) আবু হানিফার মৃত্যু সংবাদ উপস্থিত হইলে, তিনি দুঃখসুচক শব্দ (ইন্নালিল্লাহে অইন্না এলায়হে রাজেউন) পড়িলেন এবং দুঃখিত হইয়া বলিলেন, মহা এল্‌ম বিলুপ্ত হইয়া গেল।"

এমাম জাহাবি 'তাবাকাতোল-হোফ্যাজের ১ম খণ্ডে (৩৫/৩৬ পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন;—

ابو حنيفة النعمان بن ثابت التيمى الكوفى فقيه اهل العراق الخ☆

(এমাম) আবু হানিফা নো'মান বেনে সাবেত তায়মিকুফি এরাক অধিবাসিদের ফকিহ্ তিনি হাম্মাদ বেনে আবি সোলায়মান, আতা, আসেম বেনে আবিন্নযুদ, জুহ্‌রি কাতাদা ও বহু লোকের নিকট হাদিস গ্রহণ করিয়াছেন। হাম্মাদ, অকি, আবদুর রাজ্জাক, কাজি আবু ইউসোফ, মোহাম্মাদ বেনে হাসান, জোফার ও বহু লোক তাঁহার নিকট হাদিস শিক্ষা করিয়াছেন।

(এমাম) এবনে মইন বলিয়াছেন, তিনি (এমাম আবু হানিফা) বিশ্বাসভাজন ছিলেন, তিনি যে হাদিসটী স্বরণ রাখিতেন, তাহাই প্রকাশ করিতেন এবং যাহা তিনি স্বরণ না রাখিতেন, তাহা প্রকাশ করিতেন না।

(এমাম) এবনে মোবারক বলিয়াছেন, আমি ফেক্‌হ তত্ত্বে (কোরআন হাদিসের মর্ম্মজ্ঞানে) তাঁহার তুল্য দর্শন করি নাই।

(এমাম) মক্কি বেনে এবরাহিম বলিয়াছেন, তিনি (এমাম আবু হানিফা) তাঁহার সমসাময়িক লোকদের (মধ্যে) শ্রেষ্ঠতম বিদ্বান্ ছিলেন এবং কুফাবাসিদের মধ্যে তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম ধার্ম্মিক দর্শন করি নাই।

(এমাম) এজিদ বেনে হারুণ জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন যে, শ্রেষ্ঠতম ফকিহ্ (কোরআন হাদিসের মর্ম্মজ্ঞ) কোন ব্যক্তি হইবেন, আবু হানিফা কিম্বা সুফ্ইয়ান? তদুত্তরে তিনি বলিয়াছেন, সুফইয়ান হাদিসের অধিকতর স্মরণকারী ছিলেন, আবু হানিফা অধিকতর মর্ম্মজ্ঞ ছিলেন।

এমাম জাহাবি 'তাজকেরাতোল-হাফ্যাজ' গ্রন্থের ১ম খণ্ডে (১৫১)পৃষ্ঠায়

লিখিয়াছেন ;—

ابو حنيفة الامام الاعظم فقيه العراق النعمان بن ثابت الخ ☆

এমাম আ'জম (শ্রেষ্ঠতম এমাম), আবু হানিফা নো'মান বেনে সাবেত, এরাক প্রদেশের ফেকহ্ তত্ত্ববিদ্ বিদ্বান্ এবনে সা'দ বর্ণনা করিয়াছেন যে, সয়েফ বেনে যাবের (এমাম) আবু হানিফা (র) কে বলিতে শুনিয়াছেন যে, যে সময় (সাহাবা হজরত) আনাস বেনে মালেক কুফা নগরীতে তাঁহাদের (তথাকার অধিবাসিদের) নিকট আগমন করিয়াছিলেন, (সেই সময়) তিনি তাঁহাকে কয়েকবার দর্শন করিয়াছিলেন। তিনি আতা, নাফে,' আবদুর রহমান বেনে হারমুজ আ'রাজ আদি বেনে সাবেত, সাল্মা বেনে কোহাএল, আবু যাফর মোহাম্মাদ বেনে আলি, কাতাদা, আম্র বেনে দিনার ও আবু ইস্হাক ও বহু সংখ্যক লোকের নিকট হাদিস শিক্ষা করিয়াছিলেন।

অকি, এজিদ বেনে হারুণ, সা'দ বেনে সাল্ত, আবু আসেম, আবদুর রাজ্জাক, ওবায়দুল্লাহ্ বেনে মুসা, আবু নইম, আবু আবদুর রহমান মোক্রি ও বহু সংখ্যক লোক উক্ত এমামের নিকট হাদিস শিক্ষা করিয়াছিলেন।

এমাম নাবাবি 'তহ্জিবোল-আস্মা' গ্রন্থের ৬৯৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

هو الامام البارع ابو حنيفة النعمان بن ثابت الخ ☆

"সাবেতের পুত্র নো'মান আবু হানিফা তেজস্বী এমাম, তিনি আতা আবু ইসহাক, মোহারেব, হেশাএম, কয়েস, মোহাম্মাদ বেনে মোনকাদের নাফে, হেশাম, বোরাএদ, সেমাক, আলকামা, আতিয়া, আবদুল আজিজ, আবদুল করিম প্রভৃতি (বিদ্বান্‌গণের) নিকট (হাদিস) শ্রবণ করিয়াছেন।

আবু ইহ্ইয়াহেমানি, হোশাএম, এবাদ আবদুল্লাহ বেনে মোবারক, অকি বেনে র্জারাহ, এজিদ বেনে হারুণ, আলি বেনে আ'সেম, ইহ্ইয়া বেনে নসর, কাজি আবু ইউসোফ, মোহাম্মদ বেনে হাসান, আমর বেনে মোহাম্মদ আ'বকারি, হাওদাহ্ বেনে খলিকা, আবদুর রহমান মাশ্য়ারি আবদুর রাজ্জাক বেনে হোমাম ও অন্যান্য বিদ্বান উক্ত এমামের নিকট হাদিস শিক্ষা করিয়াছেন।

আরও উক্ত গ্রন্থ

و قال ابو نعيم دخلت على ابي جعفر امير المؤمنين الخ☆

আবু নাইম বলিয়াছেন, আমি খলিফা (আমিরোল-মোমেনিন) আবু যা'ফরের নিকট উপস্থিত হইলাম, ইহাতে তিনি বলিলেন, হে আবু হানিফা, আপনি কাহার নিকট বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছেন, তদুত্তরে তিনি বলিলেন, (আমি) হাম্মাদ বেনে আবি সোলায়মানের নিকট (শিক্ষা করিয়াছি), (তিনি) এবরাহিম নখ্‌য়ির নিকট (শিক্ষা করিয়াছেন) (তিনি হজরত) ওমার বেনে খাত্তাব (রা), (হজরত) আলি বেনে আবু তালেব (রা), (হজরত) আবদুল্লাহ্ বেনে মসউ'দ (রঃ) ও (হজরত) আবদুল্লা বেনে আব্বাসের (রা) নিকট (শিক্ষা করিয়াছেন), তৎশ্রবণে (খলিফা) আবু যা'ফর বলিলেন, ধন্যবাদ! ধন্যবাদ! হে আবু হানিফা, আপনি পূর্ণতা (পূর্ণ ধর্মজ্ঞান) লাভ করিয়াছেন।

একদা (এমাম) আবু হানিফা (র) (খলিফা) মনসুরের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন, ইহাতে (খলিফা) মনসুর বলিলেন, ইনি বর্ত্তমান সময়ে জগদ্বাসিদিগের বিদ্বান (আলেম)।

এবনে খালকান, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৬৩ পৃষ্ঠা;—

ذكر الخطيب في تاريخ بغداد سمع عن عطاء بن ابي رباح الخ☆

খতিব, বগদাদের ইতিহাসে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি (এমাম আবু হানিফা) আতা, আবু ইসহাক, মোহারেব, হোশাএম, মোহাম্মদ, নাফে, হেশাম ও সেমাকের নিকট হাদিস শ্রবণ করিয়াছেন।

আবুদুল্লাহ বেনে মোবারক, অকি বেনে জার্রাহ্, কাজি আবু ইউসোফ, মোহাম্মাদ বেনে হাসান প্রভৃতি (বিদ্বানগণ) তাঁহার নিকট হাদিস গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বিদ্বান, ধর্ম্মপরায়ণ সংসার বিরাগী, তাপস, মহা পরহেজগার, নিতান্ত বিনীত, অবিরত খোদাভীরু ছিলেন।

আরও খতিব উক্ত ইতিহাসে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নিশ্চয় (এমাম) আবু হানিফা (র) স্বপ্নে দর্শন করিয়াছিলেন যে, যেন তিনি (হজরত) রসুলে খোদা (সাঃ) এর গোর (শরিফ) খনন করিতেছেন, তৎপরে তিনি একব্যক্তিকে প্রেরণ করিয়াছিলেন

যিনি (এতদ্বিষয়ে এমাম) এবনে সিরিনকে জিজ্ঞাসা করেন, তদুত্তরে (এমাম) এবনে সিরিন বলিয়াছিলেন, এই স্বপ্নদর্শক এরূপ এল্‌ম (ধর্ম্মতত্ত্ব) প্রকাশ করিবেন যাহা ইতিপূর্ব্বে কেহ করেন নাই।"

পাঠক, ইহাতে প্রমানিত হইল যে, এমাম আজম কোরআন, হাদিস তত্ত্বে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছিলেন, বহু বহু প্রবীণ হাদিস তত্ত্ববিদ্ তাঁহার শিক্ষক ছিলেন, বহু বহু প্রবীণ হাদিস তত্ত্ববিদ্গণ হাদিস শিক্ষায় তাঁহার নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, সকলেই তাঁহার হাদিস সাদরে মান্য করিয়া লইয়াছেন, কেহই তাঁহার হাদিস ত্যাগ করেন নাই। যাহারা এমাম বোখারি, মোসলেম, আবু দাউদ প্রভৃতি মোহাদ্দেসগণের শিক্ষক অথবা শিক্ষকের শিক্ষক ছিলেন, তাঁহাদের নিকট এমাম আজমের হাদিস গ্রহণীয় হইল, কেবল কতক গুলি জালসাজ লোকের কথায় কি তাঁহার হাদিস পরিত্যক্ত হইতে পারে?

এমাম এবনে হাযার 'তহ্‌জিবোত্তহ্‌জিব' গ্রন্থের দশম খণ্ডে (৪৫১/৪৫২পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন;—

له مافى كتاب الترمذي من رواية عبد الحميد الحماني عنه وفي كتاب النسائي حديثه عن عاصم☆

"সহি তেরমজি গ্রন্থে আবদুল হামিদ হেমানির রেওয়াএতে তাঁহার (এমাম আবু হানিফার) একটী হাদিস বর্ণিত হইয়াছে। সহি নাসায়িতে আসেম হইতে তাঁহার (এমাম আবু হানিফার) একটি হাদিস বর্ণিত আছে।"

পাঠক, দেখিলেন ত, সেহাহ্-সেত্তা গ্রন্থের মধ্যে দুই খণ্ড গ্রন্থে এমাম আজমের হাদিস বর্ণিত আছে, তবে তাঁহার হাদিস কিরূপে পরিত্যক্ত হইল?

"সহি বোখারি গ্রন্থে এমাম মোসলেম, আবু দাউদ, তেরমজি, নাসায়ী, এবনে মাজার বর্ণিত একটী হাদিসও নাই, এইরূপ সহি মোসলেমে এমাম বোখারি, আবু দাউদ, তেরমজি, নাসায়ি ও এবনে মাজা বর্ণিত একটী হাদিসও নাই। সহি বোখারি ও মোসলেমে এমাম শাফিয়ি বর্ণিত একটী হাদিসও নাই। তকরিবেত্তহজিব দ্রষ্টব্য। ইহাতে কি এমাম বোখারি, মোসলেম, আবু দাউদ; তেরমজি, নাসায়ি, শাফিয়ি প্রভৃতি বিদ্বান্গণের হাদিস পরিত্যক্ত হইবে? যদি না হয় তবে সহি বোখারি ও

মোসলেমে এমাম আবু হানিফার হাদিস না থাকিলে, কেন উহা পরিত্যক্ত হইবে?

পাঠক, এমাম আজমের রায়ের বিষয় শুনুন:—

তহ্জিবোত্তহ্জিব, উক্ত খণ্ড, ৪৫০ পৃষ্ঠা:—

قال ابو نعيم كان ابو حنيفة صاحب غوص فى المسائل الخ☆

আবু নইম বলিয়াছেন, আবু হানিফা মস্‌লা-মসায়েল সম্বন্ধে সূক্ষ্মা তত্ত্বজ্ঞ ছিলেন। এহ্‌ইয়া বেনে মইন বলিয়াছেন, আমি (এমাম) এহ্‌ইয়া বেনে সইদ কাত্তানকে বলিতে শুনিয়াছি, আমরা খোদাতায়ালার নিকট মিথ্যা কথা বলিতে পারিব না, আমরা আবু হানিফার রায় অপেক্ষা উৎকৃষ্ঠ রায় শ্রবণ করি নাই এবং নিশ্চয় আমরা তাঁহার অধিকাংশ মত গ্রহণ করিয়াছি। (এমাম) শাফিয়ি বলেন লোক ফেক্‌হ তত্ত্বে (কোরআন হাদিসের মর্ম্মজ্ঞানে) আবু হানিফার আশ্রিত।"

খোলাসায় তজহিবোল-কামাল, ৩৪৫ পৃষ্ঠা:—

وقال ابن المبارك ما رأيت فى الفقه مثل ابي حنيفة☆

"(এমাম আবদুল্লাহ্) বেনে মোবারক বলিয়াছেন, আমি ফেকহ্ তত্ত্বে (কোরআন, হাদিসের মর্ম্মজ্ঞানে) আবু হানিফার তুল্য দর্শন করি নাই।"

তহ্জিবোল আসমা, ৬৯৮ পৃষ্ঠা:—

عن مسعر بن كدام قال ما احسد بالكوفة الا رجلين ابا حنيفة فى فقهه و الحسن بن صالح في زهده☆

(এমাম) মেসয়ার বেনে কোদাম বলিয়াছেন, ফেক্‌হ তত্ত্বে এমাম আবু হানিফার এবং সংসার বৈরাগ্যে (এমাম) হাসান বেনে সালেহ্ ব্যতীত কুফা নগরীতে কাহারও প্রতি আমার ঈর্ষা হয় না।

এবনে খালকান, ২য় খণ্ড, ১৬৩ পৃষ্ঠা;—

قال الشافعيّ قيل لمالك الخ☆

(এমাম) শাফিয়ি (র) বলিয়াছেন, (এমাম) মালেক (র) কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, আপনি কি (এমাম) আবু হানিফার (র) কে দর্শন করিয়াছেন ? তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, হাঁ এইরূপ এক ব্যক্তিকে দর্শন করিয়াছি যে, যদি এই স্তম্ভের সম্বন্ধে উহা স্বর্ণময় স্থির করার মনসে বাদানুবাদ করেন, তবে নিশ্চয় তিনি উহা প্রমাণ করিতে সক্ষম হইতেন। আরও (এমাম) এহ্ইয়া বেনে মইন বলিয়াছেন, আমার নিকট (এমাম) হামজার কোরআন পাঠই কোর আন পাঠ (বলিয়া গ্রহণীয়) ও (এমাম) আবু হানিফার ফেকহ্ই ফেক্‌হ (বলিয়া মাননীয়) এবং ইহার উপর লোককে পাইয়াছি।"

তাবাকাতোল-হোফ্‌ফাজ, ১ম খণ্ড, ৬৬ পৃষ্ঠা;—

و يفتى بقول ابي حنيفة ☆

"এবং তিনি (এমাম অকি বেনে যার্রাহ) আবু হানিফার মতানুযায়ী ফৎওয়া দিতেন।"

তাজকেরাতোল-হোফ্‌ফাজ, ১ম খণ্ড, ২৮২ পৃষ্ঠা;—

وكان يحيي القطان يفتي بقول ابي حنيفة ايضا☆

"(এমাম) এহ্ইয়া কাত্তানও (এমাম)আবু হানিফার মতানুযায়ী ফৎওয়া দিতেন।"

এবনে খাল্লকান, ১ম খণ্ড, ৪৩৮ পৃষ্ঠা;—

انه كان حنفي المذهب☆

"নিশ্চয় এমাম লাএস হান্‌ফি মজহাবাবলম্বী ছিলেন।"

পাঠক, এমাম আবু নইম , এহ্ইয়া কাত্তান, শাফিয়ি, মালেক, আবদুল্লাহ্ বেনে মোবারক, মেস্‌য়ার বেনে কোদাম ও বহুসংখ্যক এমাম যাহার রায়ের প্রশংসা করেন এবং এমাম এহ্ইয়া কাত্তান, অকি বেনে যার্রাহ, এহ্ইয়া বেনে মইন, লাএস ও মেস্‌য়া'র বেনে কোদাম যাহার রায় অনুযায়ী ফৎওয়া দেন, তাঁহার রায় কি পরিত্যক্ত হইতে পারে যে জালসাজ লোক তাহার রায়কে পরিত্যক্ত বলে, সেই পরিত্যক্ত ও প্রলাপোক্তিকারী, ইহা সুনিশ্চিত।

আইউব বেনে আ'এজ, বেশ্‌র বেনে মোহাম্মদ, খাল্লাদ বেনে এহ্ইয়া, বেনে এয্‌লান, শাবাবা বেনে সেওয়ার, শোয়াএব বেনে ইস্‌হাক, আবদুল হামিদ বেনে আবদুর রহমান, ওসমান বেনে গেয়াস, আমর বেনে মোর্রা, ওমর বেনে জার, কয়েস বেনে মোস্‌লেম হাসান বেনে মোহাম্মদ ও জার বেনে আবদুল্লাহ্ মরজিয়া ছিলেন,

তকরিবোওহজিব গ্রন্থের ৪৭/ ৫২/ ৯০/১১৫/ ১১৯ /১৩৭/১৬৬/ ১৬৯/২২৪/২৭৮/৩০৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। তাঁহারা এমাম বোখারির শিক্ষক ছিলেন এবং তাহাদের বহু হাদিস সহিহ্ বোখারিতে বর্ণিত হইয়াছে, এমাম বোখারি তাঁহাদের মত গ্রহণ করিয়াছেন।

এইরূপ অনেক খারিজি, রাফিজি, নাসিবি, কদ্‌রিয়া মতাবলম্বিগণ এমাম বোখারির শিক্ষক ছিলেন, এক্ষনে মজাহাব বিদ্বেষিগণের অভিনব মতে উক্ত এমাম বোখারি (র) মরজিয়া, খারিজি, রাফিজি, নাসিবিও কাদ্‌রিয়া হইবেন কিনা?

এবনে খালকান, দ্বিতীয় খণ্ড, ৯১ পৃষ্ঠা;--

قل الخطيب المداري كان مسلم يناضل عن البخاري الخ☆

খতিব বগ্‌দাদী বলিয়াছেন, (এমাম) মোসলেম (এমাম) বোখারির পক্ষ হইতে আপত্তি পেশ করিতেন, এমন কি এই জন্য তাঁহার ও মোহাম্মাদ বেনে এহ্‌ইয়া জোহালির মধ্যে মনোমালিন্য উপস্থিত হইয়াছিল। হাফেজ আবু আবদুল্লাহ্ মোহাম্মদ বেনে ইয়া'কুব বলিয়াছেন, যে সময় (এমাম) বোখারি (র) নেসাপুরে অবস্থিতি স্থান স্থির করিলেন, (এমাম) মোসলেম অনেক সময় তাঁহার নিকট যাতআত করিতেন, তৎপরে যখন, (কোরআন শরিফের) শব্দ সম্বন্ধীয় মসলা লইয়া (এমাম) মোহাম্মদ বেনে ইয়াহ ইয়া ও (এমাম) বোখারির মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয়, (এমাম) মোহম্মদ বেনে এহইয়া তাহার বিরুদ্ধে ঘোষণা করেন এবং লোককে তাঁহার নিকট যাতয়াত করিতে নিষেধ করেন, এমন কি তিনি (এমাম বোখারি) পরিত্যক্ত হন এবং উক্ত বিপদে নেসাপুর হইতে বহির্গত হন, (সেই সময় এমাম) মোসলেম ব্যতীত অধিকাংশ লোক তাঁহাকে বর্জ্জন করেন, তিনিই তাঁহার সাক্ষাৎ করিতে বিরত হন নাই। তৎপরে (এমাম) মোহাম্মাদ বেনে এহ্‌ইয়াকে অবগত করান হয় যে, (এমাম) মোসলেম বেনে হাজ্জাজ পূর্ব্বে ও বর্ত্তমানে তাঁহার (এমাম বোখারীর) মজহাবের অনুসরণকারী, এবং তিনি ইহার জন্য মক্কাশরিফ, মদীনাশরীফ ও এরাক প্রদেশে তিরস্কৃত হইয়াছিলেন এবং তিনি উক্ত মত হইতে বিরত হন নাই। তৎপরে (এমাম) মোহাম্মদ বেনে এহ্‌ইয়া মজলিশের (হাদিস শিক্ষাপ্রদানের সভার) দিবসে উহার শেষভাগে বলিলেন, যে ব্যক্তি (মানবের মুখোচ্চারিত) কোরআন শরিফের শব্দকে সৃষ্ট পদার্থ বলে, তাহার পক্ষে আমার মজলিশে (শিক্ষা স্থলে) উপস্থিত হওয়া সিদ্ধ নহে, তৎশ্রবণে (এমাম) মোসলেম চাদরটী স্বীয় পাগ্‌ড়ির উপর ধারণ করিয়া দণ্ডামান হইলেন এবং তাঁহার

সভা হইতে বাহির হইয়া গেলেন। যে সমস্ত হাদিস তাহা কর্ত্তৃক লিপি বদ্ধ করিয়াছিলেন. একজন বাহকের পৃষ্ঠদেশে (স্থাপন পূর্ব্বক) মোহাম্মদ বেনে এহ্‌ইয়ার দ্বারদেশে প্রেরণ করিলেন, ইহাতে মনোমালিন্য দৃঢ়রূপ ধারণ করিল এবং তিনি (এমাম মোস্‌লেম) তাঁহার সাক্ষাৎ করিতে বিরত হইলেন।"

তহজিবোওহ্‌জিব ৯ম খণ্ড, ৫১৪ পৃষ্ঠা;--

وقال ابو قريش كنت عند البي زرعة فدخل مسلم فقال لوداری محمد بن يحيى لصار رجلا☆

"আবু কোরাএশ বলিয়াছেন, আমি (এমাম) আবু জোরয়া'র নিকট (উপবিষ্ট) ছিলাম, এমতবস্থায় এমাম মোসলেম (তথায়) আগমন করিলেন,(তখন) তিনি (এমাম আবু জো[illegible]রা') বলিলেন. যদি তিনি (এমাম মোস্‌লেম এমাম) মোহাম্মাদ বেনে এহ্‌ইয়ার সহিত বিনম্র ব্যবহার করিতেন, (তবে) অবশ্য তিনি মানুষ হইয়া যাইতেন।"

আরও উক্ত খণ্ড, ৫৪ পৃষ্ঠা;--

قال ابن ابى حتم سمع منه ابى و ابوزر عةتم تركا حديثه عند ما كتب اليهما محمد بن يحيى انه اظهر عندهم ان لفظه بالقران مخلوق الى وقال محمد بن نصر المروزى سمعت محمد بن اسمعيل بقول من قال منى انى قلت لفظى بالقرآن مخلوق نقد كذب وانما قالت انعال العباد مخلوقة و قال مسلمة فى الصلة كان ثقة خليل القدر عالما بالحديث و كان يقول بخلق القرآن فانكر زلك عليه علماه خراسان فهرب و مات و هو مستخف ☆

(এমাম) এবনে আবি হাতেম বলিয়াছেন, আমার পিতা (এমাম আবু হাতেম) ও (এমাম) আবু জোরয়া', (এমাম) বোখারির নিকট (হাদিস) শ্রবণ করিয়াছেন, তৎপরে

যে সময় (এমাম) মোহাম্মদ বেনে এহ্ইয়া তাঁহাদের উভয়ের নিকট (এই মর্ম্মে) পত্র প্রেরণ করেন যে, (এমাম) বোখারি তাঁহাদের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন যে, কোরআন শরিফের পঠিত শব্দ সৃষ্ট পদার্থ, (সেই সময় হইতে) তাঁহারা উভয় তাঁহার (এমাম বোখারির) হাদিস ত্যাগ করিয়া ছিলেন।

মোহাম্মদ বেনে নসর বলিয়াছেন, আমি (এমাম) মোহাম্মদ বেনে এস্‌মাইল (বোখারি) কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে ব্যক্তি আমার উপর দোষারোপ করিয়াছে যে, আমি আমা কর্ত্তৃক পাঠিত কোরআন শরিফের শব্দকে সৃষ্ট পদার্থ বলিয়াছি, নিশ্চয় সে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলিয়াছে। আমি ইহাই বলিয়াছি যে, কোরআন পাঠ কালে মানবের নিজের মুখোচ্চরিত শব্দগুলি সৃষ্ট পদার্থ বলিয়াছি যে, কোরআন পাঠ কালে মানবের নিজের মুখোচ্চারিত শব্দগুলি সৃষ্ট পদার্থ।

মোসলেম 'সেলা' গ্রন্থে লিখিয়াছেন, তিনি (এমাম) বোখারি বিশ্বাসভাজন, মহিমান্বিত, হাদিস তত্ত্বজ্ঞ ছিলেন এবং কোরআন শরিফের সৃষ্ট পদার্থ হওয়ার মত ধারণ করিতেন, এই হেতু খোরাসানের বিদ্বান্‌গণ তাঁহার উপর অবজ্ঞা ভাব প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

ইহাতে তিনি পলায়ন করেন এবং লুক্কায়িত অবস্থায় প্রাণ ত্যাগ করেন।"

মোকাদ্দমায় ফৎহোল বারি, ৫৭৯ পৃষ্ঠা;—

قال ابو حامد بن الشرقي سمعت محمد بن يحيي الذهلي يقول القرآن كلام الله غير مخلوق ومن زعم لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع لايجالس ولايتكلم و من ذهب بعد هذا الى محمد بن اسماعيل فاتهمره لايحضر مجلسه الا من كان على مذهبه☆

"আবু হামেদ বেনে শরকি বলিয়াছেন, আমি মোহাম্মদ বেনে এহইয়া জোহালিকে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, কোরআন খোদাতায়ালার বাক্য, সৃষ্ট পদার্থ নহে এবং যে ব্যক্তি ধারণা করে যে, আমার কোরআন পাঠ সৃষ্ট পদার্থ সে ব্যক্তি

বেদাতি, তাঁহার নিকট উপবেশন করা ও তাহার সহিত কথোপকথন করা সিদ্ধ নহে। যে ব্যক্তি ইহার পরে (এমাম) মোহাম্মদ বেনে ইসমাইল (বোখারির) নিকট গমণ করিবে, তোমরা তাহাকে দোষান্বিত বলিয়া অভিহিত করিবে, কেন না, যে ব্যক্তি তাঁহার মজহাবালম্বী, তদ্ভিন্ন (কেহ) তাঁহার সভায় উপস্থিত হইবে না।"

আরও উক্ত পৃষ্ঠা;—

قلت و قد انصف مسلم فام يحدث فى كتابه

لاعن هذاولا عن هذا☆

(এমাম এবনে হাযার) বলিয়াছেন, নিশ্চয় (এমাম) মোসলেম ন্যায় বিচার করিয়াছেন, কেন না তিনি স্বীয় (সহিহ্) গ্রন্থে না ইহার (এমাম মোহাম্মদ বেনে এহ্ইয়া জোহালির) হাদিস বর্ণনা করিয়াছেন এবং না তাঁহার (এমাম বোখারির) হাদিস বর্ণনা করিয়াছেন।"

তকরিবোত্তহজিব, ৩১২ পৃষ্ঠা;—

এমাম মোসলেম, আবু দাউদ ও এবনে মাজ স্ব স্ব গ্রন্থে এমাম বোখারির কোন হাদিস লিপিবদ্ধ করেন নাই।

তাজাকেরাতোল-হোফ্‌ফাজ, তৃতীয় খণ্ড, ১১১ পৃষ্ঠা;—

قل الحاكم ابا الوليد يقول قال ابى اى كتاب تجمع قلت اخرج على كتاب البخاري قال عليك بكتاب مسلم فانه اكثر بركة فلن البحاري كان ينسب الى اللفظ قال ابني الذهبي و مسلم ايضا منسوب الى اللفظ و المسئلة و كان ابو الو ليد هذا من من كبار الائكة☆

"(এমাম) হাকেম বলিয়াছেন, (এমাম) আবুল অলিদকে বলিতে শুনিয়াছি, আমার পিতা বলিলেন, তুমি কোন কেতাবের পরিত্যক্ত হাদিস ও সনদ সংগ্রহ করিতে

প্রয়াস পাইতেছ? আমি বলিলাম (এমাম) বোখারির কেতাবের পরিত্যক্ত হাদিস ও সনদ সংগ্রহ করিতে চাহিতেছি। তিনি বলিলেন, তুমি (এমাম) মোসলেমের কেতাব দৃঢ়রূপে ধারণ কর, কেননা উহা অধিকতর সুফল প্রদ। নিশ্চয় (এমাম) বোখারির উপর কোরআন শরিফের শব্দের সৃষ্ট পদার্থ হওয়ার মত আরোপ করা হইয়া থাকে।

এবনোজ্জাহাবি বলিয়াছেন, (এমাম) মোসলেমের উপর উক্ত শব্দ সম্বন্ধীয় মত আরোপিত হইয়াছে এবং (এই) মসলাটী অতি জটিল। এই আবুল অলিদ প্রধান এমামগণের অন্যতম।''

লেসানোল-মিজান,২য় খণ্ড, ৩০৩/৩০৫ পৃষ্ঠা;—

ان احمد بن حنبل كان يتكلم فيه بسبب مسئلة الفظ و هو ايضا كان يتكلم في احمد فتجنب الناس الاخذ عنه الخ☆

''নিশ্চয় আহমদ বেনে হাম্বল তাঁহার উপর (হোসাএন কারাবিসির উপর) দোষারোপ করিতেন, যেহেতু তিনি মনুষ্যের মুখোচ্চারিত কোরআনের শব্দকে সৃষ্ট পদার্থ বলিতেন। তিনিও (এমাম) আহমদের প্রতি দোষারোপ করিতেন, এই জন্য লোকে তাঁহা হইতে (হাদিস) শিক্ষা ত্যাগ করিয়াছিলেন। (এমাম) ,এবনে আবি হাতেম, মোহাম্মাদ বেনে মুসা খওলানির সনদে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন, আমি কারাবিসির সহিত তর্ক করিয়াছিলাম, ইহাতে তিনি বলিয়াছিলেন যে, আমার মত এই, আমা কর্ত্তৃক পঠিত কোরআন সৃষ্ট পদার্থ নহে এবং কোরআন পাঠ কালে আমার (মুখোচ্চারিত) শব্দ সৃষ্ট পদার্থ। তৎপরে আমি উহা (এমাম) আহমদের নিকট উত্থাপন করিলাম, তৎশ্রবণে তিনি বলিলেন যে; সে জাহ্‌মিয়া বেদাত (মতাবলম্বী) হইয়াছে।

তিনি (হাকাম) বলিয়াছেন, কারাবিসি বিশ্বাসভাজন, (হাদিসের) হাফেজ ছিলেন, কিন্তু (এমাম) আহমদ বেনে হাম্বলের শিষ্যগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, যেহেতু তিনি বলিয়াছিলেন যে, নিশ্চয় কোরআন পাঠকারীর কোরআন পাঠ সৃষ্ঠ পদার্থ।''

সন ১৩২৭ সালের লাহোরের মুদ্রিত গুন্‌ইয়াতোত্তালেবিনের ১৩২ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে;—

سئل الامام احمد بن حنبل رح عمن قل لفظي بالقرآن مخلوق فقل كفر و قال رحمه الله فل القرآن كلام الله ليس مخلوق و التلاوة مخاوقة كفر☆

যে ব্যক্তি বলে যে আমার কোরআন পাঠ সৃষ্ট বস্তু, এমাম আহমদ বেনে হাম্বাল (র) উক্ত ব্যক্তির সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন, তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, সে ব্যক্তি কাফের হইয়াছে। আরও উক্ত এমাম (র.) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি বলে যে, কোরআন খোদাতায়ালার বাক্য, সৃষ্ট পদার্থ নহে এবং কোরআন পাঠ সৃষ্ট বস্তু, সে কাফের হইয়াছে।"

পাঠক, বোখারের বিদ্বানগণ এমাম বোখারির মতের উপর দোষারোপ করতঃ তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছিলেন। নেসাপুরের এমামগণ তাঁহাকে ও তাঁহার হাদিসকে ত্যাগ করিয়াছিলেন। খোরসানের এমামগণ তাঁহাকে ও তাঁহার হাদিসকে ত্যাগ করিয়াছিলেন। এমাম মোহাম্মদ বেনে এহ্ইয়া, এমাম আবু হাতেম ও এমাম আবু জোরয়া উক্ত এমাম বোখারির হাদিস ত্যাগ করিয়াছিলেন। এমাম আহমদের মতে এমাম বোখারির বেদাত মতাবলম্বী জাহ্মিয়া বরং তদপেক্ষা আরও কিছু অধিক হওয়া ও তাহার রায় ও হাদিসের পরিত্যক্ত হওয়া প্রমাণিত হয়। এমাম মোস্লেমের মতানুযায়ী এমাম বোখারির বেদাতি হওয়া ও সমগ্র এমামের নিকট তাঁহার একটী রায় পরিত্যক্ত হওয়া প্রমাণিত হয়। এমাম মোস্লেম তাঁহার হাদিস গ্রহণ করেন নাই।

এখন উপরোক্ত এমামগনের অবস্থা শুনুন:—

এমাম মোহাম্মদ বেনে এহ্ইয়া এমাম বোখারি ও মোস্লেমের পরম গুরু ছিলেন।

সহিহ্ বোখারিতে তাঁহার ৩৪ টী হাদিস আছে। এমাম আহমদ তাঁহার নিকট হাদিস শিক্ষা করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাঁহাকে জুহরির হাদিসের শ্রেষ্ঠতম আলেম ও হাদিসের অগ্রণী বলিয়াছিলেন। আবুবকর তাঁহাকে হাদিসের অগ্রণী বলিয়াছেন। এমাম এবনে মইন তাঁহার উপর জুহ্রির হাদিসের সংগ্রহ ভার অর্পণ করিয়াছিলেন।

জাঞ্জাওয়াহে বলেন, বিদ্বানগণের মতে যে হাদিসটী মোহাম্মদ বেনে এহ্ইয়া
না জানেন, উহা বিশ্বাস যোগ্য নহে। এমাম এবনে আবি হাতেম বলেন, তিনি তাঁহার
সময়ের এমাম ছিলেন। এবনে আবি দাউদ বলেন, তিনি হাদিসের সর্ব্বপ্রধান এমাম
ছিলেন। এবনে খোজায়মা বলিয়াছেন, তিনি নির্ব্বিবাদে সময়ের অগ্রণী ছিলেন।
এবনে ওকদ, খতিব ও নাসায়ী তাঁহাকে হাদিসের হাফেজ ও এমাম বলিয়াছেন।

দ্বিতীয় এমাম আবু জোরয়া', ইনি হাদিসের হাফেজ, তেরমজি, এবনে
মাজা ও নাসায়ির শিক্ষক ছিলেন। আবুবকর বেনে আবি শায়বা বলিয়াছেন, আমি
আবু জোরয়া' অপেক্ষা অধিকতর হাফেজে হাদিস কাহাকেও দর্শন করি নাই। সাবুনি
বলিয়াছেন, আবু জোরয়া আমার মতে (এমাম) আহমদ বেনে হাম্বলের তুল্য। আলি
বেনে জোনায়েদ বলিয়াছেন আমি আবু জোরয়ার তুল্য শ্রেষ্ঠ বিদ্বান দর্শন করি নাই
আবদুল ওয়াহেদ ও আবু হাতেম তাঁহাকে হাদিসের অদ্বিতীয় বিদ্বান বলিয়াছেন।

তৃতীয় এমাম আবু হাতেম, ইনি আবু দাউদ ও নাসায়ির শিক্ষক ছিলেন।
মুসা বলিয়াছেন, আমি আবু হাতেম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম হাফেজ দর্শন করি নাই
আহমদ বেনে সালমা বলিয়াছেন, আমি মোহাম্মদ বেনে ইয়াহইয়ার পরে আবু হাতেমের
তুল্য প্রধান হাদিসের হাফেজ ও মর্ম্মজ্ঞ কাহাকেও দর্শন করি নাই। এমাম নাসায়ি
তাঁহাকে বিশ্বাসভাজন বলিয়াছেন।

উপরোক্ত এমামত্রয়, এমাম বোখারির মত ও হাদিস ত্যাগ করিয়াছিলেন।
এমাম মজহাব বিদ্বেষি লেখক, প্রথমে এমাম বোখারিকে রক্ষা করুন, তৎপরে এমাম
আবু হানিফার নিন্দাবাদ করিতে ধাবিত হইবেন।

ছেয়ানতল-মোমেনিন, ৫৬/৫৭/৭১/৭২ পৃষ্ঠা;—

আল্লামা এবনে হাজার 'তখরিজে-হেদায়া'য় লিখিয়াছেন;—

"আলি বেনে মদিনি আবু হানিফা সাহেবকে নিতান্ত জইফ, হাদিস বিদ্যায়
একেবারে অযোগ্য ও পঞ্চাশটী হাদিসের ভ্রমকারী বলিয়াছেন।"

"এমাম নাসয়ী কেতাবোজ্জোয়াফা'র ৫৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, আবু হানিফা
হাদিস বিদ্যার যোগ্য নন, একে ত যৎসামান্য রেওয়ায়েত করিয়াছেন, তাতে বহু ভুল
ও খাতা করিয়াছেন।

হানিফিদিগের উত্তর—

এমাম আলি বেনে মদিনি ভ্রম বশতঃ এইরূপ বলিয়া থাকিবেন, তৎপরে
নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া উক্ত মত পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরিশেষে এমাম আজমের
প্রশংসা করিয়াছেন। এইরূপ এমাম নাসায়ী নিজ কল্পনায় উক্ত ভ্রমাত্মক মত প্রকাশ

করিয়া অবশেষে উক্ত কল্পনা ত্যাগ পূর্ব্বক এমাম আজমের হাদিস স্বীয় সহি গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন। আর যদি উহা তাঁহাদের ভ্রম স্বীকার না করাও হয়, তথাচ এমাম আজমের যোগ্যতার কোন ক্ষতিকর নহে, কেননা আলি মদিনি ও নাসায়ীর শিক্ষক শ্রেণীর বহু এমাম, এমাম আজমের যোগ্যতা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। আরও আলি মদিনী ও নাসায়ী নিজেরা এমামগণের দোষারোপ হইতে পরিত্রান পান নাই, তবে তাঁহাদের দোষারোপ এমাম আজমের বিরুদ্ধে কিরূপে ধর্ত্তব্য হইবে? উক্ত এমামদ্বয় বহু স্থলে ভ্রম জালে আবদ্ধ হইয়াছেন, লেখক প্রথমে ইঁহাদের ভ্রম সংশোধন করুন, পরে এমাম আজমের ভ্রম ধরিতে যাইবেন।

(এমাম) এবনে আবদুল বার 'কেতাবোল-এস্তেকা ফি ফাজায়েলে আএম্মায়-সালাসা গ্রন্থে লিখিয়াছেন।;--

سئل يحيي بن معين و عبد الله ابن احمد الدورقى يسمع من ابى حنيفة فقال يحيي بن معين هو ثقة ما سمعت احدا ضعفه هذا شعبة بن الحجاج يكتب اليه ان يحدث بامره و شعبة شعبة قال و كذا على ابن المدين ثني عليه☆

(এমাম) এহইয়া বেনে মইন ও আবদুল্লাহ্ বেনে আহমদ দওরকি জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন যে, (এমাম) আবু হানিফার হাদিস শ্রবণ করা যায় কি না? তদুত্তরে (এমাম) এহ্ইয়া বেনে মইন বলিলেন, তিনি (এমাম আবু হানিফা) বিশ্বাসভাজন ছিলেন, তঁহাকে অযোগ্য (হাদিসে জইফ) বলিয়াছে, এইরূপ কাহারও কথা শ্রবণ করি নাই। এই (এমাম) শো'বা বেনে হোয্যায তাঁহার নিকট পত্র লিখেন যে, তিনি তাঁহার অনুমতিতে হাদিস শিক্ষা প্রদান করেন এবং (এমাম) শো'বা শো'বাই ছিলেন (অর্থাৎ তিনি এইরূপ প্রসিদ্ধ যে, তাঁহার মহত্ব বর্ণনা করা নিষ্প্রয়োজন)।

এইরূপ (এমাম) আলি বেনে মদিনি তাঁহার (এমাম আবু হানিফার) প্রশংসা করিয়াছেন।''

"এমাম এবনে আবদুল বার "জামেয়োল-এল্‌ম" গ্রন্থে লিখিয়াছেন;—

قيل ليحيي ابن معين يا ابا زكريا ابو حنيفة كان يصدق بى الحديث قال نعم صدوق و قال كان شعبة حسن الراى في ابي حنيفة و قال يزيد بن هارون ادركت الف رجل وكتبت عن اكثرهم ما رأيت فيهم افقهولا اورع ولاء لهم من خمسة اولم ابو حنيفة و قال ابن المدينى ابو حنيفة ثقة لابأس به☆

"(এমাম) এহ্‌ইয়া বেনে মইনকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, হে আবু জিক্‌রিয়া (এমাম) আবু হানিফা কি হাদিসে সত্যবাদী ছিলেন? (তদুত্তরে) তিনি বলিলেন, অবশ্য তিনি মহা সত্যবাদী ছিলেন। আরও তিনি বলিলেন, (এমাম) শো'বা (এমাম) আবু হানিফার সম্বন্ধে ভাল ধারণা রাখিতেন। এজিদ বেনে হারুণ বলিয়াছেন যে, আমি সহস্র ব্যক্তির দর্শন লাভ করিয়াছি এবং তাঁহাদের অধিকাংশের নিকট (হাদিস) লিপিবদ্ধ করিয়াছি। আমি তাঁহাদের মধ্যে পঞ্চ জন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম ফেকহ তত্ত্বজ্ঞ, ধার্ম্মিক ও বিদ্বান্ দর্শন করি নাই, তাঁহাদের প্রথম (ব্যক্তি এমাম) আবু হানিফা। (এমাম আলি) এবনে মদিনি বলিয়াছেন, (এমাম) আবু হানিফা (র) নির্দ্দোষ বিশ্বাসভাজন ছিলেন।"

হাফেজ মোহাম্মদ বেনে হোসাএন 'কেতাবোজ্জোয়াফা' গ্রন্থে লিখিয়াছেন;—

قال يحيي بن معين ما رأيت احدا افدمه على وكيع و كان يفتى بوائ ابى حنيفة و كان يحفظ حديثه كله و كان قد سمع من ابن حنيقة حديثا كثيرا

و قيل ليحيي بن معين ايما احب اليک ابو حنيفة او الشافعى او ابو يوسف فقال اما ابو حنيفة فقد حدث عنه فوم صالحون و قال الحسن بن على الحلوانى قال لى شبابة بن سوار كان شبعة حسن الرائ فى ابى حنيفة و قال على بن المدينى ابو حنقة روى عنه الثورى و ابن المباوك و حماد بن زيد وهشيم و ركيع من الجراح و عباد بن العوام و جعفر بن عون و هو ثقة لاراس به و قال يحيى بن سعيد ربما استحسنا الشئ من قول ابى حنيفة فنأخذ به قال يحيي و قد سمعث من ابي يوسف الجامع الصغير ذكره الا زودى حدثنا محمد بن حرب سمعت على بن المدينى فذكره من اوله الى آخره حرفا بحرف☆

"(এমাম) এহইয়া বেনে মইন বলিয়াছেন, আমি এরূপ কাহাকেও দর্শন করি নাই যাহাকে (এমাম) অকি অপেক্ষা অগ্রগণ্য বলিতে পারি, তিনি (এমাম) আবু হানিফার রায় অনুযায়ী ফৎওয়া দিতেন তাঁহার সমস্ত হাদিস স্মরণ রাখিতেন এবং

(এমাম) আবু হানিফার নিকট বহু হাদিস শ্রবণ করিয়াছেন। (এমাম) এহ্ইয়া বেনে মইনকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, আবু হানিফার, শাফিয়ি কিম্বা আবু ইউস্যেফ, ইঁহাদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি আপনার নিকট অধিকতর মনোনীত, তদুত্তরে তিনি বলিলেন, (এমাম) আবু হানিফার নিকট একদল সাধু লোক হাদিস শিক্ষা করিয়াছেন।

হাসান বেনে আলি হোলওয়ানি বলিয়াছেন যে, শাবাবা বেনে সেওয়ার আমার নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন, (এমাম) শো'বা (এমাম) আবু হানিফার সম্বন্ধে ভাল ধারণা রাখিতেন।

(এমাম) আঁলি বেনে মদিনি বলিয়াছেন যে, (এমাম) আবু হানিফার নিকট (সুফ্ইয়ান) সওরি, (আবদুল্লাহ্) বেনে মোবারক, হাম্বাদ বেনে জয়েদ, হোশাএম, অকি বেনে জার্রাহ, এবাদ বেনে আওয়াম ও যা'ফর বেনে আওন হাদিস শিক্ষা করিয়াছেন। তিনি বিশ্বাসভাজন, নির্দ্দোষ ছিলেন।

(এমাম) এহ্ইয়া বেনে সইদ বলিয়াছেন, আমরা অনেক সময় এমাম আবু হানিফার মতে কোন বিষয়কে উৎকৃষ্ট বোধে গ্রহণ করিয়া থাকি।

(এমাম) আজদি বর্ণনা করিয়াছেন (এমাম) এহ্ইয়া বেনে সইদ কাত্তান বলিয়াছেন যে, আমি আবু ইউসোফের নিকট জামে' সগির শ্রবণ করিয়াছি।

মোহাম্মদ বেনে হরব বলিয়াছেন যে, আমি আলি বেনে মদিনির নিকট শ্রবণ করিয়াছি যে, তিনি এক এক অক্ষর করিয়া আদ্যন্ত উক্ত গ্রন্থ (জামে' সগির) বর্ণনা করিলেন।"

এমাম এবনে হাযার আস্কালানি তহ্জিবোত্তহ্জিবে'র ১০ম খণ্ডে (৪৪৯/৪৫০ পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন;—

ابن معين يقول كان ابو حنيفة ثقة لايحدث بالحديث الا بما يحفظ ولا يحدث بما لايحفظ وعن ابن معين كان ابو حنيفة ثقة فى الحديث☆

(এমাম) এবনে মইন বলেন যে, (এমাম) আবু হানিফা বিশ্বাসভাজন ছিলেন, তিনি যে হাদিসটী স্মরণ রাখিতেন, কেবল সেই হাদিসটী বর্ণনা করিতেন। যাহা তিনি স্মরণ রাখিতেন না, তাহা তিনি বর্ণনা করিতেন না। আরও (এমাম) এবনে মইন হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, (এমাম) আবু হানিফা হাদিসে বিশাসভাজন ছিলেন।

খতিব 'তারিখে বগদাদে' লিখিয়াছেন,—

عن ابن معين قال سمعت يحيى القطان يقول جالسنا ابا حنيفة و سمعنا منه و كنت و الله اذا نظرت الله عرفت انه يتقى الله عز و جل☆

(এমাম) এবনো মইন হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, আমি (এমাম) এহইয়া কাত্তানকে বলিতে শুনিয়াছি যে, আমরা (এমাম) আবু হানিফার নিকট উপবেশন করিয়াছি এবং তাঁহার নিকট (হাদিস) শ্রবণ করিয়াছি, খোদাতায়ালার শপথ, আমি যে সময় তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতাম, বুঝিতাম যে, তিনি মহিমান্বিত খোদাতায়ালার ভয় করেন।"

মানাকেবে- মোয়াফেক, ১ম খণ্ড, ১৯৭ পৃষ্ঠা,—

يوسف الصفار يقول سمعت وكيعا يقول لقد وجد الورع عن ابي حنيفة في الحديث مالم يوجد عن غيره ☆

"ইউসোফ ছাফার বলেন যে, আমি (এমাম) অকিকে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, (এমাম) আবু হানিফা কর্তৃক হাদিস সম্বন্ধে যেরূপ সাবধানতা অবলম্বন করা হইয়াছে, তাঁহা ব্যতীত অন্য কাহারও কর্তৃক এরূপ (সাবধানতা) অবলম্বন করা হয় নাই।"

তহজিবোত্তহজিব,—

وقال ايضا لولا ان الله تعالى اغاثني بابي حنيفة و سفين كنت كسائر الناس ☆

"আরও তিনি (এমাম আবদুল্লাহ বেনে মোবারক) বলিয়াছেন, যদি খোদাতায়ালা (এমাম) আবু হানিফা ও (এমাম) সুফইয়ান কর্তৃক আমার উদ্ধার সাধন

না করিতেন, তবে আমি সাধারণ লোকের ন্যায় হইতাম।"

মানাকেবে-কোরদরি, ১ম খণ্ড, ৯১ পৃষ্ঠা;—

ذكر الامام النسفى باسناد عن احمد بن محمد قال سالت يحيى بن معين عه فقال عدل ثقة ما ظنك بمن عد له ابن المبارى و و كيع ☆

এমাম নাসাফি সনদ সহ বর্ণনা করিয়াছেন;—

"আহমদ বেনে মোহাম্মদ হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, আমি (এমাম) এহ্ইয়া বেনে মইনের নিকট তাঁহার (এমাম আবু হানিফার) সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, (এমাম আবদুল্লাহ) বেনে মোবারক ও (এমাম) অকি যাঁহাকে বিশ্বাসভাজন বলিয়াছেন, তাঁহার সম্বন্ধে তোমার ধারণা কি?"

মনাকেবে মোয়াফ্ফেক, ২য় খণ্ড, ৪৬ পৃষ্ঠা;—

معاذ قال اردت الخرج الى الكوفة فاتيت شعبة فقلت اكتب الى بعض اخوانك الخ☆

"মায়াজ বলিয়াছেন, আমি (হাদিস শিক্ষার জন্য) কুফা নগরীতে গমণ করিতে ইচ্ছা করতঃ (এমাম) শো'বার নিকট উপস্থিত হইলাম, তৎপরে বলিলাম, আপনার কোন ভ্রাতার নিকট (আমার জন্য) পত্র লিখুন। তিনি বলিলেন, অবশ্য অবশ্য আমি তোমার জন্য একব্যক্তির নিকট পত্র লিখিব যিনি অতি মহান ব্যক্তি, তৎপরে তিনি (এমাম) আবু হানিফার নিকট পত্র লিখিলেন। আমি (এমাম) আবু হানিফার নিকট পত্র সহ গমণ করিলাম, ইহাতে তিনি (এমাম) শো'বার সম্মান করিলেন।

(এমাম) এহ্ইয়া বেনে আদম বলিয়াছেন, যে সময় (এমাম) শো'বাকে (এমাম) আবু হানিফার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইত, (তখন) তিনি তাহার অতিরিক্ত প্রশংসা করিতেন এবং প্রত্যেক বৎসর তাহার নিকট উপঢৌকন প্রেরণ করিতেন।"

মানাকেবে-কোরদরি, ১ম খণ্ড, ১১২ পৃষ্ঠা;—

عن النضر بن على قل كنا عند شعبة فاحبر بموته فاسترجع و قال طفى عن الكوفة نور العام اما انهم لايرون مثله ابدا☆

"নাজার বেনে আলি বলিয়াছেন; আমরা (এমাম) শো'বার নিকট ছিলাম, এমতাবস্থায় তাঁহাকে উক্ত (এমাম) আবু হানিফার মৃত্যু সংবাদ প্রদত্ত হইল, ইহাতে তিনি দুঃখ সুচক শব্দ (ইন্না লিল্লাহে অইন্না এলায়হে রাজেউন) পাঠ করিয়া বলিলেন যে, কুফা হইতে বিদ্যার জ্যোতিঃ নির্ব্বাপিত হইয়া গেল, সাবধান! নিশ্চয় তাঁহারা (কুফাবসিগণ) কখনও তাঁহার তুল্য পাইবেন না।"

মানাকেবে-মোয়াফ্যেক; ২য় খণ্ড, ২৬ পৃষ্ঠা;---

ابو يحيى الحمابى ما رأيت رجلا قط خيرامن ابى حنيفة☆

হাফেজ আবু এহ্ইয়া হেমানি বলিয়াছেন; আমি কখনও (এমাম) আবু হানিফা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কোন ব্যক্তিকে দর্শন করি নাই।"

তহজিবোল-আসমা, ৬৯৮ পৃষ্ঠা;--

ابن عينية يقول ما مقلت عينى مثل ابي حنيفة☆

"(এমাম সুফ্ইয়ান) বেনে ওয়ায়না বলেন; আমার চক্ষু (তমাম) আবু হানিফার তুল্য দর্শন করে নাই।"

মানাকেবে মোয়াফ্যেক, ১ম খণ্ড, ১৯৫ পৃষ্ঠা;---

ابن عينية يقول لم يكن فى زمان ابى حنيفة فى الكوفة رجل افضل منه وا ورع و لا افقه☆

(এমাম সুফ্ইয়ান) বেনে ওয়ায়না বলেন, (এমাম) আবু হানিফার সময় কুফাতে তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর সদ্গুণ সম্পন্ন, অধিকতর ধার্ম্মিক ও ফকিহ্ (কোরআন

ও হাদিসের মর্ম্মজ্ঞ) কেহই ছিল না।"

খতিব স্বীয় ইতিহাসে লিখিয়াছেন;--

عن اسرائيل بن يونس انه قال نعم الرجل النعمان ما كان احفظ لكل حديث فيه فقه و اشد فحصه عنه و اعام بما فيه من الفقه☆

"এসরাইল বেনে ইউনোস হইতে বর্ণিত হইয়াছে, নিশ্চয় তিনি বলিয়াছেন, (এমাম) আবু হানিফা অতি উত্তম ব্যক্তি ছিলেন, তিনি ফেক্‌হ (নিগূঢ় তত্ত্ব জ্ঞান) সমন্বিত প্রত্যেক হাদিস বিলক্ষণ রূপ কণ্ঠস্থ রাখিতেন, সম্পূর্ণ রূপে উক্ত হাদিসের অনুসন্ধান করিতেন এবং উহার সূক্ষ্ম তত্ত্বের শ্রেষ্ঠতম বিদ্বান ছিলেন।"

এমাম মোজাই তহ্‌জিবোল-কামালে' লিখিয়াছেন, "(এমাম) এজিদ বেনে হারুণ বলিয়াছেন, আমি বহু লোকের সঙ্গ লাভ করিয়াছি, (এমাম) আবু হানিফা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম কাহাকেও দর্শন করি নাই।"

মানাকেবে মোয়াফেক, ১ম খণ্ড, ১৯৫ পৃষ্ঠা;--

يزيد بن هارون يقول ادركت الناس فما رأيت احدا اعقل ولا افضل ولااورع من ابي حنيفة رح☆

"এজদি বেনে হারুণ বলেন, আমি লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছি, কিন্তু আমি কাহাকেও (এমাম) আবু হানিফা (র) অপেক্ষা অধিকতর জ্ঞানী, পরহেজগার শ্রেষ্ঠতর সদ্‌গুণ সম্পন্ন দর্শন করি নাই।"

মানাকেবে কোরদরির, ১ম খণ্ড, ১০১ পৃষ্ঠায় এমাম সাময়ানি হইতে বর্ণিত হইয়াছে;--

عن محمد بن سعد قال كنت عند يزيد بن هارون الخ☆

"মোহাম্মদ বেনে সা'দ বলিয়াছেন, আমি (এমাম) এজিদ বেনে হারুণের নিকট ছিলাম, তাঁহার নিকট (এমাম) এহ্‌ইয়া বেনে মইন, (এমাম) আলি বেনে মদিনি, (এমাম) আহম্মদ বেনে হাম্বল, (এমাম)জহ্‌র বেনে হরব ও অন্যান্য (বিদ্বানগণ)

ছিলেন, এমতাবস্থায় তিনি (এমাম এজিদ বেনে হারুণ) একটী ফৎওয়া জিজ্ঞাসিত হইলেন, (তৎশ্রবণে) এজিদ বলিলেন, তুমি বিদ্বান্‌গণের নিকট গমণ কর, ইহাতে (এমাম) আলি বেনে মদিনি বলিলেন, তাঁহারা (বিদ্বান্‌গণ) কি আপনার নিকট নহেন? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, এমামের (আবু হানিফার) শিষ্যগণই বিদ্বান্ এবং তোমরা ঔষধ বিক্রেতা (অর্থাৎ তোমরা হাদিস সংগ্রাহক এবং তাঁহারা ব্যবস্থাপক)।"

মানাকেবে মোয়াফেক, ২য় খণ্ড, ৪৮ পৃষ্ঠা:—

☆ وسئل متى يفتى الرجل قال اذا كان مثل ابي حنيفة

"তিনি (এজিদ বেনে হারুণ) জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন যে, মনুষ্য কোন্ সময় ফৎওয়া দিতে পারেন? (তদুত্তরে) তিনি বলিয়াছিলেন যে, যে সময় সে ব্যক্তি (এমাম) আবু হানিফার তুল্য হয়।"

মানাকেবে-মোয়াফেকের, ২য় খণ্ডে, (৪৫ পৃষ্ঠায়) এমাম সাময়ানি হইতে বর্ণিত হইয়াছে:—

☆ عبد الرحمن بن مهدی کنت نقالا للحديث الخ

"(এমাম) আবদুর রহমান বেনে মেহদি বলিয়াছেন, আমি বহু হাদিস বর্ণনাকারী ছিলাম, অতঃপর আমি সুফ্ইয়ান সওরিকে বিদ্বান্‌গণের মধ্যে আমিরোল-মোমেনিন (ইমানদারগণের অগ্রণী), সুফ্ইয়ান বেনে ওয়ায়নাকে বিদ্বন্‌গণের নেতা (আমিরোলওলামা) শো'বাকে হাদিস তৌলকারী, আবদুল্লাহ বেনে মোবারককে হাদিস পরীক্ষক, এহ্ইয়া বেনে সইদকে বিদ্বান্‌গণের বিচারক (কাজি) এবং আবু হানিফাকে বিদ্বান্‌গণের বিচারক সম্প্রদায়ের বিচারক (কাজিল কোজাত) দর্শন করিলাম। যে ব্যক্তি তদ্ব্যতীত কিছু বলিবে, উহা বেনি সলিম সম্প্রদায়ের গৃহাবর্জ্জনার মধ্যে নিক্ষেপ কর।"

মানাকেবে-মোয়াফেকের ১ম খণ্ডে, ১৯৭ পৃষ্ঠায় এমাম মোহাম্মদ দিনুরি হইতে বর্ণিত হইয়াছে:—

☆ قال عيسى بن يونس لا تتكلمن في ابي حنيفة بسوء الخ

"(এমাম) ইসা বেনে ইউনোস বলিয়াছেন, (হে সোলায়মান) তুমি কখনও (এমাম) আবু হানিফার নিন্দাবাদ করিও না, যে কেহ তাঁহার নিন্দাবাদ করে, (তাহার) কথার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিও না, খোদার শপথ, আমি তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর

সদ্‌গুণ সম্পন্ন ও অধিকতর পরহেজগার দর্শন করি নাই। মোহাম্মদ বেনে দাউদ বলিয়াছেন,"আমরা (এমাম) ইসা বেনে ইউনোসের নিকট উপস্থিত হইলাম, এমতবস্থায় তিনি আমাদের নিকট পাঠ করার উদ্দেশ্যে (এমাম) আবু হানিফার কেতাব আমাদের সমক্ষে প্রকাশ করিলেন। ইহাতে দলের কোন ব্যক্তি তাঁহাকেবলিল, হে আবু আমর, আপনি কি আবু হানিফার হাদিস বর্ণনা করেন? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, তাঁহার জীবদ্দশায় তাঁহাকে পছন্দ করিয়াছি (এক্ষনে) তাহার মৃত্যুর পরে কেন তাহাকে পছন্দ করিব না?"

উক্ত পৃষ্ঠা;—

اكثر عن ابي حنيفة الرواية فى الحديث و الفقه و كان يختار قوله من بين اقوال اهل الكوفة و يفتى به☆

"তিনি (এমাম ইসা বেনে ইউনোস) আবু হানিফার বহু হাদিস ও ফেকহ গ্রহণ করিয়াছিলেন, কুফা অধিবাসীগণের মত সমূহের মধ্যে তাঁহার মত পছন্দ করিতেন এবং তদনুযায়ী ফৎওয়া দিতেন।"

মানাকেবে-মোয়াফ্‌ফেক ২য় খণ্ড, ৪১ পৃষ্ঠা;—

يحيى بن ادم قال اتفق اهل الفدقة و البصر انه لم يكن احد افقه منه الخ☆

(এমাম) এহ্‌ইয়া বেনে আদম বলিয়াছেন, সমস্ত বিবেচক ও ফেকহ্ তত্ত্ববিদ্ লোক একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, তাঁহা (এমাম আবু হানিফা) অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ফকিহ্ (কোরআন ও হাদিসের মর্ম্মজ্ঞ) কেহই ছিল না। আরও (এমাম) এহ্‌ইয়া বেনে আদম বলিয়াছেন, কুফা ফেকহ্ বিদ্যায় পরিপূর্ণ ছিল, তথায় এবনে শেবরামা, এবনে আবি লায়লা, হাসান বেনে সালেহ্, শরিক ও তাঁহাদের তুল্য বহু ফেকহ তত্ত্ববিদ্ বিদ্বান ছিলেন, অনন্তর (এমাম) আবু হানিফার মত সমূহের নিকট তাঁহাদের মত সমুহ অগ্রাহ্য হইয়া গেল, তাঁহার এলমে নগর সমূহে প্রচারিত হইয়াছে, খলিফা, এমাম ও বিচারকগণ তদনুযায়ী ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন এবং (এই) নিয়মটী চিরস্থায়ী হইয়াছে।

মানাকেবে-কোর্দুরি, ১ম খণ্ড, ৯৮ পৃষ্ঠা;—

عن علی بن المدینی کان یحیی بن ادم عالما با لناس اوباقاریلهم کثیر الفقه و الحدیث و کان یمیل الی ابی حنیفة میلا شدیدا۔

(এমাম) আলি বেনে মদিনি হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, (এমাম) এহ্ইয়া বেনে আদম রাবিদের (হাদিস প্রচারকদের) অবস্থা ও তাঁহাদের মতগুলির সম্বন্ধে অভিজ্ঞ, ফেকহ তত্ত্ব ও হাদিসে নিপুণ ছিলেন এবং তিনি (এমাম) আবু হানিফার সমধিক পক্ষ সমর্থন করিতেন;—

মানাকেবে কোরদরির ১ম খণ্ডে ৯১ পৃষ্ঠায় এমাম সাময়ানি হইতে বর্ণিত হইয়াছে;—

عن ابراهیم بن طهمان کان ابو حنیفة امام کل معنی۔

"(এমাম) এবরাহিম বেনে তোহমান বলিয়াছেন, আবু হানিফা প্রত্যেক বিষয়ের এমাম (অগ্রণী) ছিলেন।"

মানাকেবে-মোয়াফেকের ২য় খণ্ডে, ৩৮ পৃষ্ঠায়, এমাম এবনোস সাময়ানি কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে;—

یحیی بن آدم کان الحسن بن صالح یقل الی حدیث ابی حنیفة ومصائله فکان یستحسنه۔

"(এমাম) এহ্ইয়া বেনে আদম বলিয়াছেন (এমাম) হাসান বেনে সালেহ আমার নিকট (এমাম) আবু হানিফা'র হাদিস ও মসলা সমূহ বর্ণনা করিতেন, তৎপরে উহার প্রশাংসা করিতেন।"

মানাকেবে মোয়াফেক ২য় খণ্ড, ৩৭ পৃষ্ঠা;—

قال رأیت الحسن بن عمارة و ابی انتهیا الی قنطرة فقالابی له قدم فقل لا تقدم انت فانک افقهنا واعلمنا و افضانا۔

তিনি (হাম্মাদ) বলিয়াছেন, আমি হাসান বেনে এমাম ও আমার পিতা (এমাম আবু হানিফা) কে দেখিলাম যে, তাঁহারা উভয়ে একটী সেতুর নিকট উপস্থিত হইয়াছেন তখন আমার পিতা তাঁহাকে (হাসান বেনে এমারাকে) বলিলেন, আপনি অগ্রগমন করুন, (তৎশ্রবণে) তিনি বলিলেন, আমি অগ্রগমণ করিব না, আপনি অগ্রগমন করুন, কেননা নিশ্চয় আপনি আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ফকিহ্ তত্ত্বজ্ঞ বিদ্বান ও সদ্‌গুণ সম্পন্ন।

তহজিবোল-আসমা ৬৯৮ পৃষ্ঠা;—

عن ابن المبارك قال رأيت مسعرا ابى حنيفة فى حلقة جالسا بين يديه يسأله و يستفيد منه ☆

"(এমাম) এবনে মোবারক বলিয়াছেন, আমি (এমাম) মেসয়ারকে (এমাম) আবু হানিফার শিক্ষা কেন্দ্রে তাঁহার সম্মুখে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসাবাদ করিতে ও শিক্ষা গ্রহণ করিতে দর্শন করিয়াছি।"

মানাকেবে মোয়াফেকে ২য় খণ্ড, ৪০ পৃষ্ঠা;—

حفص بن غياث يقول سمعت من ابى حنيفة كتبه وآثاره نما رأيت اذكى قلبى قلبا منه ولا اعلم بما يفسد و يصح فى باب الاحكام ☆

"হাফ্‌স বেনে গেয়াস বলেন, আমি (এমাম) আবু হানিফার নিকট তাঁহার কেতাব ও হাদিস সমূহ শ্রবণ করিয়াছি, কিন্তু তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম মেধাবী (বা বিবেচক) এবং সহি ও বাতীল আহকাম সম্বন্ধে প্রধান অভিজ্ঞ দর্শন করি নাই।"

জাওয়াহেরে-মরজিয়া, ২১১/২১২ পৃষ্ঠা;-

এমাম তাহাবি বলিয়াছেন, এমাম আজমের ৪০ জন লেখক শিষ্য ছিলেন, তন্মধ্যে দশজন শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। এমাম এহ্ইয়া বেনে জেক্‌রিয়া তাঁহাদের অন্যতম, ইনি ৩০ বৎসর (এমাম আজমের) কেতাব লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

পাঠক, উপরোক্ত প্রমাণ সমূহে প্রমাণিত হইল যে, এমাম আলি বেনে

মদিনি, এমাম আবু হানিফার সুখ্যাতি করিয়াছেন, তাঁহাকে হাদিসে যোগ্য ও বিশ্বাসভাজন বলিয়াছেন। মজহাব বিদ্বেষি লেখক তখ্রিয়ে-আস্কালানি হইতে উক্ত আলি বেনে মদিনি হইতে এমাম আজমের যে নিন্দাবাদের কথা উল্লেখ করিয়াছেন উহা হয় বাতীল কথা, না হয় উক্ত আলি মদিনি প্রবঞ্চকদের অযথা কথায় প্রতারিত হইয়া এইরূপ বলিয়া থাকিবেন, তৎপরে প্রকৃত সংবাদ অবগতহইয়া অবশেষে তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করিয়াছেন। এমাম এবনে আবদুল বার ও হাফেজ মোহাম্মদ বেনে হোসাএন, আলি মদিনি হইতে এমাম আজমের বিশ্বাসভাজন হওয়া সপ্রমাণ করিয়াছেন।

উক্ত তখ্রিয লেখক এমাম হায়ার এমাম এহ্ইয়া হইতে এমাম আজমের হাদিসে বিশ্বাসভাজন হওয়া সপ্রমাণ করিয়াছেন।

এমাম এবনে আবদুল বার উক্ত এমাম এহ্ইয়া মইন হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, এমাম আজমকে কেহই অযোগ্য (জইফ) বলেন নাই। ইহাতে বুঝা যায় যে, কোন মিথ্যাবাদী লোক আলি মদিনির নাম ধরিয়া এইরূপ মিথ্যা কথা প্রকাশ করিয়াছে। যে এমাম এহ্ইয়া মইন, এমাম এহ্ইয়া বেনে সইদ কাত্তান, এমাম শো'বা, এমাম এজিদ বেনে হারুণ, এমাম অকি বেনে জার্রাহ, এমাম আবদুলাহ্ বেনে মোবারক, এমাম সুফইয়ান বেনে ওয়ায়না, এমাম আবু এহ্ইয়া হেমানি, এমাম এস্রাইল বেনে ইউনোস, এমাম আবদুর রহমান বেনে মেহদি, এমাম ইসা বেনে ইউনোস, এমাম এহ্ইয়া বেনে আদম, এমাম এবরাহিম বেনে তহমান, এমাম হাসান বেনে সালেহ, এমাম হাসান বেনে এমারা, এমাম মেসয়ার বেনে কোদাম, এমাম হাফেজ বেনে গেয়াস ও এমাম এহ্ইয়া বেনে জেক্রিয়া এমাম আবু হানিফার সুখ্যাতি প্রকাশ করিয়াছেন ও তাঁহাকে হাদিসে উপযুক্ত ও বিশ্বাসভাজন বলিয়াছেন, তাঁহাদের অবস্থা কিছু কিছু শ্রবণ করুণ।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।